লণ্ডনে
স্বামী বিবেকানন্দ

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রকাশক
শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়, সেক্রেটারি
মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর
শ্রীনিমাই চরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
৭১।এ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ—৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৩

মূল্য : দুই টাকা বার আনা

উৎসর্গ

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের যিনি একান্ত অনুরক্ত সেবক
ছিলেন, স্বামীজী যাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন,
যাঁহার পরিশ্রমে স্বামীজীর সমস্ত ইংরাজী গ্রন্থ
লিখিত ও জনসমাজে প্রকাশিত হইয়াছে,
স্বামীজীর সেই পরম প্রীতিভাজন
জে. জে. গুডউইনের
মধুময় স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই
গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত
হইল।

প্রাগ্‌বাণী

১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে লণ্ডনে যান; স্বামী সারদানন্দ অল্পদিন পূর্ব্বেই রেডিং নগরে স্টার্ডির বাড়ীতে পৌছিয়াছিলেন; বর্ত্তমান লেখক এক সপ্তাহ পরে কলিকাতা হইতে লণ্ডনে পৌছেন। স্বামীজীর সহিত জে. জে. গুডউইন নামক একটি ইংরাজ যুবক থাকিতেন; তিনি স্বামীজীর ক্ষিপ্রলিপিকারের কাজ করিতেন।

গুডউইন বাথ নগরের কাছে ফ্রোম নামক গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার বিধবা মাতা ও অবিবাহিতা দুই ভগ্নী ছিলেন। গুডউইন স্বামীজীর নিতান্ত বশম্বদ ও একান্ত সেবক ছিলেন। স্বামীজী যখন যে কথা বলিতেন বা বক্তৃতা দিতেন, গুডউইন ক্ষিপ্রলিপিতে তাহা করচা করিয়া রাখিতেন। যেসকল ইংরাজী গ্রন্থ বক্তৃতারূপে স্বামীজীর নামে প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমস্তই গুডউইনের পরিশ্রমের ফল।

স্বামীজী কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে গুডউইনও সঙ্গে আসেন। তিনি নানা কারণে মাদ্রাজ প্রদেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, অবসর পাইলে তাঁহার করচা হইতে প্রচলিত-লিপি করিয়া স্বামীজীর কথোপকথন ও ভাষণের অপর অংশ প্রকাশ করিবেন। সেইসকল বিষয় প্রচলিত-লিপিতে লিখিত হইলে প্রায় সাত খণ্ড গ্রন্থ হইত। নানা কারণে তাহা হয় নাই; এবং গুডউইনও মাদ্রাজ প্রদেশে দেহত্যাগ করেন।

মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা প্রভৃতি স্বামীজীর কয়েকজন ভক্ত গুডউইনের দ্রব্যাদি ও কাগজপত্র তাঁহার মাতার নিকট প্রেরণ করেন। বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ক্ষিপ্রলিপির কিছু বুঝিতে না পারিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দেন। এই ব্যাপারের কয়েক বৎসর পরে সিস্টার নিবেদিতা ইংলণ্ডে যান;

আমি তাঁহাকে গুডউইনের ঠিকানা দিয়া তাঁহার মাতার সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করি। ইচ্ছা ছিল, সেই সমস্ত কাগজপত্র পাওয়া গেলে কোন বিশিষ্ট আমেরিকান ক্ষিপ্রলিপি-কোবিদ দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব; একজন আমেরিকান ভক্তও সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। নিবেদিতা ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলেন যে, গুডউইনের বৃদ্ধা মাতা ও ভগিনীদ্বয় অপর কোন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কোন ঠিকানা পাওয়া যায় না। এইজন্য গুডউইন লিখিত সমস্ত কাগজপত্র নষ্ট হইয়া যায়। স্বামীজী যখন লণ্ডনে বক্তৃতা দিতেন তখন নার্সের পরিচ্ছদে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া স্বামীজীর দিবাভাগের বক্তৃতাসমূহ ক্ষিপ্রহস্তে লিখিয়া লইতেন। তিনি আমাদের সহিত কখনও মেশেন নাই বা আমরা কেহ তাঁহার ঠিকানা জানিতাম না। তাঁহার কাছে স্বামীজীর অনেক বক্তৃতা থাকিতে পারে কিন্তু তাহা পাওয়া দুরাশার বিষয়।

এইসকল কারণে বহু লোকের অনুরোধে আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রয়াসী হই। আমার যতদূর স্মরণ আছে এবং যাহা নির্ভুল ও সত্য বলিয়া স্মরণ আছে সেইসকল বিষয় কিঞ্চিৎ আভাষস্বরূপ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল, ইহাতে আমার নিজের মত বা ভাব কিছুই সন্নিবেশিত হয় নাই। যেসকল বিষয় আমার অস্পষ্ট স্মরণ হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াছি এবং পাদটীকায় ব্যাখ্যাস্বরূপ কিঞ্চিৎ দীপিকা করিয়া দিয়াছি (দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। গুডউইনের লিখিত কাগজের সহিত এই গ্রন্থ তুলনা করিলে হিমালয় পর্ব্বতের সহিত বালুকণার যে সম্বন্ধ, ইহা তদ্রূপ হইবে। তবে কিছু না থাকা অপেক্ষা অল্পমাত্র আভাষ-ইঙ্গিতও ভাল, সেইজন্য যৎসামান্য এইস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল। স্বামীজী উপদেশকালে দেড় ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা অনর্গল বলিয়া যাইতেন এবং অনেক গ্রন্থ উল্লেখ করিয়া ভাবরাশির সম্পর্ক ও সম্মিলন দেখাইয়া যাইতেন। গুডউইনের

করচা ছাড়া অপর কোন স্থানে এইসমস্ত লেখা ছিল না এবং কোন ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত বিষয় স্মরণ রাখাও সম্ভব নয়। আমার যে কয়টি বিশিষ্ট বিষয় স্মরণ আছে, আমি সেই কয়টি মাত্র দিতেছি।

এই গ্রন্থপাঠে যদি কাহারও কিছু উপকার হয় এবং স্বামীজীর বিষয় কেহ বিশেষভাবে বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব এবং আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ঘটনা-সংক্ষেপ এবং ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য আমি পাঠকগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এইরূপ সামান্য গ্রন্থপাঠে মহান্ স্বামীজীর বিষয় বিশেষ কিছু বোঝা যায় না, তবে আকার-ইঙ্গিতে সেই মহান্ ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষের কিঞ্চিৎ আভাষ দিলাম।

এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেন, স্বর্গীয় বলাইচাঁদ মিত্র লিপিকার্য্য ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার এবং শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব বলিয়ার অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। অপর কয়েকজন উৎসাহী যুবক একান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, সেইজন্য আমি প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের আন্তরিক সাহায্য না পাইলে আমি কখনই এই গ্রন্থ রচনা করিতে পারিতাম না।

৩, গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
রাসপূর্ণিমা, ১৩৩৮

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

নিবেদন

প্রস্তুত গ্রন্থটি পাঠকবর্গের হস্তে দিবার কালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

১। প্রথম সংস্করণের মুদ্রিত বইখানি যথাযথ অনুসরণ করা হইয়াছে; সামান্য কয়েকটি স্থলে উহা সংশোধন (emendation) করা হইয়াছে।

২। দুইটি বিষয় যথা, চিকাগোতে মিঃ হেলের বাড়ীতে স্বামীজীর নখ কাটার বিবরণ এবং গুডউইনের জীবন-কথা সামান্য পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে; মূল পাণ্ডুলিপির সাহায্যেই ইহা করা হইয়াছে।

৩। অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষের দিকে বিষয়বস্তু (text) ঠিক রাখিয়া উহার ক্রম বা পারম্পর্য্য একটু বদলানো হইয়াছে।

৪। প্রথম সংস্করণের পার্শ্বটীকাগুলি পূর্ব্ববৎ রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং কিছু নূতন পার্শ্বটীকাও সংযোজিত হইয়াছে।

৫। স্থলবিশেষে পাদটীকা দেওয়া হইয়াছে; প্রথম সংস্করণে পাদটীকা কোথাও ছিল না।

৬। পার্শ্বটীকাগুলির সূচীপত্র ও গ্রন্থের শেষে একটি নির্ঘণ্ট দেওয়া হইয়াছে। আশা করি ইহাতে আলোচনা তথা গবেষণাকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবে।

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৩

ইতি
শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

লণ্ডনে

স্বামী বিবেকানন্দ

এক

১৮৯৬ সালে মার্চের শেষ বা এপ্রিল মাসের প্রথমে বি. আই. এস. এন. কোম্পানির রিউয়া জাহাজে করিয়া সারদানন্দ স্বামী লণ্ডন নগরে যান। পূর্ব্বেই ই. টি. স্টার্ডিকে চিঠিপত্র লেখা ছিল। সারদানন্দ স্বামী পৌঁছিলে স্টার্ডি তাঁহাকে সসম্ভ্রমে রেডিং নগরে আপন ভবনে লইয়া গেলেন এবং উভয়ে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। স্টার্ডি পূর্ব্বে থিয়সফিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং ভারতবর্ষে আসিয়া আলমোরায় যোগ-অভ্যাস করিবার নিমিত্ত একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। আলমোরায় অবস্থানকালে শিবানন্দ স্বামীর সহিত স্টার্ডির বেশ বন্ধুত্ব হয় এবং উভয়ে একসঙ্গে মাদ্রাজ যান। যাহা হউক, স্টার্ডির সহিত স্বামীজীর আমেরিকা হইতে পত্র-ব্যবহার চলিতে লাগিল এবং স্টার্ডির অনুরোধে তিনি আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আসিয়া বক্তৃতা করিতে মনস্থ করিলেন।

সারদানন্দ স্বামীর লণ্ডনে যাওয়া।

১৮৯৪ বা ১৮৯৫ সালে স্বামীজী একবার ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। আমেরিকায় অনবরত বক্তৃতা করিয়া ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা করিয়া তিনি ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। দুই-এক মাস পরে আবার

ইংলণ্ডে স্বামীজী।

আমেরিকায় চলিয়া যান। ১৮৯৬ সালের এপ্রিল বা মে মাসে তিনি আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আসিয়া রেডিং নগরে স্টার্ডির বাড়ীতে কিছু দিন অবস্থান করিতে লাগিলেন।

স্বামী সারদানন্দ কলিকাতা ত্যাগ করিবার সপ্তাহ পরে বর্ত্তমান লেখক অধ্যয়ন করিবার জন্য লণ্ডনে যান এবং আইন পড়িতে স্বামীজী নিষেধ করায় তিনি অন্য বিষয় অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। স্বামীজী "বাচস্পত্যম্ অভিধানম্" চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেইজন্য বর্ত্তমান লেখক লণ্ডন যাত্রাকালে আপনার সহিত স্বামীজীর জন্য একটি বাক্স করিয়া "বাচস্পত্যম্ অভিধানম্" লইয়া যান।

বর্ত্তমান লেখকের লণ্ডনে যাওয়া।

স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রেডিং নগরে স্টার্ডির বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দ সেই সময় স্টার্ডির বাড়ীতে কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই বাস করিতেছিলেন। কৃষ্ণ মেনন্ নামক জনৈক মাদ্রাজী যুবক একদিন আসিয়া বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "স্টার্ডি লেডি মার্গুসনের সজ্জিত-বাড়ী ভাড়া করিবেন; লেডি মার্গুসন (Lady Murgesson) তাঁহার সন্তানাদি লইয়া কয়েক মাস অন্যত্র বাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন।"

সজ্জিত-বাড়ীর অর্থ,—যে বাড়ীতে রন্ধনের তৈজসাদি, পড়িবার পুস্তকাদি, আসবাব-সজ্জা ইত্যাদি যাহা কিছু ভদ্রলোকের আবশ্যক হইতে পারে, সে সমস্তই পাওয়া যাইবে, শুধু নিজের পরিধেয় বস্ত্র লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে। স্বামীজী, সারদানন্দ স্বামী, বৃদ্ধা মিস্ হেনরিয়েটা মূলার ও জে. জে. গুডউইন সকলে গিয়া লেডি মার্গুসনের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান লেখক

তখন একটু দূরে অপর পল্লীর একটি বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। কৃষ্ণ মেনন্ আসিয়া তাঁহাকে ৬৩নং সেণ্ট জর্জ রোডের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। স্বামীজী আহ্লাদ করিয়া বর্ত্তমান লেখককে একটি কলম দিলেন। এই কলমটি স্বামীজীকে আমেরিকায় উপহারস্বরূপ একজন দিয়াছিলেন। আঙ্‌টিতে যেরকম সাদা ডোরা-কাটা নীল পাথর থাকে সেইরকম পাথরের হাতল, এবং নিব ও নিব বসাইবার স্থানটি সোনার; কলমটি খুব মূল্যবান্ ছিল। বর্ত্তমান লেখক সেই কলমটি তাঁহার ছোটভাইকে (বর্ত্তমানে শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত A. M., Dr. Phil.) ডাকযোগে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ডাক-ওয়ালাদের হাত হইতে তাহা আর পাওয়া যায় নাই।

বর্ত্তমান লেখক তখন অল্প দিন মাত্র লণ্ডনে গিয়াছেন। বিস্তৃত সহর, স্বতন্ত্র আচার-ব্যবহার, স্বতন্ত্র ভাবগতিক। বিদেশের এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বর্ত্তমান লেখক একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া একদিন পদচারণ করিতে করিতে চীপসাইড (Cheap-side) নামক পল্লীর দিকে যান। কলিকাতায় যেমন বড়বাজার কারবারের প্রধান স্থান, লণ্ডনের চীপসাইড এবং তন্নিকটস্থ স্থানগুলিও সেইরূপ কারবারের কেন্দ্রস্বরূপ। অতিশয় জনাকীর্ণ—জনতা এত অধিক যে, ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যাওয়া-আসার জন্য সর্ব্বদাই যেন লোকসমূহ চাপ-জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এমন কি বৃষ্টি বা রৌদ্র হইলে ছাতা খুলিবার উপায় নাই, তাহা হইলে ছাতাটা অপরের মাথায় লাগিয়া যাইবে, এবং ছাতা খুলিবারও আদৌ স্থান নাই। কলিকাতায় মেলা বা উৎসব উপলক্ষে কখনও কখনও যেরূপ লোকসমাগম হইয়া থাকে, এই

সিটি অফ লণ্ডনে বেলা দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঠিক সেই-ভাবে লোক সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। মোটকথা, যদি জনসমূহের মাথার উপর একখানি তক্তা ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার উপর দিয়া কয়েক মাইল পরিভ্রমণ করা যাইতে পারে। এই সিটি অফ লণ্ডন সমস্ত পৃথিবীর কারবারটি নিজের হস্তে রাখিয়াছে ও চালাইতেছে।

স্বামীজী, সারদানন্দ স্বামী ও গুডউইন তিনজনে চীপসাইডের একটা চৌমাথার কোণে দাঁড়াইয়াছিলেন। বর্ত্তমান লেখকও মহা জনতা দেখিয়া, অবাক্ হইয়া একদিকে দাঁড়াইয়া আছেন। গুডউইন অপরিচিত সাধারণ ইংরেজের ন্যায় একজন হইয়া গিয়াছেন; সারদানন্দ স্বামীকে চিনিতে পারা গেল, কিন্তু স্বামীজীকে বহু বৎসরের পর দেখিয়া বর্ত্তমান লেখকের চিনিতে একটু বিলম্ব হইল। ইহার একটা বিশেষ কারণ এই যে, কলিকাতা বা বাংলাদেশে যে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন, সে লোক আর তখন নয়; তিনি স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি হইয়াছেন। গায়ের বর্ণ অনেকটা উজ্জ্বল বা যাহাকে ইংরাজীতে Fair brown colour বলা যায়, শুধু white নয়। মাথায় যদিও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি লক্ষ্ণৌর তাজের মতন কালো মোটা কাপড়ের টুপি ছিল, কিন্তু মাথার সম্মুখেতে সিঁথি-কাটা দেখা যাইতেছিল। পরিধানে কালো রঙের ইজের, কালো রঙের ভেস্ট্ এবং গলায় কলার ছিল, কিন্তু টাই ছিল না। চক্ষুদ্বয় সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত, চক্ষুর পাতার নিম্নস্থল স্ফীত এবং অক্ষিপুট সাধারণ লোকের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ-পরিমাণে সুদীর্ঘ ও বিস্ফারিত, এবং নেত্র হইতে মহাতেজ ও আকর্ষণী-শক্তি বাহির

স্বামীজীর সহিত বর্ত্তমান লেখকের সাক্ষাৎ।

হইতেছে। চক্ষুদ্বয় স্বতন্ত্রভাবে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কণ্ঠস্বর অতিশয় গম্ভীর ও তেজঃপূর্ণ এবং শব্দস্রোত বহুদূরগামী। অকস্মাৎ এভাবে দেখিয়া বর্ত্তমান লেখকের একটু ইতস্ততঃ ভাব হইয়াছিল এবং সেইজন্য চিনিতে একটু বিলম্বও হইয়াছিল। যাহা হউক, কথাবার্ত্তা কহিয়া সকলেই প্রস্থান করিলেন।

বর্ত্তমান লেখক পরদিন মেননের সহিত সেণ্ট জর্জ রোডের বাটীতে যান। দেশের পাঁচটা কথা কহিয়া স্বামীজী বর্ত্তমান লেখককে অপর একটি ঘরে লইয়া যান। ঘরটিতে যখন অপর কেহ রহিল না তখন স্বামীজী বর্ত্তমান লেখকের মনের কি ভাব হইতেছিল এবং কয়েকদিন ধরিয়া কি চিন্তা করিয়াছিলেন, সমস্ত পড়া-পুঁথির ন্যায় বলিয়া যাইতে লাগিলেন—কোন ভাবিয়া-চিন্তিয়া নয়, স্বাভাবিক-ভাবে বলিতে লাগিলেন; এবং প্রত্যেক কথাগুলি সত্য হইয়াছিল। তাহার পরেই নীচেকার বৈঠকখানা ঘরটিতে আসিয়া স্বামীজী পুনরায় পূর্ব্বতন বাংলাদেশের নরেন্দ্রনাথ হইয়া বেশ হাসিতামাশার ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন এবং বর্ত্তমান লেখককে সোনার কলমটি দিলেন। যাহা হউক, স্পষ্ট বোঝা গেল যে, পূর্ব্বতন নরেন্দ্রনাথ আর নয়; পূর্ব্বদেহে বিবেকানন্দ নামক এক মহাশক্তি প্রবেশ করিয়াছে। এক দেহের ভিতর কখন বা কলিকাতার নরেন্দ্রনাথ বাস করেন, কখন বা বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ বাস করেন। ভাবভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, হাত-নাড়া, আঙ্গুল-নাড়া স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। কোন-কিছু ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, বাম হস্তের পাঁচটা অঙ্গুলি কুঞ্চিত বা বিক্ষিপ্ত করিয়া ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ডান হাত তত সঞ্চালন

করিতে লাগিলেন না। কিন্তু প্রত্যেক হস্তসঞ্চালনে বা শিরঃসঞ্চালনে স্পষ্ট, নির্দ্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হাঁ বা না যাহাই হউক না কেন, ভাবগুলি কিন্তু দ্বিধাশূন্য, যেন স্বতন্ত্র লোক; পূর্ব্বে কখনও এ ভাব তাঁহার ভিতর দেখা যায় নাই। শুধু ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বের অবস্থায় নামিতে পারেন এবং পূর্ব্ব অবস্থার স্মৃতি ও ভাবভঙ্গী একটু কষ্ট করিয়া আনিতে পারেন। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায়ও সব সময় যেন আজ্ঞাদাতা মহাশক্তিমান্ পুরুষ—সমস্ত কথাগুলি যেন hushing, commanding voice (দ্বন্দ্বাতীত, আজ্ঞাপ্রদ গম্ভীর স্বর)।

স্বামীজী বর্ত্তমান লেখককে নিজের পকেট হইতে পাঁচ পাউণ্ড দিয়া দিলেন এবং কৃষ্ণ মেননকে সঙ্গে করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। পথে যাইতে যাইতে কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। কৃষ্ণ মেনন্ বলিতে লাগিলেন, “মাদ্রাজের যে স্বামীজীকে দেখিয়াছি তিনি এ ব্যক্তি নন, এবং যাঁহার আমি তামাক সাজিতাম এবং যিনি আমার সঙ্গে হাসিতামাশা করিতেন তিনিও এ ব্যক্তি নন; ইঁহার ভিতর এখন অনেক শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এখন যেন সম্মুখে যাইতে বা কথা কহিতে ভয় করে। ইচ্ছা করিয়া নিজে নিম্নস্তরে আসিয়া কথা না কহিলে, অপরের কথা কহিতে সাহস হয় না। এক্ষণে যৌগিক শক্তি নানাপ্রকার বর্দ্ধিত হইয়াছে”—এরূপ বলিতে বলিতে মেননের কাফি খাইতে ইচ্ছা হইল, এবং দুজনে একটি প্রথম শ্রেণীর কাফির দোকানে প্রবেশ করিলেন।

ভারতবাসীরা বিদেশের যাহাকিছু গল্প পান, অধিকাংশ স্থলে কাটা-ছাঁটা শুষ্ক কয়েকটি ভাব মাত্র, কিন্তু সেখানকার আচার-ব্যবহার,

রীতিনীতি প্রভৃতি অনেকের জানিতে কৌতূহল হইয়া থাকে। এ স্থলে যদিও গল্পগুলি অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু মাঝে মাঝে হাসিতামাশা না দিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে এইজন্য স্থানে স্থানে নানারকম উপাখ্যান প্রদত্ত হইল।

খাবারের দোকানে সামুদ্রিক ঝিনুক প্রভৃতি।

ভিক্টোরিয়া স্টেশনের সন্নিকটে একটি প্রথম শ্রেণীর কাফি হাউস বা চা'র দোকান ছিল। বসন্ত বা গরমের প্রারম্ভ, এইজন্য রাস্তার ধারের দোকানগুলিতে Oyster (ঝিনুক), গলদা চিংড়ি ও কুচো চিংড়ি বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে। Oyster আমাদের বাংলাদেশে ঝিনুক যেরকম লম্বা লম্বা হয়, সেপ্রকার নয়। যেরূপ পুরীধামে সমুদ্রে এক ইঞ্চি পরিমাণ গোল গোল ঝিনুক হয়, ইহা সেই জাতীয়। Oyster-এর খোসার মাঝখানে সাদাতে-হলদেতে মিশানো হড়হড়ে নালের মত একপ্রকার শাঁস হয়, সেই হড়হড়ে নালের শাঁসটা চামচে দিয়া সুরুৎ সুরুৎ করিয়া খাইতে থাকে। কিন্তু ইহা শুনিয়া এতদ্দেশীয় লোকের ঘৃণা হইবে। ইংলণ্ডবাসীরা এই Oyster-কে পরম উপাদেয় বলিয়া গণ্য করে। আমাদের দেশে যেমন ছোট ছোট গুগলি, ইংরাজদের দেশে সেইরূপ ছোট ছোট গুগলি হয়; এসব গুগলিকে সিদ্ধ করিয়া বাজারে বিক্রয় করে, আট-দশ দিনের পুরাতন বা বাসিও হইতে পারে। এইগুলি একটি চীনেমাটির প্লেটে রাখিয়া একটি পিন দিয়া ভিতরকার সিদ্ধ শাঁসটি বিঁধিয়া বাহির করিয়া খায়। স্ত্রীলোকেরা অনেক সময় মাথার পিন দিয়া ভিতরকার শক্ত শাঁসটা বাহির করিয়া খাইয়া থাকে; তবে বাংলাদেশে যেরূপ গুগলির ঝোল খায়, সেরূপ সেখানে হয় না।

যদি হুগলির কোন লোক লণ্ডনে গিয়া গুগলির ব্যবসা করে তাহ'লে বেশ ব্যবসা চলিবে। কুচো চিংড়ি (Prawn)—বাংলা-দেশে কুচো চিংড়ি যেমন সাদাপানা দেখিতে, ইহা সেইরূপ নয়। Prawn-গুলো একটু পাঁশুটে রঙের মোটা মোটা; সিদ্ধ করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। খাইবার সময় দুইহাতে খোসা ছাড়াইয়া খাইতে হয়, ইচ্ছা করিলে বা একটু গন্ধ হইলে, ভিনিগার সংযোগ করিলে দোষ কাটিয়া যায়। এ দেশের কাঁকড়া বাংলাদেশের কাঁকড়ার মত নয়—পুরীধামে সমুদ্রের ধারে মাঝে মাঝে যেরূপ কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ মাঝারি রকমের কচ্ছপের মত, তবে গোল নয় উপবৃত্তাকার; অর্থাৎ ডানধার-বাঁধার কিছু লম্বা এবং অপর দুই দিক্‌টা কিঞ্চিৎ চ্যাপ্টা হয়। এই কাঁকড়া সিদ্ধ হইয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। সমুদ্রের কাঁকড়া, এইজন্য ইহার দাড়াগুলো মোটা মোটা। বোধ হয় এই দাড়া দিয়া যদি সে একবার ধরিতে পারে তাহ'লে মানুষের হাতের হাড় কাটিতে না পারিলেও, জখম করিতে পারিবে। সিদ্ধ অবস্থায় ভাঙ্গিয়া লইয়া কাঁটা বা চামচে দিয়া ভিতরকার শাঁসগুলি বাহির করিয়া খাইতে থাকে, আবশ্যক হইলে ভিনিগার সংযোগ করে।

গলদা চিংড়ি (Lobster)—ইহা বাংলাদেশের চিংড়ির দু-তিনটার সমান। গল্পেতে যে ঢেঁকি চিংড়ির কথা আছে, এ বোধ হচ্ছে সেই ঢেঁকি চিংড়ির প্রপৌত্র। বাংলাদেশে গলদা চিংড়ির দাড়া ন্যালন্যালে, সরু-সরু, কিন্তু সমুদ্রের গলদা চিংড়ির দাড়া কাঁকড়ার দাড়ার মত। পুরীতে একবার এইপ্রকার গলদা চিংড়ি দেখা গিয়াছিল। দাড়াটা ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহাতে ভিনিগার ও নুন

দিয়া ছোট চামচে করিয়া কুরিয়া কুরিয়া খায়। গলদা চিংড়িটা খোসা-শুদ্ধ দু-তিন ইঞ্চি; কাটিয়া কাটিয়া তাহা খাইতে হয়, কারণ পূর্ব্ব হইতে ইহা সিদ্ধ করা থাকে। ইংরাজেরা মাছের মুড়ো খায় না, ফেলিয়া দেয়, এবং মাছের ডিম যাহা বাংলাদেশে এত আদর করিয়া খাইয়া থাকে, ইহারা তাহা ঘৃণা করিয়া খায় না। মাছের ডিম (Fish-roe) এরা অজ্ঞানেতে খাইলেও বমি করিয়া ফেলে, ইহার উপর তাহাদের বড় বিতৃষ্ণা আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাছের ডিম বেশ সুস্বাদু, বাংলাদেশের মাছের ডিমের চেয়ে কোন পক্ষে ন্যূন নয়। কিন্তু অপর জাতের আহারপদ্ধতি লইয়া কোন দোষ-গুণ বিচার করা উচিত নয়; কথাতে বলে 'আপ্ রুচি খানা'। এই হ'ল মোটামুটি মাছের কথাবার্ত্তা।

কাফি হাউস ও কাফি প্রস্তুত-প্রণালী।

তবে কাফি খাবার কথাবার্ত্তা একটু বলা আবশ্যক। সদর দোরে ঢুকিয়াই সম্মুখে এক সিঁড়ি, দুই পার্শ্বের দেওয়াল বড় বড় আরশি দিয়া মোড়া; সিঁড়িতে নরম গালিচা, তার উপর মখমল পাতা। ভারতবর্ষের লোক এমন গালিচাতে কখনও শুইতে বা বসিতে পায় না; তাহার উপর জুতা পায়ে দিয়া উঠিয়া উপরে কাফির ঘরটিতে গিয়া বসিতে হয়। মেঝের উপর গালিচাখানি ইঞ্চি-কতক পুরু, পা দিলেই স্প্রিং-এর মত বসিয়া যায়, আবার লাফাইয়া উঠে, তাহার উপর মখমল-মোড়া স্প্রিং-এর চেয়ার, সম্মুখে একটি করিয়া মার্ব্বেল-পাথরের টেবিল, টেবিলের খুরাগুলি মেহগনি কাঠের নানা ফুলকাটা ও নক্সাকরা এবং ঝকঝকে পালিশ করা। দুইজন ভারতীয় লোক সেই চেয়ারে বসিলেন, নূতন বলিয়া সব জিনিস আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশ্য কিছুকাল থাকিলে এসব জিনিস অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন আর কোন বিস্ময় থাকে না এবং কয়েক বৎসর পর নিজের দেশে আসিলে নিজের দেশের জিনিস প্রথম দিনকতক নূতন-নূতন বলিয়া বোধ হয়। ইহাই মনের স্বাভাবিক গতি, হাস্য করিবার কিছুই নাই। ঘরের তৈজসাদি সব রূপার, প্রথম শ্রেণীর কাফি হোটেল—এইজন্য অপর কোন নিকৃষ্ট ধাতু ব্যবহৃত হয় না।

ছোট একটা ডিমের ন্যায় ছোট বাটিতে ক'রে চিকরি মিশানো কাফি দিলে, সঙ্গে ফুল-কাটা একটু করিয়া মাখন, ছোট একখানি Roll বা মচমচে পাঁউরুটি—মেনন্ মাদ্রাজী, কাফি খাওয়ার জাত, তার ঠোঁট ভিজিল না; গজগজ করিয়া বকিতে লাগিল। দাম চাহিল প্রত্যেকের ৫ শিলিং করিয়া ১০ শিলিং—তখন ১৯৷৷০ টাকা পাউণ্ড। ১০ শিলিং অর্থাৎ ১০৲ টাকা—এই ত মেনন্ চটিয়া গেল। বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "ওহে বাবু, চট কেন? কালা আদমী, ঘরে ঢুকতে দিয়েছে এই যথেষ্ট। ঘরটার ব্যাপার কি দেখে যাচ্ছ এইজন্য আক্কেল-সেলামি দিলে"। এই বলিয়া হাসিতামাশাতে উভয়ে চলিয়া আসিলেন।

লণ্ডনে অনেক ইংরেজ পরিবার প্রাতঃ-ভোজনের সহিত কাফি খাইয়া থাকে এবং অপরাহ্ণে চা পান করিয়া থাকে; এইজন্য নানা দেশে কি করিয়া কাফি প্রস্তুত করিয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহার কিছু বর্ণনা করা যাইতেছে। ইংরাজ রমণীরা কাফির জলটা বেশ গরম করিয়া থাকে এবং তাহাতে গুঁড়ো কাফি দিয়া অল্প পরিমাণে ফুটায়, ও তাহার পর দুধ চিনি মিশাইয়া জলটা ছাঁকিয়া বড় বড় বাটি করিয়া কাফি খায়—ইহাকেই ইংরাজী কাফি বলে। রান্নার

কার্য্যে মেয়েরা সিদ্ধহস্ত। কাফির ভিতর একটা তেল আছে, সেটা বেরুলে সুগন্ধ হয়। জলটা কত গরম হইবে, কি পরিমাণে কাফির গুঁড়ো দিতে হইবে এবং কতক্ষণ গরম জলে কাফি রাখিতে হইবে, এই কার্য্য সুন্দরভাবে করিতে ইংরাজ মেয়েরা সিদ্ধহস্ত। তাহারা কাফিটা এমন সুন্দর ও সুস্বাদু করে যে, দ্বিতীয়বার খাইতে ইচ্ছা হয়। কাফি তৈরির নিয়ম সম্বন্ধে একটি সুন্দর মেয়েলী ছড়া আছে: One tea-spoonful for the cup, one for the kettle.

লণ্ডনে ফরাসী স্ত্রীলোকেরাও কাফির দোকান খুলিয়া থাকে। তাহারা কাফির গুঁড়োর সহিত ডিমের হলদেটা দিয়া মাখায় এবং সেইটাকে সিদ্ধ করিয়া চিনি মিশাইয়া দেয়; ঢালিবার সময় বড় বাটির উপর ঈষৎ লালচে রঙের বেশ ফেনা হইয়া থাকে, এবং খাইতেও বেশ সুস্বাদু হয়। সাধারণ ফ্রেঞ্চরা কাফির গুঁড়ো একটা লম্বা হাতল-ওয়ালা তামার ঘটির বা চোঙের মত পাত্রে গরম করে, এবং ছোট ছোট বাটি করিয়া তাহা পান করে। তাহারা কাফিতে দুধ দেয় না, অল্প পরিমাণে mastic cognac (ম্যাস্‌টিক কনিয়াক) মিশাইয়া চিনি দিয়া খায়, এবং পান করিবার সময় ইহা ছোট ছোট বাটিতে করিয়া পান করিয়া থাকে।

তুর্কীদের কাফি এই French-দের মত, তবে mastic ব্যবহার করে না।

আরবরা ছোট বাটিতে করিয়া থকথকে পুরু কাফি খায়। পাতলা বা তরল অংশটা পান করে এবং নীচের কাদার মত অংশটা ফেলিয়া দেয়। কিন্তু উপরকার তরল অংশে এত গুঁড়ো

থাকে যে, পান করিলে কয়েক দিনের ভিতর বিদেশী লোকের পেট কামড়ায়। মিশরদেশের কাফি খাওয়া আবার স্বতন্ত্র। আগে আধ গেলাস ঠাণ্ডা জল খায় তারপর ছোট ছোট বাটিতে আরবি কাফি খায়, তারপর আধ গেলাস ঠাণ্ডা জল খায়। এইত হ'ল মোটামুটি নানা দেশের কাফির বর্ণনা; আর কত দেশে কি রকম কাফি খায় তাহা বিশেষ জানা নাই।

বর্ত্তমান লেখক যখন পরের দিন স্বামীজীর সহিত দেখা করেন, তখন বর্ত্তমান লেখকের পোষাকপরিচ্ছদ ক্রয় করিবার জন্য মেননের হস্তে স্বামীজী এগার পাউণ্ড দিয়া দেন।

পিংকিনিস গ্রীন-এ গমন।

সেণ্ট জর্জ রোডের বাড়ীতে স্বামীজী সপ্তাহখানেক থাকিয়াই মিস্ মূলারের গ্রামের বাড়ীতে শরৎ মহারাজের সহিত চলিয়া গেলেন এবং বর্ত্তমান লেখককেও তথায় যাইতে বলিয়া যান। পথ হইতেছে— Paddington Station হইতে Windsor গ্রামের পার্শ্ব দিয়া Maidenhead Station যাইতে হয় এবং স্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে বা হাঁটিয়া মাইলত্তিনেক যাইলে Pinkineys Green (পিংকিনিস গ্রীন) নামক একটা গাঁয়ে পৌঁছানো যায়। প্যাডিংটন স্টেশন ভারতবর্ষের রেলওয়ে স্টেশন হইতে বহুগুণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্টেশনের প্ল্যাটফরমটি যেন কোন বড়লোকের বৈঠকখানা; দেওয়ালে নানারকম ছবি টাঙ্গানো এবং ছবির নীচে কারবারীদের বিজ্ঞাপন। দেওয়ালটা সাজানও হইল এবং কারবারীদেরও বিজ্ঞাপন চলিল।

এত লোকের ভিতরে চেঁচামেচি হৈ-হৈ কিছুই নাই, সকলেই

আপন-আপন কার্য্যে ব্যস্ত এবং স্থিরভাবে কার্য্য করিতেছে। ট্রেনে কেবলমাত্র দুই শ্রেণীর গাড়ী আছে; প্রথম শ্রেণীকে Saloon কহে, এবং সাধারণকে Ordinary কহে। তবে গাড়ীতে তামাক খাওয়া নিষিদ্ধ, গাড়ীতে তামাক খাইলে পাঁচ পাউণ্ড জরিমানা দিতে হয়। একখানা Smoking Car (তামাক খাইবার গাড়ী) থাকে। যত তামাকখোর সেই গাড়ীতে গিয়া ভিড় করে, কারণ অপর গাড়ীতে তামাক খাইলে ভদ্রমহিলারা বিশেষ আপত্তি করিয়া থাকেন। সাধারণ গাড়ীগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং গাড়ীর কাঠের দেওয়ালগুলিতে নানাপ্রকার ফটোগ্রাফ ও ছবি লাগানো। গাড়ীতে কেহ থুথু ফেলে না বা নোংরা করে না, এইজন্য গাড়ীর ঘরগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে স্ত্রীলোকদের ও পুরুষদের জন্য ভিন্ন গাড়ী নাই, কারণ পর্দ্দাপ্রথা বা স্ত্রীলোকদের স্বতন্ত্র বসিবার নিয়ম তথায় নাই।

বর্ণনাগুলি ১৮৯৬ সালের হইতেছে, এখন অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিয়দংশ মিলিতেও না পারে। সে সময় ঘোড়ার গাড়ী দুইপ্রকার ছিল, এক Four-wheeler Brougham (ব্রুম্) এবং অপরগুলি Hansom; এগুলি দুই-চাকা বগি গাড়ীর ন্যায়, তবে গাড়ীর ঘেরা-টোপ বা ছাদটা কাঠের তৈয়ারী। আরোহী বসিয়া সম্মুখে খোলা স্থান দিয়া সব দিক্ পরিদর্শন করিতে পারে এবং কোচম্যান (চালক) গাড়ীর পিছনদিকে ছাদের উপর বসিয়া ঘোড়ার লম্বা লাগামটা ছাদের উপর দিয়া টানিয়া লয়, অর্থাৎ সহিস যেমন পিছনদিকে নীচুতে বসে, তাহা না হইয়া কোচম্যান উঁচু স্থানটিতে বসে এবং ছাদের উপর দিয়া লাগামটা ঘোড়ার

সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ গাড়ী অপর দেশে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

পাঠকদের ভিতর অনেকেই বিদেশের বর্ণনা জানিতে ইচ্ছা করেন; তাহাদের আচার, নীতি ও নানাপ্রকার কার্য্যকলাপ জানিতে চাহেন, এইজন্য অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আবশ্যক বিবেচনায় এই স্থানে কিঞ্চিৎ প্রদত্ত হইল। কারণ আনুষঙ্গিক বিষয় জানা না থাকিলে স্বামীজী কি-প্রকারে কার্য্য করিয়াছিলেন ও দিন কি-ভাবে কাটাইতেন, তাহা বিশেষ উপলব্ধি করা যাইতে পারে না।

মিস্ মূলারের বাড়ী। ইংলণ্ডের গ্রাম।

স্বামীজী ও সারদানন্দ স্বামী মিস্ মূলারের গ্রামের বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং বর্ত্তমান লেখক তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। গুডউইন কেবল সহরে রহিলেন। মিস্ মূলারের বাড়ীতে থাকিবার ঘর তত বেশী না থাকায় পার্শ্বের একটি বাড়ীতে বর্ত্তমান লেখক রহিলেন, কিন্তু সর্ব্বদাই তিনজনে একত্র থাকিতেন।

ইংলণ্ডের গ্রামগুলি অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিতে যেন এক একখানি ছবি। গ্রামের ভদ্রলোক ও চাষাদের ঘরগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ীগুলি প্রায় ছোট ছোট দোতলা, দেওয়ালগুলি একহারা ইটের পেটি, মেঝেটা এ দেশের মত পাকা খোয়া-পেটা নয়, কেবল তক্তা পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ দেশে যেমন ছাদ রাখিবার জন্য কড়ি ও বরগা দুইপ্রকার আধার আছে ও তাহার উপর টালি পাতিয়া খোয়া পিটাইয়া ছাদ হয়, ইহা তদ্রূপ নয়। ৩ × ৫ ইঞ্চি বা ৫ × ৭ হইতে আড়ার মত কাঠ বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর তক্তাগুলি ইস্ক্রুপ-মারা হয় এবং

মেঝেতে গালিচা পাতিয়া দিলে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া যায়। দেওয়ালগুলিতে রঙিন কাগজ মুড়িয়া দেয়। বালি ধরানো বা চুনকাম প্রথাটা সেরূপ নয়। Wall-paper-এর প্রচলন অধিক পরিমাণে। ছাদগুলি দোচালা অর্থাৎ দুদিকে গড়ান, বরফ বা বৃষ্টি পড়িলে জমিয়া না থাকিয়া শীঘ্র গড়াইয়া যায়। চাষাদের ছোট ছোট বাড়ীগুলির সম্মুখে একটু উঠান বা ফাঁকা জমি এবং পিছনদিকে ছোট ছোট উঠান আছে, ইহাকে ব্যাক্ ইয়ার্ড (back yard) বলে। এই ব্যাক্ ইয়ার্ড-এ দড়ি টাঙাইয়া কাপড়, বিছানা শুকাইতে দেয়। কাপড়গুলি স্প্রিংওয়ালা কাঠের ক্লীপ (clip) দিয়া দড়িতে ঝোলানো হয়। মিস্ মূলারের গ্রামের বাড়ীর সম্মুখে একটি ছোট বাগান, এবং ছুঁচোলা-মুখো পাতলা পাতলা কাঠের তক্তায় গোঁজ-দেওয়া রাস্তার ধারের বেড়া এবং এরূপ গোঁজ-দেওয়া একটি কপাট। এই কপাট বন্ধ করিয়া রাখিলে কোন জানোয়ার আর ঢুকিতে পারে না। বাড়ীটি দ্বিতল ও কাঠের তৈয়ারী। বাড়ীতে ঢুকিয়া ডান-দিকে বসিবার ঘর বা বৈঠকখানা—বাঁ-দিকে অন্য কার্য্যের জন্য ঘর, তাহার পর ভিতরকার উঠান বা বাগান, উঠানের এক অংশে অর্থাৎ বসিবার ঘরের পার্শ্বে একটি লম্বা কাঁচের ঘর। কাঁচের ঘরটির ভিতর নানারকম ফুলগাছ সাজানো ছিল। ইহাকে Green-house—সজ্জাগার বলে। উঠানের দিকে সম্মুখ করিয়া বাঁ-দিকে একটি স্থানে একটি লতাকুঞ্জ ছিল। গোটাকতক তারে একটা আয়তন করিয়া তাহার উপর লতানে গাছ দেওয়া ছিল। এই লতাকুঞ্জের ভিতর বসিবার মতন একটি স্থান বা ঘর ছিল। মিস্ মূলার ও স্বামীজী অনেক সময় এই স্থানটিতে বসিয়া অপরাহ্নে চা পান বা

সান্ধ্য-আহার করিতেন। উঠানে অনেকগুলি গাছ ছিল। বসন্ত-কাল—বেশ ফুল ধরিয়াছে, গাছগুলি সম্ভবতঃ আপেল, ন্যাসপাতি ও চেরি গাছ হইবে। এ দেশের একটি বিশেষত্ব যে, বসন্তকালে আগে ফুল ফোটে তাহার পরে পাতা বেরোয়, কারণ শীতকালে গাছের পাতা ঝরিয়া যায়। দোতালার ঘরগুলি নীচেকার ঘরের আয়তনে সমান। নিম্নে বসিবার ঘরের বাঁ-পাশে একটি ঘর, সেটি স্নানাগার। এই স্নানাগারে বাংলাদেশের পূর্ব্বের প্রথানুযায়ী একটি পাতকুয়া-পায়খানা ছিল; উপরটি বেশ কাঠের বাক্স-পায়খানার মতন (Commode) ছিল, এবং মলত্যাগের পর কিঞ্চিৎ পরিমাণে বালি ঢালিয়া দিতে হইত, তাহা হইলে ঘরটিতে আর কোন দুর্গন্ধ হইত না। কিন্তু গ্রামেব অপর বাড়ীর পায়খানা এরূপ নয়; উঠানের এক কোণেতে একটা ঘর থাকে, এবং পায়খানার ভিতরে একখানা তক্তা ও তাহার উপরের তক্তায় একটা গর্ত্ত। একপার্শ্বে কতক-গুলি পুরাতন কাগজ থাকে, মেজেতে গামলা পাতা থাকে না,—মল মাটিতে পড়ে, কারণ ওদেশে জলশৌচের প্রথা নাই—সেইজন্য অত স্যাঁতসেঁতে কাদা হয় না। মাঝে মাঝে চাষারা আসিয়া মাঠে সার দিবার জন্য মলটা তুলিয়া লইয়া যায়।

স্বামীজীর কথোপকথন।

একদিন বেলা এগারটা বা বারটার সময় স্বামীজী মিস্ মূলারের বাড়ীর নীচেকার বৈঠকখানা ঘরটিতে আসিয়া একখানি সোফায় বসিলেন। ডাকপিয়ন কতকগুলি চিঠি দিয়া গিয়াছিল, সারদানন্দ স্বামী সেইসকল চিঠি স্বামীজীকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। কলিকাতার একখানি চিঠিতে লেখা ছিল, বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত তুলসীরাম

ঘোষের কন্যা চণ্ডী—উভয়েরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই খবর শুনিয়া স্বামীজী, সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক তিনজনে খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন; এবং বলরামবাবুর অনেক সুখ্যাতি হইতে লাগিল। তারপর সারদানন্দ স্বামী পুনরায় চিঠি পড়িতে লাগিলেন। একস্থানে লেখা ছিল, "রাখাল মহারাজের পুত্র, সত্যের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাতে রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বড় ব্যথিত ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন।" এই খবরটি শুনিয়া সকলে দুঃখিত হইলেন। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "রাখালের মতো এত উচ্চ অবস্থার লোকও পুত্রশোকে বিহ্বল হয়! পুত্রশোক কি ভয়ানক জিনিস! মানুষ জগতের সব সহ্য করতে পারে কিন্তু পুত্রশোক সহ্য করতে পারে না, এত বেশী অধীর হ'য়ে পড়ে।—তাই-তো, রাখালের ছেলেটি মারা গেল—ছেলেটা বেঁচে থাকলে তাকে গিয়ে মঠে নিয়ে নিতুম। ছেলেটাকে তৈরি ক'রে নিতুম। তার কি ব্যামো হয়েছিল?" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন যে, ছেলেদের সঙ্গে খেলতে খেলতে সে প'ড়ে যায়। তাইতে তার বুকে একটা গোঁজা লেগে পাঁজরা ফুলে ওঠে। সেই থেকে তার হৃৎপিণ্ড-রোগ হয় আর সব সময় বুক ধড়ফড় ক'রত। রাখাল মহারাজ বর্ত্তমান লেখককে সঙ্গে নিয়ে কাঁসারীপাড়ার সেনেদের বাড়ীতে গিয়ে ছেলেটিকে রোজ দেখে আসতেন, চিকিৎসাও বেশ হয়েছিল। রাখাল মহারাজ যে ছেলেটিকে দেখে আসতেন এই কথা শুনিয়া স্বামীজী একটু সুস্থ হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "যা হ'ক, রাখাল তো ছেলেটিকে দেখাশুনা করেছে।" কিন্তু শোকের চিহ্ন স্বামীজীর মুখে স্পষ্ট রহিল এবং মাঝে মাঝে সেই কথা তুলিয়া বলিতে

লাগিলেন, "তাইতো, রাখালের ছেলেটা মারা গেল!" সারদানন্দ স্বামী পুনরায় চিঠি পড়িতে লাগিলেন। একস্থানে লেখা ছিল, "হরমোহন মিত্রের স্ত্রী মারা গিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া বর্ত্তমান লেখক সহসা বলিয়া উঠিলেন, "এটা সুখবর, এটা সুখবর!" স্বামীজী একটু বিরক্ত হইয়া বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "একজন ম'রে গেল আর তুই বলছিস সুখবর?" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "হরমোহনের স্ত্রী কষ্ট থেকে বেঁচেছে। এখন হরমোহন তার ছেলে-পুলে নিয়ে বুঝুক্‌গে যাক্—বউটা তো অব্যাহতি পেলে।" এই বলিয়া হরমোহন যে ঘর-সংসার না দেখিয়া কেবল হুজুগ ক'রে হৈ-হৈ ক'রে বেড়াত, সেই সমস্ত কথা স্বামীজীকে বলিতে লাগিলেন এবং বর্ত্তমান লেখক আরও বলিলেন যে, হরমোহনের স্ত্রীর অসুখ করলে হরমোহন ফিরেও দেখত না। একদিন আলমবাজারের মঠ থেকে দীন বুড়ো এসে হরমোহনকে খুব ধমক দিয়ে ব'লে গেলেন, যদি হরমোহন স্ত্রীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত না করে তাহ'লে তিনি আসিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিবেন। স্বামীজী সারদানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দীন বুড়ো আবার কে জুটলো রে?" তখন সারদানন্দ স্বামী দীন বুড়োর সমস্ত ঘটনা বলিতে লাগিলেন। স্বামীজী সমস্ত শুনিয়া একটু খুসী হইয়া বলিলেন, "যা হ'ক এখন দু'একটা লোক মঠে আসছে তো।"

চিঠিপত্রের কথা সমাপ্ত করিয়া স্বামীজী কলিকাতার কথা তুলিলেন। কলিকাতার লোকের হাব-ভাব এবং তাহারা স্বামীজীর কার্য্য কিরূপভাবে লইতেছেন সেইসকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নরেন সেন যে তাঁহার পক্ষ লইয়া "ইণ্ডিয়ান মিররে" খুব লিখিতেছেন

সেই কথা শুনিয়া স্বামীজী বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তাহার পর স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, এন. ঘোষের ভাবগতিক কিরূপ? সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, "এন. ঘোষ তাঁহার 'নেশন' পত্রে প্রথম দু'একবার বিরোধীভাব প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তাহার পর স্বামীজীর পক্ষ লইয়া খুব জোরকলম লিখিতে আরম্ভ করেছেন এবং টাউন হলের সভাতে তাঁহারই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা হয়েছিল।" ইহা শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, "হ্যাঁ, এন. ঘোষ একটা পণ্ডিত লোক। সে যে এপক্ষে দাঁড়িয়েছে এটা ভাল কথা। এতে ঢের কাজ হবে।" তাহার পর আমেরিকাতে ধর্ম্মপালের বক্তৃতার কথা উঠিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "আরে ধর্ম্মপালটা প্রতিনিধি হ'য়ে গেল, পড়াশুনা বিশেষ কিছু করে নাই, সে তো গিয়ে এক লেক্‌চারের সরঞ্জাম করলে। দেখলুম কিছুই জানে না, তখন আমি কি করি, বুদ্ধ তো আমাদেরও একজন অবতার, সেইজন্যে নিজে কোমর বেঁধে লেগে গেলুম আর বুদ্ধর কথা লোককে বললুম।" কারণ স্বামীজী বক্তৃতায় একস্থানে বলিয়াছিলেন "আমি বৌদ্ধ নহি—কিন্তু আমি বুদ্ধ হ'তে চাই। চীন, জাপান ও সিংহল সেই লোকগুরু বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করতে পারেন, কিন্তু ভারত তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার ব'লে পূজা করেন।" এইরূপ সরলভাবে হাসি-তামাশাচ্ছলে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ঘরের দেওয়ালে একখানি ছবি ছিল। ছবিটি হইতেছে একটি তের-চৌদ্দ বৎসরের মেয়ের—চুল এলিয়ে, হাঁটু উঁচু ক'রে চরকায় সুতা কাটিতে কাটিতে সুতাটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, আর মেয়েটি মাথা হেঁট করিয়া একটি হাঁটুতে মাথাটা যেন দেবার মত করিয়াছে এবং অপর পা

লম্বা করিয়া ছড়াইয়া বসিয়া পড়িয়াছে। ছবিটির তলায় লেখা ছিল, "Hope Deferred" অর্থাৎ আশা-ভঙ্গ। স্বামীজী দেওয়ালের সেই ছবিটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মানুষের আশা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে ঘাড় উঁচু ক'রে, হাত পা সংযত ক'রে, প্রফুল্ল-মনে ব'সে থাকে, কিন্তু আশাটি নষ্ট হ'লে আর যেন হাত পায়ের জোর থাকে না, হাত পা এলিয়ে পড়ে। ছবিখানা বেশ ভাবটা প্রকাশ করেছে, মানুষের জীবনেও ঠিক এইরূপ ভাব হ'য়ে থাকে।" এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া স্বামীজী সারদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "না, অনেকক্ষণ বকেছি, একটু উপরে গিয়ে আড়াগোড়া দিই গিয়ে।" এই বলিয়া স্বামীজী উপরকার ঘরটিতে বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেলেন।

বেলা ৩টার সময় রেডিং নগর হইতে স্টার্ডি ও স্টার্ডির পত্নী উভয়ে দুইখানি বাইকে করিয়া মিস্ মূলারের বাড়ীতে আসিলেন। মিস্ মূলার তখন বৈঠকখানার ঘরে আসিয়া বসিলেন। লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়া কিরূপভাবে কার্য্য চলিবে এবং বাড়ীভাড়া প্রভৃতি দিয়া কেমন করিয়া চলিবে সেইসকল বিষয়ে কিছু কথাবার্ত্তা হইল। উভয়ে স্থির করিলেন যে, প্রথম প্রথম কিছু খরচ তাঁহারা নিজেদের হাত হইতে দিবেন, তাহার পর স্বামীজী ক্লাস ও বক্তৃতা সুরু করিলে তখন অনেক বন্ধু-বান্ধব টাকাকড়ি সাহায্য করিবেন। তাহা হইলে খরচের আর কোন অকুলান হইবে না, বেশ সুশৃঙ্খলায় চলিয়া যাইবে। স্টার্ডি তখন মাথায় একটা (Straw Panama hat) উঁচু চোঙ্গপানা খড়ের টুপি দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "এই খড়ের

রেডিং হইতে সস্ত্রীক স্টার্ডির আগমন।

টুপি বেশ হালকা তবে ধুলো লেগেছে। সাবান দিয়ে ধুয়ে নিলে চলিবে।" স্টার্ডি ও তাঁহার পত্নী, মিস্ মূলার, সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক চা পান করিলেন। মিস মূলার সেদিন একটা নূতন পোষাক পরিয়াছিলেন,—পায়ে জুতা, হাঁটু পর্য্যন্ত মোজা, তারপর অর্দ্ধেক পা-ওয়ালা ইজের, গায়ে ডবল-ব্রেস্ট কোট ও মাথায় একটি টুপি। পোষাকের রং কালো বনাতের ছিল। তখন দিনকতক লণ্ডন সহরে মেয়েদের ভিতর পুরুষদের পোষাকের চাল উঠিয়াছিল। স্বামীজী তখন উপরকার ঘরে বসিয়া চিঠিপত্র লিখিতেছিলেন। সেইজন্য স্টার্ডি উপরে গিয়া দেখা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তারপর মিস্ মূলার ও স্টার্ডি-দম্পতী তিনখানি বাইসাইকেলে চড়িয়া রেডিং নগরের দিকে চলিয়া গেলেন। ঘণ্টাকয়েক পরে মিস্ মূলার ফিরিয়া আসিয়া স্টার্ডির পত্নীকে বকিতে স্থুরু করিলেন, "অলবড়ে মাগী (awkward woman), বাইসাইকেল চড়তে জানে না, পথে খানিকটা গিয়ে ধপ্ ক'রে পড়ে গেল, কাপড়-চোপড়ে সব ধুলো লাগল, পাড়ার হতভাগা ছেলেরা হোঃ হোঃ ক'রে হাসতে লাগল। দেখ দেখি, বে-হিসাবী, বাইসাইকেল চড়তে জানে না" এই বলিয়া আপনাআপনি বকিতে লাগিলেন। তাহার পর আবার স্থুরু করিলেন, "গাঁয়ের ছোঁড়াগুলো কি পাজী! আমাকে হাততালি দিতে লাগল, কেউ বা ঢেলা ছুঁড়তে লাগল, সব ছেলেমেয়ে-গুলো দল বেঁধে আমার বাইসাইকেলের পথ আটকে দিয়ে বলতে লাগল, 'ত্যাখ্ ত্যাখ্ একটা বুড়ো মাগী মদ্দোর পোষাক পরেছে' এই ব'লে ছেলেমেয়েগুলো এত বিরক্ত করলে যে আমি আর যেতে পাল্লুম না, কাজেই ফিরে এলুম। ছেলেগুলো ভারি দুষ্টু!"

সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক মিস্ মূলারের ভাবগতিক দেখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, 'হাঁ' 'না' কিছুই বলিলেন না; দুটো যেন জ্যান্ত পুতুলের মতো দুইখানি বেতের চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। মিস্ মূলারের যদিও বেশী বয়স হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার মুখে পুরুষের মতো একটু একটু গোঁফ, এবং দাড়িতে সামান্য একটু চুল হইয়াছিল; গালে কিন্তু ছিল না, তাঁহার গোঁফটা যেন স্পষ্ট দেখা যাইত। লণ্ডনের স্ত্রীলোকেরা খুব বলিষ্ঠ, এইজন্য লণ্ডনে অনেক স্ত্রীলোকের মুখে ছোট ছোট গোঁফ দেখিতে পাওয়া যায়, কাহারও বা সাদা গোঁফ, কাহারও বা কালো গোঁফ। ভারতবর্ষে এরূপ নাই বলিলেই হয়। কিন্তু লণ্ডনে এটা কিছু আশ্চর্য্যজনক নয়; এরূপ স্ত্রীলোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্যই বোধ হয় ছেলেগুলো আরও ক্ষেপাইয়া দিয়াছিল।

ইংরেজদের কথাবার্ত্তা কহিবার প্রথা।

কথাবার্ত্তা কহিবার প্রথা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের আছে। ইংরেজদিগের একটি প্রথা আছে এবং স্বামীজী তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন। যখন নিজেরা, অর্থাৎ বঙ্গভাষীরা থাকিতেন তখন বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা হইত কিন্তু মিস্ মূলার বা স্টার্ডি ঘরে ঢুকিলেই তখন ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা হইতে থাকিত। কারণ সকলে কথাবার্ত্তা কহিয়া আনন্দ উপভোগ করিবে আর একজন ভাষা না জানার জন্য নিরানন্দভাবে বসিয়া থাকিবে, ইহা ভদ্রসমাজের নীতি-বিরুদ্ধ। এইজন্য সকলের বোধগম্য ভাষায় কথাবার্ত্তা বলা উচিত। স্বামীজী এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন এবং অপর কেহ ঘরে ঢুকিলেই ইংরেজীতে কথা কহিতেন।

বৈঠকখানা ঘরটি মাঝারি রকমের ছিল, নিতান্ত বড় বা ছোট ছিল না। মেঝেতে তক্তা পাতা—তাহার উপর বালান্দার মাদুর পাতা। মাদুরগুলি পর পর সেলাই করিয়া সমস্ত ঘরের মেঝেটি মোড়া হইয়াছে। আহারের সময় ডাকিবার জন্য ছোট একখানি কাঁসর ছিল এবং তাহা বাজাইবার জন্য একটি রবারের গুলো দেওয়া কাঠি ছিল। লণ্ডনে অনেক বাড়ীতে ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ছোট ছোট কাঁসর বাজানোর এক প্রথা ছিল। কাঁসরটি বাজাইলে সকলে বুঝিতে পারিতেন যে, আহারের সময় হইয়াছে। ঘরে বসিবার জন্য বেতের ও বাঁশের মোড়া চেয়ার ও সুখাসন (sofa-chair) ছিল, তাহার উপর লম্বা লম্বা পশমওয়ালা চামড়া বা পাতলা পাতলা বালিসের মতো গদি পাতা ছিল। ঘরের যেখানে আগুন জ্বালানো হয়, অর্থাৎ আতশীখানা (Fire-place) সেখানে একখানি মির্জ্জাপুরী পশম-ওয়ালা গালচে ছিল। জিনিসগুলি অধিকাংশ ভারতবর্ষ-জাত। লণ্ডন সহরের পূর্ব্বসীমান্ত পল্লীতে ঐসকল জিনিসের আড়ত আছে, তথায় বহু পরিমাণে বাংলাদেশের মাদুর ও মির্জ্জাপুরী গালচে বিক্রয় হইত।

গৃহস্থালি ও আনুষঙ্গিক বিষয়।

সময়টা যদিও বসন্তকাল কিন্তু কলিকাতার তুলনায় বেশ ঠাণ্ডা মনে হইতে লাগিল। পর দিবস স্বামীজী, মিস্ মূলার, সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক দুপুর বেলা বসিয়া আছেন, সকলেই একটু ঠাণ্ডা অনুভব করিতে লাগিলেন। মিস্ মূলার তাঁহার বুড়ী ঝিকে আতশীখানাতে একটু আগুন করিয়া দিতে বলিলেন, ঘরটি যাহাতে একটু গরম হয়। বুড়ী ঝি কিছু কাঠের কুচো (wood-

chips) ও ঘুঁটে আনিয়া আগুন জ্বালিয়া দিল। বাংলাদেশের ঘুঁটেগুলি চ্যাপটা হয়। হিন্দুস্থানের অনেক জায়গায় ঘুঁটেগুলি মোটা মোটা অর্দ্ধ-গোলাকার, অর্থাৎ নীচের দিক্‌টা চ্যাপটা ও উপর দিক্‌টা অর্দ্ধচন্দ্রাকার; কিন্তু মিস্ মূলারের বাড়ীতে যে ঘুঁটে দেখিলাম তাহা অন্য প্রকারের—নিরেট লম্বা লম্বা চোঙ্গার মতো অর্থাৎ নিরেট লম্বা লম্বা মাটির গ্লাসের মতো। নীচের চ্যাটালো দিক্ থেকে উপরের দিক্‌টা ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছে। প্রায় ন ইঞ্চি, এরূপ তিনখানা ঘুঁটে রাখিয়া মাঝখানে কাঠের কুচো দিয়া আগুন দিতে ঘরের ঠাণ্ডা কমিয়া গেল। গ্রামটি রেল স্টেশন থেকে প্রায় ২।৩ মাইল দূরে, এইজন্য পাথুরে কয়লার চলন নাই, আনাইতে গেলে বিশেষ খরচ পড়ে। গ্রামে কাঠ জ্বালাইয়া সকলে রন্ধন করিয়া থাকে।

একদিন বিকালবেলা স্বামীজী, মিস্ মূলার, সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক চারজন যাইয়া ভিতরকার উঠানে বসিলেন। মিস্ মূলার একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া রহিলেন। স্বামীজীর পরিধানে একটা কালো রঙের ইজের, একটা কালো রঙের ভেস্ট, গলায় কলার ছিল না, আলপাকার লম্বা চোগাটা পরিয়াছিলেন। তিনি বাঁ হাতের কনুইয়ের উপর ঠেস দিয়া ঘাসের উপর বাঁকিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কথাবার্ত্তার সময় মাঝে মাঝে উঠিয়া পা মুড়িয়া একপায়ের উপর অন্য একটি পা দিয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

কালো লম্বা কোট ও ইজের পরা সারদানন্দ স্বামীও ঘাসের উপর চ্যাপটানি খাইয়া বসিয়া রহিলেন। বর্ত্তমান লেখক সারদানন্দ,

কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে স্বামীজীর আলোচনা।

স্বামীর পাশে বসিয়া রহিলেন। স্বামীজী মিস্ মূলারের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। প্রথমে আমেরিকার কার্য্যের কথা উঠিল, তারপর ইংলণ্ডের কার্য্য কি করিয়া হইবে সেইসব বিষয় কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, এবং ভবিষ্যতে ভারতে যাইয়া কি প্রকারে কার্য্য করিবেন সে বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে স্বামীজী একটু উত্তেজিত হইলেন। বাঁ-হাতে হেলান দিয়া শুইয়া থাকার অবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলেন ও মুখে গম্ভীর ভাব আসিল। তাহার পর পুনর্জ্জন্মের কথা উঠিলে স্বামীজী বলিলেন, "This time I will give hundred years to this body" অর্থাৎ এবার এই শরীরকে শত বৎসর রাখিব। "আমায় এবার অনেক তুরূহ কাজ করিতে হইবে। পূর্ব্ববারের চেয়ে এবার আমার ঢের কাজ বেশী।" মিস্ মূলার বলিলেন, "কাজ দিনকতক ভাল লাগে তারপর বড় বেজার বলিয়া বোধ হয়, চিরকাল কি মানুষ কাজ করিতে পারে?" কিন্তু স্বামীজী উত্তেজিত ও গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এবার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কাজ করিব"—বলিতে বলিতে তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া নিজের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। যদিও ভাষাটা ঠিক উদ্ধৃত করিতে পারিতেছি না কিন্তু ভাবটা স্পষ্ট মনে আছে। তিনি প্রকারান্তরে বলিলেন যে, "পূর্ব্বজন্মে আমি বুদ্ধ-দেহ ধারণ করিয়াছিলাম।" যদিও এই কথাটা মিস্ মূলারের পক্ষে ততটা হৃদয়স্পর্শী হইল না কিন্তু অপর তুইজনের পক্ষে অতি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইল; বিশেষতঃ যখন তিনি বলিলেন যে, "এইবার এই দেহকে একশত বৎসর ধরিয়া রাখিব"। এই বলিয়া

তিনি পূর্ব্বজন্মের অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু কথাগুলি এত জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যে, সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক তাহা শুনিয়া বিভোর বা হতভম্ব হইয়া রহিলেন। সব যেন নূতন ভাবের নূতন লোক। তাহার পর স্বামীজী কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভাব সম্বরণ করিয়া আবার সাধারণ লোকের ন্যায় কথা কহিতে লাগিলেন ও চোখ দুইটা মিটমিট করিয়া মাঝে মাঝে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের ভাব-ভঙ্গী ও গলার আওয়াজ যেন প্রকাশ করিতে লাগিল যে, এ কথাগুলি ব'লে ফেলা ঠিক হয় নি, ফস ক'রে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর কথাটা চাপিয়া অন্য কথা বলিলেন।

মিস্ মূলার একেই স্ত্রীলোক তাতে আবার বুড়ী, মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে, কাহারও সহিত তাঁহার বনিবনা হইত না। স্বামীজীর এই কথাগুলি শুনিয়া তিনি তাঁহার ভাব ও অবস্থা অনুযায়ী উপলব্ধি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এত বুড়ো হ'য়ে বেঁচে থাকবার কোন আবশ্যক নেই। বুড়ো হ'য়ে বেঁচে থাকলে জীবনটা বড় কষ্টকর হয়। এক-শ বৎসর বেঁচে থাকা—হাত পায়ের জোর থাকে না, চোখের জোর ক'মে যাবে—না, এতদিন বেঁচে থাকা ঠিক নয়। এক শ বৎসর বেঁচে থাকা—আমার শুনলে ভয় হয়।" স্বামীজী কথার প্রারম্ভেই বলিয়াছিলেন, "কাজ তো সবে সুরু করেছি, আমেরিকাতে তো সবেমাত্র একটা কি দুটো ঢেউ তুলেছি—একটা মহা তরঙ্গ তুলতে হবে—জাতটাকে উল্টে ফেলতে হবে। জগৎকে এবার একটা নূতন সভ্যতা দিতে হবে। শক্তি কি, জগৎ বুঝবে! কি জন্যে আমি এসেছি জগৎ বুঝবে; পূর্ব্ববারে আমি যে শক্তি

দেখিয়েছি এবার তার চেয়ে ঢের বেশী শক্তি দেখিয়ে দিয়ে যাব।" এইসকল কথা শুনিয়া সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখকের হতভম্ব হইবারই কথা। এইস্থানে কেবলমাত্র সেইসকল তেজঃপূর্ণ কথার আভাসমাত্র দিলাম কারণ স্বামীজী ঐ ভাবের প্রকৃত কথা পনের-কুড়ি মিনিট ধরিয়া বলিয়াছিলেন।

তাহার পর স্বামীজী কথা বদলাইয়া দিলেন। সন্ধ্যার সময় গাছে নানারকম পাখী ডাকিতেছিল, তাহাদের কথা তুলিয়া ভারতবর্ষের পাখীর ডাকের সহিত তুলনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তিনি যেন নিজের ভাবটা অনেক কষ্টে সকলের নিকট হইতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মাঝে মাঝে চোখ হইতে তীব্র দৃষ্টি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো বাহির হইতেছিল। বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছিল যে, স্বামীজীর ভিতরে এক ভাব বহিতেছিল কিন্তু বাহিরে কথাবার্ত্তার দ্বারা সে ভাব চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। স্বামীজীর সেই দিনের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সকলেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন—কাহারও কোন কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না।

সান্ধ্য-আহার ও আদবকায়দা।

তারপর মিস্ মূলারের উঠানে বাঁ-দিকে যে একটি লতাকুঞ্জের মতো ছিল সেইখানে সকলে যাইয়া সান্ধ্য-আহারে বসিলেন। প্রথমে দিয়াছিল দুধ দিয়া মোটা মোটা ম্যাকরনি (macaroni) সূপ, তাহাতে নুন দেওয়া ছিল। সারদানন্দ স্বামী দু'এক চামচে খাইয়া মুখ বিটকেল করিয়া ন্যাকার করিবার মতো করিলেন। সারদানন্দ স্বামী নূতন লোক, কি করিয়া থালাখানি কাত করিয়া ধরিতে হয় এবং চামচে

কিরূপভাবে ধরিয়া তাহার উপর খাদ্যদ্রব্য তুলিয়া লইতে হয়, চামচের কোন্‌দিকে মুখ দিতে হয়, সে সব বিষয় তখন কিছুই তিনি জানিতেন না। স্বামীজী মৃদুভাবে সারদানন্দ স্বামীকে ইসারা করিয়া বাংলায় বলিতে লাগিলেন, "ওরে শরৎ, ও-রকম ক'রে ধরে না। আমি যেভাবে করছি সে-রকম কর্।" অর্থাৎ প্লেট অপরদিকে বেঁকিয়ে ধরিতে হয়, সম্মুখের দিক্‌টা উঁচু করিলে মাথার দিক্‌টায় সব তলার জিনিস জমা হয়। চামচেটা তলার দিক্ থেকে হেলাইয়া স্যূপটা লইতে হয় এবং মুখে দেবার সময় চামচের পাশ দিয়া লইতে নাই, ডগার দিক্ দিয়া লইতে হয়। চামচেটা ধরিবার সময় গোড়ার দিক্ ধরিতে নাই, মাঝখানে ধরিতে হয়। ভারত-বর্ষের হস্ত-সঞ্চালন ও দিক্-নির্ণয়ের ইহা ঠিক বিপরীত। আহারের থালাটা সম্মুখে নীচু করে ও পেছন দিক্‌টা উঁচু করে, কিন্তু এ দেশে ঠিক ইহার বিপরীত। তাহার পর কোন্ হাতে কাঁটা চামচে ধরিতে হয়—সে এক বড় সমস্যা। স্বামীজী অলক্ষিতভাবে সারদা-নন্দ স্বামীর পা চাপিয়া দিয়া বলিলেন, "ওরে, ডান হাতে ধরতে নেই, ডান হাতে ছুরি ধরতে হয়, আর বাঁ হাতে কাঁটা দিয়ে মুখে তুলতে হয়। অত বড় বড় গরস করে না, ছোট ছোট গরস করবি। খাবার সময় দাঁত জিভ বার করতে নেই, কখনও কাশবি না, ধীরে ধীরে চিবুবি। খাবার সময় বিষম খাওয়া বড় দূষণীয়; আর নাক ফোঁস ফোঁস কখনও করবে না।" এসব হচ্ছে তালিম প্যারেড, যেন থিয়েটারে প্রম্পটিং করা হচ্ছে। যাহা হউক, নুন দিয়া দুধ খাইয়া সারদানন্দ স্বামীর গা-বমি-বমি করিতে সুরু করিল, আর কিছুই খাইতে পারিলেন না, কোন-রকম

করিয়া খাওয়া সাঙ্গ করিতে পারিলে যেন তিনি বাঁচেন। অবশেষে খাওয়া সাঙ্গ করিয়া মিস্ মূলারের বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া সারদানন্দ স্বামী বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "না বাবা, অমন আটেকাটে বেঁধে আমি লেক্‌চার করতে পারব না। ও নরেনের কাজ, নরেন করুক্ গে। কোথায় হাতে ক'রে বড় বড় থাবা ক'রে খাব, না একটু একটু ক'রে ছুঁচ বিঁধে খাওয়া! আর ছ্যাখ দেখি, হিন্দুর ছেলে হুধে হুন দিয়ে খাওয়া? আরে খেয়ে আমার পেট গুলিয়ে উঠলো, কিন্তু ভয়ে বমি করতে পাল্লুম না। তখন উঠতেও পারি নি, আবার ও জিনিস খেতেও পারি নি। ছ্যাখ ভাই, এ দেশের হুধটা বেশ ঘন, আর মোটা ভারমিশেলি পাওয়া যায়, কমলানেবুও এ দেশে আছে; একদিন ভাল ক'রে চিনি দিয়ে কমলানেবুর ক্ষীর বা ভারমিশেলির ক্ষীর খাব। ছ্যাখ দেখি, এমন ঘন হুধ হুন দিয়ে নষ্ট ক'চ্ছে। শুধু ওর খাতিরেই এই জায়গায় প'ড়ে আছি আর ঐসব জিনিস খেয়ে বেশ আছি"—এইরূপ কথা অর্দ্ধ কুণ্ঠিত ও অর্দ্ধ ব্যঙ্গচ্ছলে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজী যখন পুনরায় বৈঠকখানা ঘরটিতে আসিলেন, তখন সারদানন্দ স্বামী শান্তশিষ্ট ভাল মানুষটির মত বসিয়া রহিলেন—যেন তাঁহার খাবার সময় কোন কষ্ট হয় নাই। মিস্ মূলার নিরামিষভোজী সেইজন্য তাঁহার বাড়ীতে মাছ মাংস আসিত না।

দুই

অপর একদিন স্বামীজী দুপুর বেলা ঘরে ঢুকিয়া বলিতে লাগিলেন, "আঙ্গুলগুলি সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে, নখে যেন ময়লা থাকে না। বড় নখ হ'লে কেটে ফেলবে। ছ্যাখ, আমার জামার পকেটে বা ট্রাঙ্কের ভেতর একটা লোহার রিং করা নখ কাটবার অনেক রকম যন্ত্র আছে। নখ কাটবার, নখ ঘসবার সব রকম যন্ত্র আছে। আমায় নখ কাটবার জন্য আমেরিকায় একজন দিয়েছিল, সেইটে দিয়ে নখ পরিষ্কার কর"—এই বলিয়া নানারূপ গল্প করিয়া স্বামীজী চলিয়া গেলেন।

বর্ত্তমান লেখকের প্রতি স্বামীজীর উপদেশ।

পরদিন বেলা এগারটা বা বারটার সময় বর্ত্তমান লেখক কটেজ বাড়ীর উপরকার ঘরে বসিয়া সান্ন্যাল মহাশয়কে চিঠিতে পিংকিনিস গ্রীন, মিস্ মূলারের বাড়ী ও স্বামীজীর বিষয় লিখিতেছিলেন, দরজাটি ভেজানো, এমন সময় দরজায় ঠক্ ঠক্ ক'রে টোকা মারার আওয়াজ হইল। বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "Come in, please." বর্ত্তমান লেখক মনে করিয়াছিলেন যে, কটেজের কেহ বোধ হয় আসিয়াছেন। দরজাটি খুলিয়া দিয়া ফিরিয়া দেখেন যে, স্বামীজী ঘরে ঢুকিলেন। বর্ত্তমান লেখক সসম্ভ্রমে চেয়ার হইতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। "বোস্ বোস্" বলিয়া নিজে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া স্বামীজী বলিলেন, "কি রে, কি খেয়েছিস্?" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "অনেক দিন ভাত খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, তাই

দু'টি ভাত আর একটু মাংসের ঝোল খেয়েছি।" স্বামীজী বলিলেন, "তা বেশ, যোগাড় ক'রে নিতে পারলে গ্রামে ভাত হ'তে পারে।" তাহার পর পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মাথার চুল সব সময় বুরুশ ক'রে রাখবে, চুল যেন উস্‌কো-খুস্‌কো হয় না, তাহ'লে এ দেশের লোক বড় ঘৃণা করে। জামা ইজের সর্ব্বদা বুরুশ করতে হয়। সর্ব্বদা ফিট্‌ফাট্ সেজে থাকবে, নইলে লোকে ঘৃণা করবে। একেই তো ইণ্ডিয়ানস্ ব'লে লোকে অবজ্ঞা করে, তার উপর যদি ফিট্‌ফাট্ হ'য়ে না থাকতে পার তাহ'লে লোকে আরও ঘৃণা করবে।" স্বামীজী তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্নান করেছিস?" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "কি ক'রে নাইব, কল চৌবাচ্চা যে নাই।" স্বামীজী একটু হাসিয়া বলিলেন, "এ দেশে অমন ক'রে স্নান করে না। ঘরেতে বাথ টবেতে গরম জল মিশিয়ে দিয়ে যাবে। আগে একখানা স্পঞ্জ ভিজিয়ে গায়ে বুলিয়ে নিতে হয়, তারপর সাবান দিয়ে গা-টা ঘসে নিতে হয়। দ্বিতীয়বার ভিজে স্পঞ্জ দিয়ে সাবানের ফেনাটা গা থেকে তুলে ফেলতে হয়, তারপর বাথ টবে ব'সে মগে ক'রে মাথায় জল দিয়ে গা-টা ধুয়ে ফে'লে, শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা-টা পুঁছে ফে'লেই তখনই কাপড় জামা পরতে হয়, নইলে বুকে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আর ছ্যাখ্, নাকের শিকনি হাত দিয়ে অমন ক'রে ফেলতে নেই, দু'খানা রুমাল পকেটে রাখতে হয়, নাক ঝাড়তে হ'লে রুমাল দিয়ে নাক মুছে পকেটে রাখতে হয়। শিকনি, থুথু যেখানে সেখানে ফেলতে নেই; এরা বলে তাতে অপরের ব্যামো হবে। আর খেয়ে দেয়ে খুব ফাঁকা হাওয়ায় বেড়াগে যা।" বর্ত্তমান লেখক যদিও স্বামীজীর এ-সব কথার কোন প্রত্যুত্তর করিলেন

না, কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, শিকনি মাখানো রুমাল পকেটে রাখতে হবে, হায় রে কপাল! তাহার পর স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকে চিঠি লিখছিস?" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "সান্ন্যাল মহাশয়কে লিখছি।" স্বামীজী বলিলেন, "তা বেশ, সান্ন্যালকে মাঝে মাঝে চিঠি দিস্। আর ছ্যাখ্, রোজ একঘেয়ে খেলে অরুচি হয়। বাড়ীর মাগীটাকে বলিস্ যে, মাঝে মাঝে যেন সে পোচ্‌ট্ এগ্ (Poached egg) বা অম্‌লেট (Omelette) ক'রে দেয়, তা হ'লে মুখ বদলানো হবে। আর আমি বোধ হয় শীঘ্র লণ্ডনে চ'লে যাব, শরৎও সঙ্গে যাবে, তা তুই একা থাকতে পারবি নি?" এই বলিয়া স্বামীজী ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। যাইতে যাইতে স্বামীজী পুনরায় ফিরিয়া বলিলেন, "চিঠি লেখা হ'লে ও বাড়ীতে যাস্।"

পোচ্‌ট্ এগ্ (Poached egg) হইতেছে—একটা প্যান (pan) বা কড়াতে খানিকটা জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিবে, আর ডিমের ডগার দিকের খোসা খানিকটা ভেঙ্গে ভিতরকার তরল পদার্থটি জলের উপর ঢেলে দিতে হয়, তাহা হইলে ডিমটি জমিয়া গিয়া নীচেটা গোল সাদা মতো হয় এবং মাঝখানটা হলদে মতো থাকে, কিন্তু ফেলিবার সময় হাতের বিশেষ নৈপুণ্য থাকা প্রয়োজন; নচেৎ নষ্ট হইয়া যাইবে। অম্‌লেট হইতেছে সাধারণতঃ ডিম ফেটিয়ে বড়া করা। তবে তাহাতে ওয়াটার ক্রেস্ (Water-cress) নামক একরকম সুগন্ধি শাক কুচিয়ে দেয়। এই শাকটি পুদিনা ও ধনে শাকের মতো বেশ সুগন্ধি। অম্‌লেট-এ ওয়াটারক্রেস্ শাক দিলে খাইতে বেশ সুস্বাদু হয়, তবে ডিমটাকে ভেঙ্গে

একটা চীনামাটির বাটিতে অনেকক্ষণ ফেনায় (well-beaten egg করিয়া লয়)।

এ দেশের মাংসের তরকারি করিবার প্রথা হইতেছে এই যে, ভেড়ার মাংসের হাড় বাদ দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া গরম জলে ফেলিয়া দেয়। সেইটি যখন অল্পজলে খুব করিয়া ফুটিয়া সিদ্ধ হয়, তখন তাহাতে একটু কারি-পাউডার (Curry powder) ছড়িয়ে দেয় আর একটু নুন দেয়। ঝোলটা ঘন করিবার জন্য ঈষৎ পরিমাণে ময়দা গুলিয়া তাহাতে দেয়। তা যাহা হউক, খাইতে এক রকম হয়।

জানালাকে স্যাশ (Sash) বলে। একটা কাঠের ফ্রেমের মাঝখানে একটি কাঁচ দেওয়া। ভারতবর্ষে যেমন জানালা দু'কপাটওয়ালা হয়, ইহা তদ্রূপ নয়। রেলগাড়ীর জানালার মতো উপরে উঠানো ও নীচে নামানো যায়। দুখানা কাঁচের ফ্রেম থাকে, উপরকার-খানায় স্থায়ীভাবে ইস্ক্রুপ মারা থাকে আর নীচের-খানা উঠানো নামানো যায়, তবে কাঠের তক্তার কপাট নহে। ঘরের অতিরিক্ত আলো নিবারণ করিবার জন্য দু'ধার থেকে দুটি দড়ি বাঁধা থাকে, সেই দড়ির মাঝে একখানা ন্যাকড়া থাকে। ইচ্ছামতো কাপড়খানা গুটিয়ে বা ছড়িয়ে রাখা যায়; ইহাকে বলে window-blind.

দরজা, জানালা ইঃ।

দরজাগুলি এক-কপাটে,—দু-কপাটে প্রায় হয় না। ঠাণ্ডা ও স্যাঁৎস্যেঁতে দেশ বলিয়া দরজা সব সময়ে প্রায় বন্ধ থাকে। ভারতবর্ষ গরম দেশ, তথায় যাহাতে ঘরে বেশী হাওয়া ঢুকিতে পায় সেই নিয়মে ঘরের দরজা জানালা তৈয়ারী হয়। ইংরাজদের শীতপ্রধান দেশ, সেইজন্য যাহাতে ঠাণ্ডা না ঢুকিতে পারে সেই হিসাবে ঘর

ও দরজা জানালা তৈয়ারী হয়। এ বিষয়ে তুই দেশের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। সিঁড়িগুলি প্রায় কাঠের হইয়া থাকে। বড়লোকের বাড়ীতে সিঁড়ির উপর গালচে পাতিয়া দেয়, কারণ তাহ'লে আর আওয়াজ হবে না। কিন্তু সাধারণ লোকের বাড়ীতে সিঁড়ির ধাপগুলি পালিশ করা থাকে। অবশ্য কটেজের কথা স্বতন্ত্র।

একদিন বেলা দেড়টা-তুইটার সময় বর্ত্তমান লেখক মিস্ মূলারের বৈঠকখানা ঘরটিতে গেলেন, এবং বেতের সোফার উপর বসিলেন।

ব্রহ্মবাদিন্-এর জন্য রিপোর্ট প্রস্তুত।

সারদানন্দ স্বামী ভিতরকার উঠানের দিকে দেওয়ালের কাছে একটা গড়ানে টেবিলে (secretariat table) কাগজগুলি রাখিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। স্বামীজী ভেস্ট ও আলপাকার চোগাটা পরিয়া সারদানন্দ স্বামীর বাঁ-দিকে টেবিলের কোনে দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামীজীর আমেরিকার কার্য্য ও ইংলণ্ডে আগমন সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট তৈয়ারি করিয়া মাদ্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজে পাঠাবেন; সারদানন্দ স্বামী সেই রিপোর্ট পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ও স্বামীজী দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন। সারদানন্দ স্বামী খানিকটা পড়িয়া এক জায়গায় পড়িলেন, "yesterday night"। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ শুধরাইয়া দিয়া বলিলেন, "Yesterday night হয় না, last night হবে, কেটে দে।" তাহার পর সারদানন্দ স্বামী আবার পড়িতে লাগিলেন। অভ্যাসবশতঃ সারদানন্দ স্বামী সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বামীজী ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, "তুর্ শালা, অমন এঁ্যা এঁ্যা ক'রে পড়ছিস কেন? তোর চণ্ডীপাঠ করা অভ্যাস কি না, তাই মনে করিস যেন চণ্ডীপাঠ কচ্ছিস। ভাল ক'রে স্পষ্ট স্পষ্ট ক'রে পড়।"

সারদানন্দ স্বামী অপ্রতিভ হইয়া সামলাইয়া লইয়া পুনরায় সহজভাবে পড়িতে লাগিলেন।

একদিন স্বামীজী খুব প্রফুল্ল, বেলা ৪টার সময় বলিলেন, "চ', সকলে মিলে সুমুখের মাঠে গিয়ে বাইক চড়ি গে।" মিস্ মূলারের আর্থার নামে একটা মালী ছিল, সে মিস্ মূলারের গ্রীন হাউস (green-house) থেকে একটি বাইক মাঠে পোঁছিয়া দিয়া আসিল। সারদানন্দ স্বামী বাইকটি ধরিলেন, আর স্বামীজী বর্ত্তমান লেখকের কাঁধে হাত দিয়া বাইকে উঠিয়া বসিলেন। অনভ্যস্ত, সেইজন্য দুইজনে দুইদিক্ থেকে বাইকটিকে সামলাইতে লাগিলেন। তাহার পর সারদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "তুই চড়্, শেখ্ না, দিনকতক চেষ্টা করলে অভ্যাস হ'য়ে যাবে।" সারদানন্দ স্বামী অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাতিরে বাইকের উপর একবার চ'ড়ে বসলেন। মোটা মানুষ, বড় ভয় করিতে লাগিল, সেইজন্য দুইজনে দু'পাশ থেকে তাঁহাকে আটকাইতে লাগিলেন। আর্থার মালী-ছোঁড়া একটু দূরে বেড়াতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া, তামাশা দেখিয়া খুব হাসিতেছিল। স্বামীজী মালী-ছোঁড়াকে হাসিতে দেখিয়া কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে, আমাদের চড়া দেখে মালী-ছোঁড়া যে হাস্ করছে। আরে হাস্ করছিস্ ক্যান্?" তাহার পর স্বামীজী সারদানন্দ স্বামীকে বলিতে লাগিলেন, "ছাখ্ শরৎ! তুই মোটা, তোর শিখতে আর পা চালাতে একটু দেরী হবে।" বর্ত্তমান লেখকের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এর পাগুলো খুব লম্বা লম্বা, এ খুব শিগ্‌গির শিখে ফেলবে।" সারদানন্দ স্বামী একটু পরে নামিয়া পড়িলেন। স্বামীজী আবার

স্বামীজীর ক্রীড়াপ্রিয় ভাব।

উঠিলেন; সেদিন মনটা খুব প্রফুল্ল ছিল, মৃদুস্বরে বাংলায় গান গাহিতে লাগিলেন—

"সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
ভাসল তরী সকালবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে সমীর, ভেসে যাব রঙ্গে।"

এবং মাঝে মাঝে সারদানন্দ স্বামীর সহিত হাসিতামাশা করিতে লাগিলেন এবং কখন কখন বা দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার গম্ভীর ভাব ছিল না। পূর্ব্বতন ক্রীড়াপ্রিয় বালকের ন্যায় হাসিতামাশা ও খেলাধূলা করিতে লাগিলেন,—যেন সমস্ত জগৎ ভুলিয়া গিয়া বাইক চড়াই তখন তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

স্বামীজীর কলার ছিল সম্মুখদিকে বোতাম দেওয়া, ইহাকে সাধারণের কলার বলে। পাদরীদিগের কলারে ঘাড়ের পশ্চাৎদিকে বোতাম বন্ধ করিতে হয়। স্বামীজী যদিও ধর্ম্ম-উপদেষ্টা ছিলেন, কিন্তু পাদরীদের কলার ব্যবহার করিতেন না, এবং গলায় টাই-ও দিতেন না। কারণ তাঁহার জামার গলার উপরটি কলারের কাপে-কাপে থাকিত।

স্বামীজীর ঘড়িটি ছিল সোনার ও উপরকার ঢাকনিটির মাঝখানে একটু কাটা এবং কাঁচ দেওয়া ছিল। চেনটা হচ্ছে রেশমের ফিতা; তাহার একদিকে ঘড়িটি আটকাইয়া রাখিবার জন্য সোনার আংটা ছিল। মাঝখানে একটা সোনার চারকোনা লম্বা কড়া (clasp) এবং অপর দিক্‌টার ডগায় একটি সোনার চৌকোপানা আটকাইবার জায়গা ছিল। গাঁটকাটা শীঘ্র চুরি করিয়া লইতে পারিবে না। উহার

ফিতেটা ছ' ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া, এবং উহা বাঁ-দিক্‌কার ভেস্টের পকেটে রাখিতে হয়।

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ দুই প্রকার ঘাস হইয়া থাকে, মুথো ও দূর্ব্বা। গরম দেশ বলিয়া উদ্ভিদের বেশী তেজ হইয়া থাকে, তজ্জন্য মুথো ঘাসগুলি বড় বড় ও চওড়া হইয়া থাকে। কিন্তু ইংলণ্ড ঠাণ্ডা দেশ, ঘাসগুলি বেশ নরম, ভেড়ার লোমের মতো সরু সরু কোঁকড়ানো হয়। বসন্তকাল, বরফ গলিয়া গিয়াছে সেইজন্য মাঠের চতুর্দ্দিকে খুব ঘাস ও গাছে নূতন পাতা বাহির হইয়াছে। বাংলাদেশে আমড়া গাছে যেমন আগে ফুল ধরে, তাহার পর পাতা বাহির হয়, ঠাণ্ডা দেশে সেইরূপ চেরী, আপেল প্রভৃতি ফল-গাছে আগে ফুল বাহির হয়, তাহার পর পাতা গজায়। ন্যাড়া ডালে ফুল বেরুতে দেখলে ঠিক যেন একটা বিড়ালের ল্যাজের মতো দেখিতে বড় বাহার হয়। গ্রামের মাঝখানে একটা বড় খালি জায়গা থাকে, সেটা সাধারণের জায়গা। সেই ফাঁকা মাঠে গোটাকতক সেকেলে মোটা মোটা ওক্ (Oak) গাছ ছিল। ওক্ গাছের গোড়ার মাটিটা একটু উঁচু বোধ হইত, যেন মাটিটা সেখান থেকে গড়িয়ে আসছে, আর কুটিকাটি না থাকাতে মনে হইত যেন ঝাঁট দিয়েছে। ইংরাজদিগের গ্রামগুলি যথার্থ একটি ছবি—যেন মা লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন।

ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ইত্যাদি।

মেডেনহেড্ স্টেশন হইতে মাঠ ও গ্রামের মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা মিস্ মূলারের বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত আসিয়াছে এবং আরও অগ্রসর হইয়া দুটি রাস্তায় বিভক্ত হইয়াছে। তথায় একটি

কার্ডের সাইনবোর্ডে রেডিং এবং অক্সফোর্ড বা কেম্‌ব্রিজ (এটা ঠিক এক্ষণে স্মরণ হইতেছে না) লেখা ছিল ; অর্থাৎ একটি পথ রেডিং নগরের দিকে আর অন্যটি অক্সফোর্ড বা কেম্‌ব্রিজের দিকে গিয়াছে। মাঠগুলি বাংলাদেশের মতো সমতল নয়, ঢেউ-খেলানো, তজ্জন্য যখন একটা লোক বাইক করিয়া গমন করে তখন তাহাকে দেখিতে দেখিতে মনে হয় যেন কোথায় লুকাইয়া পড়িল, খানিকক্ষণ পরে আবার বাহির হইয়া আসিল। গ্রামগুলি অতি পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর স্থান। গ্রামের জল পাম্প (Pump) করিয়া, কি পাতকো হইতে লয়, সেটা ঠিক এক্ষণে স্মরণ নাই।

গ্রামের অনেকেই দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে গ্রাম্য-যাজক বা পাদরীর বাড়ীতে যাইয়া জটলা করে। পাদরী-গিন্নী হইতেছেন গুরুঠাকরুন, কাজেই স্ত্রীলোকেরা সেইখানে বসিয়া সুখদুঃখের ও গ্রামের কথা চর্চ্চা করে। কারণ গ্রামের পাদরী হচ্ছেন মাতব্বর লোক। পুরুষ বাবাজীরা কাজকর্ম্ম সারিয়া সন্ধ্যার সময় শুঁড়ীর দোকানে (Public house) বসিয়া মজলিস করে,—এক-এক গ্লাস বিয়ার খায় ও গল্প করে।

মাঠে ভেড়া চরিতেছে। সকল ভেড়ার রং প্রায় সাদা, কালো ভেড়া প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না ; এইজন্য 'কালো ভেড়া' (Black sheep) একটা গালের কথা। নাদুসনুদুস, ট্যাঁপ-টোঁপ ভেড়াগুলি মাঠে যখন চরে তখন দেখিতে অতি সুন্দর হয়। গরুগুলির পিঠে কুঁদ বা ককুদ্‌ (hump) নাই। শিং ভারতবর্ষের গরুর মতো বড় হয় না, ছোট ছোট হয়। রং প্রায় শ্যামলী (dun colour) হয়। সাদা-রঙের গরু খুব কম বলিয়া বোধ হইল। ভারতবর্ষের

গরু খুব চালাকচতুর হয়, মুখের চেহারা দেখিলে খুব তেজী বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এ দেশের গরু দেখিলে বোকা বলিয়া বোধ হয়। পিঠে কুঁদ নাই বলিয়া লাঙ্গল টানতে পারে না, এইজন্য একজোড়া ভাল তেজী ঘোড়া দিয়ে লাঙ্গল টানে।

কটেজ বাড়ীর কিছুদূরে ক্ষেত ছিল। চাষারা লাঙ্গল দিচ্ছে, যব বা গম বুনবে। চাষাদের পরিচ্ছদ হইতেছে—পায়ে মোটা মোটা বুট, তাহার তলায় বড় বড় পেরেক দেওয়া। একটা ভেলভেটিন বা মোটা খাঁজকাটা শক্ত কাপড়ের ইজের, হাঁটুর নীচেটা একটা বগলস-ওয়ালা চামড়া দিয়া আঁটা। ভিতরে একটা পিরান ও ভেস্ট, আর উপরে একটা ভেলভেটিনের কোট এবং মাথায় একটা বড় felt-hat। এই ভেলভেটিনের কোট আর ঐ মোটা বুটজুতা বহুকাল পর্য্যন্ত টেঁকে। উইল করিয়া যাইলে পৌত্র পর্য্যন্ত সেটা ব্যবহার করিতে পারে। গ্রামে চাষা মালীরাই বেশী থাকে। ইহারা বেশ বিনয়ী ও নম্র। আগন্তুক ভদ্রলোক দেখিলে বেশ সম্মান করিয়া কথা কয়। সহুরে লোকের মতো খট্‌মটে নয়। গ্রামে ধোপার প্রথা নাই সেইজন্য কাপড় ধোয়াই করিতে হইলে গ্রামের কোন গরীব স্ত্রীলোককে কাপড় দিতে হয়। সে নিজে ধুইয়া ইস্তিরি করিয়া সময়-মতো দিয়া দেয়।

সকল গ্রামে রুটির দোকান নাই। একটি বড় গ্রামে রুটিওয়ালা রুটি তৈয়ারি করিয়া গাড়ী করিয়া নিকটবর্ত্তী সকল গ্রামে রুটি দিয়া বেড়ায়। দুগ্ধ, মাংস, ডিম, আনাজ-তরকারি সব এইভাবেই ছোট ছোট গ্রামে সরবরাহ করে। গ্রামের লোকদিগের সহিত, অর্থাৎ চাষাদের সঙ্গে যদি একটু মিষ্টি করিয়া কথাবার্ত্তা বলা যায়

বা যদি পাইপের তামাক একটু তাহাদের দেওয়া যায় তাহ'লে তাহারা অত্যন্ত আপ্যায়িত হয় এবং বিশেষ সম্মান ও যত্ন করিয়া থাকে।

মিস্ মূলারের একটি বুড়ী ঝি ছিল; তাহাকে 'হাউস কিপার' (House keeper) বলে, অর্থাৎ বাড়ীর সব কাজকর্ম্ম তাহাকে করিতে হইত। সাদা কথায় যাকে বলে, জূতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। তাহাকে রাঁধিতে হইবে, জূতা বুরুশ করিতে হইবে, ঘর ঝাঁট দিতে হইবে, খাবার পরিবেশন করিতে হইবে। কিন্তু একটি বুড়ী ঝি এই হামার-খামার কাজ করিত। ইংরাজদিগের ঝিগুলি খুব পরিশ্রম করিতে পারে। ভারতবর্ষের তুলনায় তিন-চারিটি ঝিয়ের কাজ একা করিতে পারে।

একঘেয়ে রান্না খাইয়া স্বামীজী মাঝে মাঝে মুখ বদলাইতে ইচ্ছা করিতেন। একদিন স্বামীজী বলিলেন, "চ', রান্না ঘরে গিয়ে রাঁধি গে, বেশ ঝাল-ঝাল আলুচচ্চড়ি বা আলুর দম।" বর্ত্তমান লেখককে সঙ্গে যাইতে দেখিয়া স্বামীজী নিষেধ করিয়া বলিলেন, "না, রান্না ঘরে যেতে নেই, গেলে এ দেশে বড় নিন্দে করে।" যাহা হউক, বেশ মাখন দিয়ে কালোমরিচ দেওয়া আলুচচ্চড়ি রেঁধে নিয়ে, স্বামীজী এলেন। সেই আলুচচ্চড়ি একটু মুখে দিয়ে যেন ধড়ে প্রাণ আসিল। তখন সকলে বুঝিতে পারিল যে, দেশের জিনিসটি কি মিষ্ট ও আদরের। নানাবিধ রাজভোগ ফে'লে দিয়ে, কালোমরিচ দিয়ে আলুচচ্চড়ি যেন ঢের উপাদেয় বোধ হইল। একেই বলে দেশানুরাগ বা স্বদেশ-প্রীতি।

স্বামীজী সারদানন্দ স্বামীকে বলিলেন,—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের

ইংরাজীতে একটা সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ তো।" মিস্ মূলার পত্র লিখিয়া প্রঃ ম্যাক্সমূলারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, স্বামীজী এক নির্দ্ধারিত দিনে অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। সারদানন্দ স্বামী ব্যস্তসমস্ত হইয়া, যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিলেন। মিস্ মূলারের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া সারদানন্দ স্বামী সেইটি পড়িলেন ও স্বামীজী শুনিয়া একটু-আধটু বদলাইয়া দিলেন, কিন্তু লেখাটি পছন্দ করিলেন। তাহার পরদিন সেই সংক্ষিপ্ত জীবনীটি লইয়া স্বামীজী, সারদানন্দ স্বামী ও মিস্ মূলার অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী লিখিয়াছেন, সেই লিখিত জীবনের ঘটনাবলীর অনেক অংশ সারদানন্দ স্বামীর রচনা হইতে গৃহীত হইয়াছে ; এমন কি সেই ভাষাও স্থানে স্থানে রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও ম্যাক্সমূলার

একদিন বেলা এগারটার সময় মিস্ মূলার ও স্বামীজী একটি গোল টেবিলের ধারে বসিয়া আছেন। টেবিলের উপর বেশ রং-চঙে নূতন প্রকাশিত, Stanley লিখিত "How I found Livingstone" নামক একখানি বই রহিয়াছে। বর্ত্তমান লেখক গিয়া তথায় বসিলেন এবং বইখানি লইয়া দেখিতে লাগিলেন, পরে পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মিস্ মূলার বলিলেন, "বইখানি কাহাকেও দিব না। বই কাহাকেও দিব না এই স্থির করিয়াছি। বই লইয়া গেলে কেউ ফেরত দেয় না।" স্বামীজী বলিলেন, "না, মহিম বই ফেরত দেবে।" মিস্ মূলার বিরক্ত হইয়া বর্ত্তমান লেখককে বই পড়িতে দিলেন এবং

মিস্ মূলার কর্ত্তৃক বই পড়িতে দেওয়া।

বিরক্তির সহিত কথা বলিতে লাগিলেন, “ব্যাটাছেলেকে কখন বই পড়িতে দিতে নাই, নিয়ে গেলে আর তারা কখন ফেরত দেয় না; পুরুষদের এটা ভারি দোষ। আর মাগীদের কথা যদি বল তো নিডিল-বক্স, থিম্বুল (thimble) ও কাঁচি দেখতে পেলেই সুবিধামতো নিয়ে স'রে পড়বে। মাগীদের সম্মুখে নিডিল-বক্স, কাঁচি ও অন্যান্য জিনিস সবসময় লুকিয়ে রাখতে হয়।” স্বামীজী শুনিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, তাদের বাড়ীতে কি কাঁচি, নিডিল-বক্স সব থাকে না?” মিস্ মূলার উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, “থাকে না কেন! মাগীদের ঐসব তো রোগ, এইজন্য মাগীরা এলে অত ভয় করে।” স্বামীজী এইসকল কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান লেখক আর দুদিন পিংকিনিস গ্রীনে থাকিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন।

লণ্ডনস্থ আবাসগৃহ, ইত্যাদি।

মিস্ মূলারের গ্রামের বাড়ী হইতে সকলে আসিয়া সাউথ বেলগ্রেভিয়াতে লেডি মার্গসনের ৬৩নং সেণ্ট জর্জ রোডের বাড়ীতে পৌঁছিলেন। রাস্তার পার্শ্বে একটি ছোট বাগান বা পার্ক ছিল, তাহার নাম “হ্যানভার স্কোয়ার”। এই স্থানটি ভিক্টোরিয়া স্টেশন ও টেমস্ নদীর প্রায় মধ্যে এবং পিম্‌লিকো পাড়ার অনতিদূরে। বাড়ীটি ছিল পাঁচতলা। বাড়ীতে প্রথম ঢুকিয়া একটি প্যাসেজ। তাহার পর ডানদিকে বৈঠকখানা ঘর, ভিতরদিকে যাইলে ডানদিকে ছোট দুই-একটি ঘর ছিল। সেই ঘরের একটিতে স্বামীজী শয়ন করিতেন; তাহার পরেই ছোট একটি পায়খানা ছিল। পায়খানা ঘরটির মেঝেতে ভাল করিয়া গালচে মোড়া ছিল এবং স্বামীজী শৌচে বসিয়া বড় থুথু ফেলিতেন সেই-

জন্য স্বতন্ত্র একটি চীনামাটির বাটি তথায় রাখিয়াছিলেন। দরজায় ঢুকিয়া ভিতরদিকে একটি কাঠের সিঁড়ি, সেইটি দিয়া দোতলায় যাওয়া যায়। কাঠের সিঁড়িতে খানিকটা উঠিয়া একটা বড় কাঠের ছাদ বা চাতাল (landing place), তাহার পর আবার উঠিয়া সম্মুখে একটি বড় ঘরে যাওয়া যায়। এই ঘরটি অতি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত, এইটি ছিল লেক্‌চার বা ড্রয়িং রুম। ঘরটি দুই-ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশটি ছোট, এবং অপর অংশটি নীচেকার বৈঠকখানা ঘর ও গলির ঠিক উপরে সেইজন্য সেইটি বড় ছিল। ঘরের দুটি অংশের মধ্যে লোহার থাম দিয়া ছাদটি রাখায় একটি ঘর বলিয়া বোধ হইত। ঘরটিতে ঢুকিয়া অপর পার্শ্বে অর্থাৎ রাস্তার দিকে একটি টেবিল ও একটি চেয়ার থাকিত, সেইখানে দাঁড়াইয়া স্বামীজী বক্তৃতা করিতেন। স্বামীজীর দাঁড়াইবার স্থানের ডানদিকে ও আগন্তুকদিগের বাঁ-দিকের দেওয়ালের দিকের মাঝখানে একটি আতশীখানা ছিল; এই আতশীখানার ও রাস্তার দিকের কোনেতে দেওয়ালের দিকে টেবিল করিয়া ও ঘরের দিকে পিছন করিয়া গুডউইন ক্ষিপ্র-লিপিতে (short-hand) সমস্ত লিখিয়া যাইতেন। ঘরটির ভিতর প্রায় দেড়শত লোক বসিতে পারিত। সিঁড়ি থেকে উঠিয়া ঘরে ঢুকিয়া ভিতরদিকের বাঁ-দিকে কয়েকটি আলমারি পুস্তকপূর্ণ ছিল এবং ভিতরকার দেওয়ালের দিকে একখানি বড় স্প্রিং-এর সোফা ছিল।

কাঠের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আর একটি চাতাল দিয়া গেলে লেক্‌চার ঘরের উপরে আর একটি ঘর ছিল। এই ঘরটিতে মিস্ মূলার বাস করিতেন। দোতলা ও তেতলার ঘরের মাঝখানে ভিতরকার

উঠান দিয়া যাইলে স্নানের ঘর ছিল। একটি এনামেলের তৈয়ারী বড় স্নানীয় জলাধার (bath tub) ছিল, তাহাতে গরম ও ঠাণ্ডা জলের দুটি কল ছিল। স্নান করিবার সময় ইচ্ছামতো ঠাণ্ডা ও গরম জল মিশাইয়া লইতে হইত। মেঝেটি কর্কের চাদর পাতা এবং একখানি বিঁদ্-বিঁদ্ করা পিঁড়ের মতো ছিল। নখ ঘসিবার জন্য একটি বুরুশ এবং পিঠ ঘসিবার জন্য লম্বা হাতলওয়ালা বুরুশ ছিল। দেওয়ালে আরশি ও চুল পরিষ্কার করিবার জন্য চিরুনি ও বুরুশ ছিল এবং ঘরের এক পার্শ্বে একটি (ভিতরটা চীনামাটির এবং বাহিরটা ভাল পালিশ করা) কাঠের কমোড এবং পিঠে ঠেস দিবার জন্য চামড়ার গদি ছিল ও পাতলা কাগজের 'রোল' রাখা ছিল। বসিবার স্থানটি বেশ পালিশ করা। দাঁত মাজিবার, মুখ ধুইবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত (wash stand) ছিল। মেঝেটা ভাল রঙিন টালিতে মোড়া ছিল। বাড়ীর মেঝের নীচেতে রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর ও ঝি-চাকরদের থাকিবার স্থান ছিল। উনুনের সঙ্গে একটি বড় বয়লার—অর্থাৎ দেওয়ালে লোহার দুটি নল-দেওয়া বয়লার (boiler) ছিল এবং তার সঙ্গে উপরকার 'bath tub'এর পাইপের সহিত যোগাযোগ ছিল। রাস্তা থেকে জল তাহাতে আসিয়া পড়ে এবং জলটা তথায় গরম হয় এবং রাঁধিবার সময় কলটা ঘুরাইলে গরম জল পাওয়া যায়। এই বয়লার হইতে গরমজল নল দিয়া স্নানঘরে উঠিয়াছে। ঠাণ্ডা জলেরও এই প্রকারের বন্দোবস্ত আছে। উনুন ধরিলে জল গরম হয় এবং রাস্তার জল আসিলেই সেই গরম জল চাপে উপরে উঠে; তখন উপরে কল খুলিলেই আপনা-আপনি জল পড়ে। এইরূপ কল বড়মানুষের বাড়ীতে থাকে, গৃহস্থের বাড়ীতে এমন

হয় না, তাহার উপর অধিকাংশ বাড়ীতে স্নানের বন্দোবস্তই নাই। পাড়ায় একটি সাধারণের স্নানাগার আছে, তথায় সকলে স্নান করে; তাহাকে public bath-house বলে।

পূর্ব্বকথিত সিঁড়ি দিয়া আর খানিকটা উঠিলে উপরে একটি বড় ঘর ছিল। ঘরেতে দুই-তিন জন শয়ন করিতে পারে এমন একটা লোহার খাটিয়াতে বিছানা ছিল।

রাস্তার দিকের দেওয়ালের নিকট প্রকাণ্ড একটি মাটির জিনপরানো দোলনা-ঘোড়া (Rocking horse) ছিল। ছোট ছেলেমেয়ে তাহাতে দোল খায়। ঘরের মাঝে একটি গোল টেবিল ও তিনখানি চেয়ার ও নীচের ঘরের ন্যায় একটি আতশীখানা ছিল। রাস্তার দিকের দেওয়ালের নিকট cupboard বা টানাওয়ালা দেরাজ ছিল, তাহার উপর আরশি চিরুনি থাকিত।

এই ঘরের উপরে অর্থাৎ পাঁচতলায় একটি লম্বা টানা ঘর ছিল। ছাদটা দুদিকে গড়ান, ঘরটির মধ্যস্থানে দাঁড়াইলে ছাদটা মাথায় ঠেকে না কিন্তু ধারে যাইলে মাথায় ঠেকে, ইহাকে বলে Garret। ঝি-চাকরের কাপড়চোপড় ও বাড়ীর ভাঙ্গাচোরা জিনিস এইখানে থাকে; আলোর জন্য মাঝে মাঝে ফোকর আছে; এবং একটি lumber room অর্থাৎ ভাঙ্গাচোরা জিনিস রাখিবার ঘর ছিল।

বাঁ-দিকে সিঁড়ির নীচেতে অন্ধকার দিয়া গোটাকতক ধাপ নামিয়া মেঝের তলায় (groundfloor-এর নীচে) ঘর পাওয়া যায়। এই ঘরগুলি ভিতরকার উঠানের সহিত এক লেভেল-এর। তথায় রান্না ঘর এবং আর দুই-তিনখানি ঘর ছিল। ভিতরে একটি উঠান ছিল। এই হইল সমস্ত বাড়ীর বর্ণনা।

ফুটপাতের নীচেতে কয়লা রাখিবার ছোট ছোট ঘর থাকে এবং ফুটপাতের উপর লোহার কড়াওয়ালা গোল গোল ঢাকনি থাকে। ঢাকনিটি তুলিয়া গর্ত্ত দিয়া কয়লা ঢালিয়া দেয় সেইজন্য বাড়ী কয়লার গুঁড়াতে অপরিষ্কার হয় না।

শরৎ মহারাজের কথা।

রাত্রি নয়টার পর সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক চার-তলার বড় ঘরটিতে শুইতে গেলেন। রাস্তার দিকের দেওয়ালের নিকট থাকওয়ালা একটি দেরাজ ছিল। দেরাজের উপর ঘোরানো যায় এইরূপ ফ্রেমওয়ালা একখানি আয়না, বুরুশ ও চিরুনি ছিল। সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখকের জিনিস সব স্বতন্ত্র। সারদানন্দ স্বামী গলার কলারটি খুলিয়া আলমারির উপরে রাখিলেন। তিনি টাই (tie) পরিতেন না, পার্শী কোটের ন্যায় লম্বা কালো কোট পরিতেন; গলার কাছে বোতাম ছিল। বর্ত্তমান লেখক পুরা ইংরাজী পোষাক পরিতেন—তিনি টাই ও কলার আরশির পার্শ্বে রাখিলেন। সারদানন্দ স্বামী জুতা, মোজা ও ট্রাউজারস্ ইত্যাদি খুলিয়া স্লিপিং সুট (sleeping suit) পরিলেন, অর্থাৎ ফ্ল্যানেলের একটা ঢিলা পায়জামা ও একটা কোট পরিলেন। পায়জামাকে বাংলাদেশে pantaloon বলে, কিন্তু ইংলণ্ডে ওকথা বলিলে কেহ বুঝিতে পারে না; pantaloon অর্থে ভাঁড় বা নাচওয়ালা বুঝায় এইজন্য ট্রাউজারস্ বলে। Pantaloon হইতেছে ফ্রেঞ্চ কথা, অপভ্রংশ হইয়া এ দেশে চলিতেছে। ইজের বাঁধিবার গলার যে ফিতা থাকে তাহাকে বাংলাদেশে গ্যালিস বলে কিন্তু লণ্ডনে গ্যালিস বলিলে বুঝিতে পারা যায় না, তাহারা ব্রেসেস বলিয়া

থাকে। জুতার সাধারণ নাম বুট ও টুপির সাধারণ নাম হ্যাট। যাহা হউক, সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক দুজনে কাপড় ছাড়িয়া বিছানার কাপড় (sleeping suit) পরিলেন। এক-কপাটের দরজা, সেটা সদাসর্ব্বদা ভেজাইয়া রাখিতে হয়। সারদানন্দ স্বামী নিরিবিলি পাইয়া, লম্বা করিয়া পা ছড়াইয়া আলমারির সুমুখের গালিচার উপর বসিয়া বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "ওহে, একটু আরাম ক'রে বোস। একটু পা ছড়িয়ে হাঁফ ছাড়ি।" তাহার পর ছ্যাক্ড়া-গাড়ীর ঘোড়া বিকেলবেলা গাড়ী থেকে মুক্ত হ'য়ে যেমন ক'রে মাটিতে শুয়ে এদিক্ ওদিক্ গড়াগড়ি দেয়, সারদানন্দ স্বামীও তদ্রূপ চিৎপটাং হইয়া গড়াইয়া লইলেন, এবং বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "একবার গড়িয়ে নাও হে, দেখ না কি আরাম!" খানিকক্ষণ পিঠে শুয়ে হাঁটু দুটি উঁচু করিলেন এবং ক্রীড়াবৃত বালকের ন্যায় খুব অঙ্গভঙ্গী করিলেন, তাহার পর চ্যাপটানি খাইয়া বসিলেন। বর্ত্তমান লেখকও আদেশমতো সবই অল্পবিস্তর অনুকরণ করিলেন। সারদানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "বাবা! চব্বিশ ঘণ্টা আটে-কাটে বদ্ধ থাকা, একি আমার সাধ্যি! অষ্টবজ্রে বন্ধন ক'রে পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকা। এ বাপু নরেনের সাধ্যি, নরেন করুক গে! নরেনের হাপরে প'ড়ে প্রাণটা আমার গেল। কোথায় বাড়ী ছাড়লুম মাধুকরী করব, নিরিবিলিতে জপ-ধ্যান করব, না এক হাপরে ফেলে দিলে! না জানি ইংরাজী, না জানি কথাবার্ত্তা কইতে, অথচ তাঁইশ হচ্ছে—লেক্চার কর, লেক্চার কর! আরে বাপু আমার পেটে কি কিছু আছে? আবার নরেন যা রাগী হয়েছে, কোন্ দিন মেরে বসবে। তা চেষ্টা করব,

দাঁড়িয়ে উঠে যা আসবে তাই একবার বলব; যদি হয় তো ভাল, না হয় এক চোঁচাঁ মারব, একেবারে দেশে গিয়ে উঠব। সাধুগিরি করব, সে আমার ভাল। কি উপদ্রবেই না পড়েছি! কি ঝকমারির কাজ! এমন জানলে কি এখানে আসতুম? শুধু নরেনের অসুখ শুনে এলুম। নরেন আর গঙ্গাধরটা সারাদিন বোক্‌চেই তো, মুখের আর বিরাম নেই! নরেন কিনা উকিলের বেটা আর গঙ্গাধর ভাটের বেটা তাই সারাদিন বোক্‌চে। কান ঝালাপালা হয় সেই-জন্যে আমি পালিয়ে আসি। আচ্ছা, ওদের মুখ কি ব্যথা করে না? মাথা ধরে না?" ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন।

এইরূপ পুরো ব্যঙ্গচ্ছলে সারদানন্দ স্বামী কথা বলিতেছেন এমন সময় দরজায় টোকা মারার আওয়াজ হইল। সারদানন্দ স্বামী ত্বরান্বিত হইয়া বলিলেন, "Come in, please." ইংরেজীতে ভদ্রভাবের কথা কহিতে হইলে সকল কথার সহিত please বলিতে হয় এবং please না বলিলে অতি রূঢ়ভাষা হয়। সারদানন্দ স্বামীর আদেশ পাইয়া গুডউইন ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং আতশীখানার নিকটে তাঁহার চামড়ার গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ ও আর ত্থ'তিনটি ছোট ব্যাগ রাখিলেন। সেই ব্যাগেতে তাঁহার সমস্ত জিনিসপত্তর থাকিত। গুডউইনের বয়স তখন ২৩৷২৪ বৎসর হইলেও বরাবর কষ্টে ও উদ্বেগে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তখন তাঁহার ৩৫৷৩৬ বৎসর বয়স বলিয়া মনে হইত। গুডউইনের প্রাণটি বড় সরল ও সরস ছিল। ব্যাগ হইতে তাঁহার sleeping suit ও আর ত্থ'একটি জিনিস বাহির করিয়া সারদানন্দ স্বামীর সহিত

উদারচরিত্র গুডউইন।

মিষ্টালাপ সুরু করিলেন। সমস্ত দিন কাজে ব্যস্ত ছিলেন সেই-জন্য কাহারও সহিত ঝগড়া করিবার অবকাশ পান নাই। কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে না পারিলে তাঁহার মন সুস্থ থাকিত না। এক্ষণে সময় পাইয়া বেশ ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। গুডউইন সারদানন্দ স্বামীকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "You Cooky Swami, Devil Swami, Blacky Swami! তুমি চোখ বুজে বুজে কেবল ধ্যান কর আর ভাব যে, কখন খাবার আসবে, কখন খাবার ঘণ্টা বাজবে" ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। সারদানন্দ স্বামীও হাসিতে হাসিতে তাহার জবাব দিতে লাগিলেন। এইরূপে দু'জনায় কিছুক্ষণ হাসিতামাশার কোঁদল চলিল। তাহার পর গুডউইন তাঁহার জিনিসপত্তর লইয়া গ্যারেট ঘরে শুইতে গেলেন। গ্যারেট ঘরটি অনেক-দিন ব্যবহার হয় নাই বলিয়া সেই ঘরে অনেক পিসু (flea) ছিল।

খাট, বিছানা ইত্যাদির বর্ণনা।

গুডউইন দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেলে উভয়ে বিছানায় শুইলেন এবং সারদানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "আরে ভাই, আমরা তো গরীব-দেশের লোক, মেঝেতে মাদুর পেতে রাত কাটাই। আরে প্রথম যখন এ দেশে এসে বিছানায় শুতে গেলুম তখন দেখি না ধবধবে বিছানা—একটার উপর আর একটা, কোন্‌টা গায়ে দোব আর কোন্‌টায় শোব কিছুই ঠিক করতে পারলুম না; অবশেষে হাঁটু দুটি গুড়িয়ে শুলুম। শীত ধল্লে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলুম। তা কি জানি বিছানার ভেতর কত কেরামতি রয়েছে!" বর্ত্তমান লেখকও সায় দিলেন যে, "একটু শীত ধরলে সব তুলে বিছানার ভেতরে ঢুকে বেশ গরম হ'য়ে শুয়ে থাক।" কারণ বসন্তকাল, ঝিমঝিম বৃষ্টি হচ্ছে

বাংলাদেশের পৌষ বা মাঘের সময়। এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে দুজনায় শুইয়া পড়িলেন। একটা লোহার স্প্রিং-ওয়ালা খাটিয়া ছিল, তাহাতে দুইজনায় পাশাপাশি কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলেন।

বিছানা হইতেছে, একটি তারের স্প্রিং-ওয়ালা খাটিয়া—তাহার উপর বড় কুঁচানো বা ঐরকম একটি মোটা ক্যাম্বিসের গদি, তাহার উপর পালকের হউক বা তুলার হউক মোটা তোশক। বাংলাদেশে তোশকের মাঝে সেলাই করে, ইহা তদ্রূপ নয়। কাপড়ের খোলের ভিতর তুলো বা পালক দেয়। প্রত্যেক দিন বিছানা করিবার সময় উল্টেপাল্টে দেয় ও চোস্ত করিয়া দেয়। তাহার উপর একটি বড় চাদর দেয়। মাথার বালিশ বেশ লম্বা-চওড়া, তবে পাতলা পাতলা, একটির উপর আর একটি দেয়। বাংলাদেশে একটু উঁচু করিয়া শোয়া অভ্যাস সেইজন্য প্রথম প্রথম মাথা ঝুলিয়া পড়িতেছে বলিয়া মনে হয়, তারপর অভ্যাস হইয়া যায়। বিছানার উপরকার চাদরের উপর আর একখানি চাদর দেয়, তার উপর দু'একখানা কম্বল দেয় এবং এই কম্বলের উপর একটা বড় সুজনীর চাদর পাতিয়া দেয়। অর্থাৎ কম্বল দু'খানার যেন ওয়াড় দেওয়া হইল। শয়ন করিবার সময় কম্বলের নীচেকার চাদর তুলিয়া বিছানার উপর শুইয়া চাদর-মোড়া কম্বল দিয়া গলা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিতে হয়। লোহার খাটিয়ায় কালো ফ্রেম, দেখিতে খারাপ হয় সেইজন্য চারিদিকে একটা ঝালর করিয়া ঝুলাইয়া দেয়; এবং নীচে ঢাকাওয়ালা একটি পোর্সলিন-এর বাটি থাকে। রাত্রিতে প্রস্রাব পাইলে তাহাতে ত্যাগ করিতে হয়, নচেৎ অন্যত্র প্রস্রাব করিতে গেলে বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়া যাইতে পারে।

তিন

সকালবেলা ৮টার সময় স্বামীজী, সারদানন্দ স্বামী, মিস্ মূলার ও বর্ত্তমান লেখক আহার করিতে বসিলেন। কৃষ্ণ মেনন্ উইলিয়ম হোয়াইট্‌লির দোকান হইতে তিনটি খুব কচি কাঁচালঙ্কা আনিয়াছিল। সবে হইয়াছে, তাই ঝাল নাই, কেবলমাত্র একটু গন্ধ আছে। তিনটির প্রত্যেকটির দাম এক শিলিং করিয়া। তখন ১৯৷৷০ টাকায় পাউণ্ড বা গিনি ছিল। স্বামীজী লঙ্কা খাইতে বড় ভালবাসিতেন সেইজন্য কৃষ্ণ মেনন্ অনেক দোকান খুঁজিয়া সবেমাত্র তিনটি পাইয়াছিলেন। লঙ্কাকে কায়েন পেপ্পার (Cayenne pepper) বলিয়া থাকে, চিল্লি (Chilli) বলিলে কেহ বুঝে না। স্বামীজী আহার করিতে করিতে একটি লঙ্কা খাইয়া ফেলিলেন। সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখকেরও কাঁচালঙ্কা দেখিয়া খাইতে বড় লোভ হইল কিন্তু দামের কথা শুনিয়া হাত তুলিয়া লইলেন। স্টার্ডিও সঙ্গে খাইতে বসিয়াছিলেন, কিন্তু গুডউইন অন্য ঘরে খাইতেছিলেন। মেনন্ আসিয়া ডানদিকের দেওয়ালের নিকট চেয়ারে বসিয়া রহিল। বর্ত্তমান লেখকের খাইতে খাইতে টোস্ট বা সেঁকা-রুটি আবশ্যক হওয়ায় তিনি মৃদু ও নম্রস্বরে রুটির টুকরা চাহিলেন। মিস্ মূলার বুড়ী অমনি রাগিয়া উঠিলেন, “অমনভাবে কথা কহিলে কেন? We are not cruel people! ভয়ে ভয়ে অমন ক'রে কথা কহিলে কেন?” এই তাহার বকুনি চলিল! স্বামীজী বলিলেন, “ভারতবর্ষে ছোটভাই বড়ভায়ের সামনে কোন জিনিস চাইবার বেলা নম্রভাবে কথা কহিয়া থাকে।” মিস্ মূলার আবার

ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, "এ তোমার ভারতবর্ষ নয়! এ ইংলণ্ড, এখানে বড়ভাই, ছোটভাই সব সমান।" আর কোন কথা বলা অবিবেচনা বুঝিয়া সকলেই নিজ নিজ থালায় নজর রাখিয়া আহার করিতে লাগিলেন, তবে মিস্ মূলার বুড়ী থামে।

সকলে কাফি খাইতে লাগিলেন। মিস্ মূলার একটি জাপানী বাটিতে গরম জল ঢালিলেন এবং ঝাঁজরিওয়ালা ছোট ছেলের ঝুমঝুমির মতো হাতলওয়ালা একটি জিনিস লইলেন। ঝুমঝুমির যেখানে কৌটা থাকে তার ঢাকনি খুলিয়া দিয়া জাপানী চা বা 'গ্রীন টি' ভরিয়া দিয়া ঢাকনিটি আবার টিপে বন্ধ করিলেন। সেই জিনিসটি রূপার ছিল। হাতলটা ধরিয়া জাপানী চায়ের বাটিতে গরম জলে ডুবাইয়া মাঝে মাঝে নাড়া দিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পর বাটির সমস্ত জলটা বেশ লাল হইয়া উঠিল এবং তাহাতে দুধ চিনি মিশাইয়া খাইতে লাগিলেন এবং যন্ত্রটা অন্যত্র রাখিলেন।

প্যাসেজ দিয়া ঢুকিয়া ডানদিকে একটি ঘর। ঘরে ঢুকিয়া বাঁদিকে একটি কাপবোর্ড, নীচে একটি কপাটওয়ালা তিন-তাক দেওয়া আলমারি। উপরে বেশ বাহারী ছোট গরাদে দেওয়া কাঁচের গ্লাস রাখিবার স্থান। ঘরের মাঝখানে গোলটেবিল ও চারখানি চেয়ার। ঘরে ঢুকিয়া ডানদিকের দেওয়ালের নিকট ঘাসের বিনুনি চারখানি 'উইকার চেয়ার'। দরজার সম্মুখে আতশীখানা, ইহার নীচে লোহার গরাদে দেওয়া একটা বেড়া থাকে, সেটাকে ফেণ্ডার (Fender) বলে। আতশীখানার দিকে সম্মুখ করিয়া ডানদিকের কোনে জাপানী একখানি বেতের সুখাসন (easy chair) ছিল। স্বামীজী তথায় বসিতেন এবং স্টার্ডিও দু'একদিন বসিয়াছিলেন। অপর

কেহ তাহাতে বসিতেন না। স্বামীজীর বসিবার বাঁ-দিকে সেক্রেটেরিয়েট্-টেবিল ছিল; উপরটা বর্ত্তুলাকার ঢাকনা দেওয়া, ইচ্ছা করিলে নামাইয়া চাবি দেওয়া যায়। ঘরের ছাদের উপরটা সিলিং (Ceiling) দেওয়া, পদ্মফুল আঁকা। সিলিংটা শণ, পাট, চূণ ইত্যাদি দিয়ে একটা কাদা (paste) ক'রে খুব বড় ছাঁচে জমিয়ে দেয় ও কড়িকাঠে মেরে দেয়। যেন একটা রংবেরঙের চূণকাম করা ক্যামবিস। সেই সিলিং-এর মাঝখানে একটা ঝাড় ছিল। বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক আলো ছিল না, গ্যাসের ঝাড়ে গ্যাস জ্বলিত অথবা ষ্টার্ডি বাতি আনিয়া ঝাড়ের ডালটা সাজাইয়া দিতেন।

আহারের পর স্বামীজী নিজের সুখাসনে গিয়া বসিলেন। কখন বা পা ঝুলাইয়া, কখন বা জুতা সমেত এক পায়ের উপর আর এক পা রাখিয়া দিব্বি বাঙ্গালী ধরনে বসিতেন। একটি চেরী-কাঠের গুড়ি, তার মাঝখানে পাইপে তামাক রাখিবার গর্ত্ত, তার ধারে ফুটো করিয়া লম্বা একটা পাইপ রাখা ছিল। সেইটি স্বামীজীর প্রিয় পাইপ ছিল, তাহাতে তামাক দিয়া লম্বা পাইপে বেশ টানিতেন।

ষ্টার্ডি, মেনন্, সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক দেওয়ালের দিকে চারিখানি চেয়ারে বসিলেন। মিস্ মূলার নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। স্বামীজী ষ্টার্ডির সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। স্বামীজী বলিলেন, "দেখ, আমি ভারতবর্ষে যখন ঘুরে বেড়াতুম তখন আমার শুধু পা, গায়ে সামান্য একটা গা-ঢাকা কাপড়। একদিন আমেদা-বাদের ট্রেনে ক'রে যাচ্ছি, সেই ট্রেনে কতকগুলি থিয়সফিস্ট লোক

ষ্টার্ডি ও মেননের সহিত স্বামীজীর কথোপকথন।

কুতমিলালের গল্প করতে লাগল। তাদের পেটে যত আজগুবি গল্প ছিল, সব বলতে আরম্ভ করল। আমার পেটে তখন দু'একদিন কিছু জোটেনি, ক্ষিদেয় দেহ অবসন্ন। আমি তো চুপ ক'রে ব'সে তাদের যত সব আজগুবি কথা শুনতে লাগলুম। আমায় গেরুয়া পরা দেখে একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'মহাত্মা, কোথা থেকে আসছেন?' আমি তার কিছু আগে হরিদ্বার থেকে আসছি। আমি বল্লুম, 'আমি হরিদ্বার থেকে আসছি, আমি রমৃতা সাধু।' এই তো আমাকে ধল্লে, 'আপনি নিশ্চয় কুতমিলালকে দেখেছেন'। আমার তখন ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমিও তাদের আজগুবি গল্পের সঙ্গে মিশে গিয়ে বল্লুম, 'কুতমিলালের কথা বলবেন কি, এই কয় দিন আগে কুতমিলালের ভাণ্ডারায় গেছলুম। সে কি ব্যাপার! ইয়া বড়া বড়া লাড্ডু (নিজের প্রকাণ্ড হাত দেখাইয়া), আর কত যে সাধু ভোজন করছে তার ইয়ত্তা নাই। সে কি ব্যাপার তা আর আপনাদের কি বলব।' এইরূপ কথা আমিও তাদের বলতে লাগলুম। আমার কথা শুনে তাদের ঠিক বিশ্বাস হ'ল। তখন আমার খাতির দেখে কে! তাড়াতাড়ি আমাকে খাবার এনে খাওয়ালে। খেয়েদেয়ে আমার শরীর যখন সুস্থ হ'ল তখন আমি তাদের গাল পাড়তে লাগলুম, 'তোরা লেখাপড়া শিখে থিয়সফিস্টদের বিশ্বাস করিস? যত সব mystery-monger আর miracle-hunter-এর দল।' ইত্যাদি। তারা বল্লে, 'আপনি যে বল্লেন!' 'আমি ওসব ঠাট্টা ক'রে বল্‌ছিলুম'।" এই বলিয়া স্বামীজী উত্তেজিত হইয়া আপনার পাইপে এক একবার দম্‌ মারিতে লাগিলেন ও স্টার্ডির সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। পুনরায় উঠিয়া ফেণ্ডারে

তামাকগুলি উল্টে ফে'লে দিলেন। আবার রবারের পাউচ বা তামাকের ব্যাগ হইতে তামাক বাহির করিয়া তামাক ভরিলেন। প্রথমবারে যে তামাক ফেলিয়া দিলেন তাহা একেবারে পোড়ে নাই; উত্তেজিত হইলে মানুষের যেমন হয় তেমনি হইয়াছিল। স্বামীজী আবার তামাক টানিতে লাগিলেন ও থিয়সফিস্টদের কথা বন্ধ করিয়া দিলেন।

তাহার পর মৃদুমৃদু হাসিতে হাসিতে ও তামাক টানিতে টানিতে মেননের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, যখন আমি মেননের দেশটা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন ওদের দেশে এক বীভৎস ব্যাপার দেখেছিলুম। ওদের দেশটা হচ্ছে মাত্রাজের দক্ষিণ দিকে। আরে রাম কহো! ওদের দেশে গিয়ে গা ঘিন্‌ঘিন্ করতে লাগল। ওদের মেয়েদের কাপড় পরা কি বলব! মেয়েদের কোমর পর্য্যন্ত কাপড়, আর উপরটা সব খালি; সে দেখে মাথা হেঁট ক'রে থাকতে হয়। তারপর যখন দেশশুদ্ধ এইরকম ব্যাপার দেখলুম তখন আমার সব সঙ্কোচ চ'লে গেল। আরে কি বড়ঘর, কি ছোটঘর! আগন্তুক আসিলে মেয়েরা সব অভ্যর্থনা করে— কিন্তু গা খোলা। কি রে মেনন্! তোদের দেশে ঠিক এরকম নয়?" মেনন্ আর কি বলবে, কথা সব বেরিয়ে পড়ল। মেনন্‌কে লইয়া এইরূপ কৌতুকরহস্য চলিতে লাগিল।

স্বামীজী ও বর্ত্তমান লেখক।

তাহার পর স্টার্ডি উঠিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। স্বামীজী হঠাৎ বর্ত্তমান লেখকের পায়ের দিকে নজর করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোর বুট—ইজেরের পায়ের দিক্‌টাতে অমন ঢেবলাপানা কেন?" বর্ত্তমান লেখক

বলিলেন, "উপরে একটা বনাতের ইজের বা ট্রাউজারস্, তার ভিতরে একটা ড্রয়ার, তার ভিতরে মোজা (socks) তাই ওরকম হয়েছে।" "না তুই পরতে জানিস্ নি" এই বলিয়া স্বামীজী চেয়ার হইতে উঠিয়া আসিয়া বর্ত্তমান লেখকের চেয়ারের সম্মুখে উপু হ'য়ে ব'সে, বুটের কাছে পায়ের ইজেরটা তুলিলেন। বর্ত্তমান লেখক তাই দেখিয়া স্বামীজীকে বলিতে লাগিলেন, "আরে কি কর, কি কর, পায়ে হাত দাও কেন?" স্বামীজী বালকের মতো ইজের তুলে দেখলেন যে, সক্স-এর (মোজা) উপর ড্রয়ার রয়েছে তাই অমন হয়েছে, অর্থাৎ সকস্‌টা ভিতরে থাকিবে আর ড্রয়ারটা উপরে থাকিবে, তাহ'লে আর তেমন ঢেবলা মতো হবে না। স্বামীজী এমন-ভাবে করিতে লাগিলেন যে, বর্ত্তমান লেখক আর কিছু বলিতে পারিলেন না, ইজের পরা হ'লে বর্ত্তমান লেখক স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন।

আমেরিকান রিপোর্টারদের কীর্ত্তি।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "ছ্যাখ্, চিকাগো প্রদর্শনীতে এক তিক্ষর-মেজাজ মহারাষ্ট্রীয় দোকানদার ভারত-উৎপন্ন জিনিসপত্তর বেচিতেছিল। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যদি কিছু নূতন খবর পায়। তাহারা সেই দোকানদারকে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। কথাপ্রসঙ্গে তাহারা বরোদার মহা-রাজের কথা জিজ্ঞাসা করিল। দোকানদারটি কড়ামেজাজের লোক ছিল, বরোদার মহারাজের নানা কুৎসা করতে লাগল। রিপোর্টাররা তাহা লিখিয়া লইল এবং নিজেদের করিয়া মনোমতো অনেক আবার তৈয়ৌরি করিয়া লইল; কিন্তু লোকটার নাম ভুলিয়া গিয়াছিল।

এ কথা সকলেই জানিত যে, ভারতবর্ষ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়াছে চিকাগোতে; রিপোর্টে একটা নাম তো দিতে হবে, তাই তারা আমার নাম দিয়ে দিলে। কাগজে বেরুল স্বামী বিবেকানন্দ বরোদা মহারাজের নিন্দা করেছে। অথচ আমি তার বিন্দুবিসর্গ জানি না। এইরূপ জগতের ব্যাপার!" ঘটনাক্রমে বর্ত্তমান লেখকের সহিত একটি কারবারী মহারাষ্ট্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। দুই-চারিদিন সাক্ষাতের পর অনুমান করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করা গেল। তখন তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে, তিনি বরোদার মহারাজকে গাল দিয়াছিলেন, তবে অতি অল্পই হয়েছিল, বেশী দেওয়া উচিত ছিল। লোকটির নাম ছিল রাজোওয়াড়ী কিন্তু সকলে তাহাকে 'রিচি' বলিয়া ডাকিত।

বীরচাঁদ গান্ধী।

স্বামীজী হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন যে, বীরচাঁদ গান্ধী নামক এক ব্যক্তি চিকাগো পার্লামেণ্টে জৈনধর্ম্ম বিষয় বলিতে গিয়াছিলেন। লোকটি একটু বেশীমাত্রায় নিরামিষভোজী। হোটেলে গিয়া তিনি বন্দোবস্ত করিলেন যে—তিনি নিরামিষভোজী, আমিষ কোন জিনিস দিবে না। হোটেলে তাহাই হইতে লাগিল। একদিন তিনি কাফি খাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার কাফির সহিত ডিমের খোলা বাহির হইয়া পড়িল। সেই দেখিয়া লোকটি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "এ কি করেছ?" ভৃত্যটি বলিল, "ডিমটা মাংসের মধ্যে গণ্য হয় না, ওটা নিরামিষের মধ্যে।" একজন বলিলেন, "There was an egg shell in the coffee pot." অপর একজন বলিলেন, "ডিম নিরামিষের ভিতর" ইত্যাদি। স্বামীজী এই বলিয়া মুখভঙ্গী করিয়া রহস্য করিতে

লাগিলেন এবং পরে বলিলেন, "অত গোঁড়ামী ক'রে কি বিদেশে থাকা চলে? সব জিনিসকে নিজের মতো ক'রে নিতে হয়।"

বর্ত্তমান লেখকের দাড়ি কামানো।

অনেকক্ষণ পরে গুডউইন ফিরিয়া আসিলেন। বর্ত্তমান লেখকের তখন কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো দাড়ি ছিল। ইংরেজদের দেশে ইহা নিতান্ত অশোভন। স্বামীজী গুডউইনকে বলিলেন, "একে একটা নাপতের দোকানে নিয়ে গিয়ে দাড়িটা ছাঁটিয়ে আন।" গুডউইন তখন বর্ত্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া অনতিদূরে বঙ্গার্ট্জ্ (Bongartz) নামক জার্ম্মান নাপিতের দোকানে লইয়া গেলেন। নাপতে গুডউইনের কথামতো দাড়িগুলি ছুঁচালো করিয়া বা ফ্রেঞ্চ ফ্যাসানে কাটিয়া দিল। গুডউইন যেরূপ ধমক দেন, তাহাতে বর্ত্তমান লেখক তাঁহাকে কিছু বলিতে আর সাহস করিলেন না। অবশেষে কোঁকড়ানদাড়ি পরিত্যাগ করিয়া ছুঁচালো ছাগলদাড়ি লইয়া বর্ত্তমান লেখক ফিরিয়া আসিলেন। স্বামীজী তো সেই দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "আরে ছ্যাঃ, ঠিক চূনোগলির ফিরিঙ্গি হয়েছে।" অতি জঘন্য দেখিতে হইয়াছিল। তাহার দিনকতক পরেই Bongartz-এর দোকানে গিয়া বর্ত্তমান লেখক দাড়ি মুড়াইয়া আসিলেন।

গুডউইন ও শরৎ মহারাজের ক্রিকেট খেলা দেখিতে যাওয়া।

গুডউইন বিকালবেলা সারদানন্দ স্বামীকে লইয়া অনেক দূরে ক্রিকেট খেলা দেখিতে গেলেন। গুডউইন ইংরাজ, তাঁহার খেলা-ধূলায় ভারি আমোদ। সারদানন্দ স্বামীর ভাল লাগিতেছিল না, খাতিরে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি শিলিং সম্বল ছিল। পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটার সময় দু'জনায় ফিরিয়া আসিলেন; গুডউইন বাস্-

ভাড়া দিয়াছিলেন। সারদানন্দ স্বামী তখন পকেট হইতে শিলিং বাহির করিয়া বেঙ্গের আধুলির অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। গল্পটা তত জুতসই বলিতে পারিলেন না, এবং গুডউইনের তাহা ভাল লাগিল না। সারদানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ক্রিকেট খেলা তত ভাল লাগে না—"ক্রিকেট খেলা দেখে কি আমি স্বর্গে যাব?" বর্ত্তমান লেখক চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "স্বর্গে যেতে হয় on the top of a bus." অর্থাৎ বাসগাড়ীর উপরের ছাদে ব'সে গেলে স্বর্গ হয়। গুডউইন সেই শুনিয়া হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন "ঠিক বলেছ, বাসগাড়ীর ছাদে ব'সেই তো স্বর্গে যেতে হয়।" বাসগাড়ীর ভিতরের গদিগুলি বেশ মখমল দেওয়া এবং ভিতরে তামাক খাওয়া নিষিদ্ধ। এই-জন্য মেয়েরা এবং যেসব পুরুষ তামাক খাইবেন না বা সিগারেট টানিবেন না, তাঁহারা ভিতরে বসিয়া থাকেন। কিন্তু পুরুষেরা ছাদের উপর এক এক টুকরা অয়েল-ক্লথ উরু পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দিয়া pipe বা সিগারেট টানিতে টানিতে মজা করিয়া উপরে বসিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে যায়। বৃষ্টি হইলে ছাতা খুলিয়া মাথায় দেয়। বাসগাড়ীর ছাদটি বড় আরামের স্থান তাই গুডউইন এত আহ্লাদ করিয়াছিলেন।

সারদানন্দ স্বামীর বাতিকের জ্বর।

সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক কলিকাতার ম্যালেরিয়া জ্বরে দেড় বা দুই বৎসর ভুগিতেছিলেন। সারদানন্দ স্বামীর জ্বরটা মাস-দেড়েক স্থগিত ছিল কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের দু'-একদিন অন্তর জ্বর হইতেছিল এবং প্রত্যহই দুই-তিনবার করিয়া কুইনাইন খাইতেন। দু'জনাই

উপরকার 'Rocking horse'এর ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। দু'জনারই জ্বর। সারদানন্দ স্বামীর জ্বর অত্যধিক। স্বামীজী মাঝে মাঝে গুডউইনকে উপরে দেখিতে পাঠাইয়া দিতেছেন এবং গুডউইন আসিয়া দুধসাগু ইত্যাদি খাওয়াইয়া যাইতেছিলেন। বেলা একটার সময় সারদানন্দ স্বামীর জ্বরটা কিছু বেশী হইল, বাতিকবৃদ্ধি খুব হইল। তখন তিনি বিছানা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং বর্ত্তমান লেখকও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। দু'জনেই শ্লিপিং সুট পরিধান করিয়া আছেন। গোলটেবিলের ধারের একখানা চেয়ারে বর্ত্তমান লেখক বসিলেন। সারদানন্দ স্বামীর বাতিকের জ্বর—তিনি বসিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। একে ম্যালেরিয়ার জ্বর তাহার উপর লেক্‌চার করিতে হইবে এই ভয়ে তাঁহার বাতিকবৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রথমে চোখ খুলিয়া তিনি পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "দেখ মহিম, নরেন তো ছাড়বে না, যে কোন প্রকারেই হউক লেক্‌চার দেওয়াবেই। আমি তো বাবা ওর কিছু বুঝি না, আবার যে রাগী, কখন কি গাল দেবে, কি মেরেই বসবে! তা এখন তো আর এখানে কেউ নেই, এখন লেক্‌চার রিহারসেল্ দি। কিন্তু তুমি 'হুঁ' দিও।" এই বলিয়া সারদানন্দ স্বামী ঘরে ঘুরে ঘুরে বলিতে লাগিলেন, "The subject of my lecture, ladies and gentlemen, of course I have got nothing to say"—বাতিকের জ্বরে নানা পর্দ্দার সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এই কথাই বহুবার বলিতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে বলিতেছেন "মহিম শুনছ তো? 'হুঁ' দাও।" বর্ত্তমান লেখকেরও জ্বর, চেয়ারে বসা থেকেই অতিকষ্টে উত্তর দিলেন—হুঁ। তাহার

পর চোখ বুজিয়া পায়চারি করিতে করিতে সারদানন্দ স্বামী সেই একই কথা আওড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর পা ব্যথা করিতে লাগিল, চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া সেই কথাই বলিতে লাগিলেন। বাতিকের ধমকে সুরের মাত্রা ক্রমেই বাড়িল। তাহার পর টেবিলে হাত ও মাথা রাখিয়া লেক্‌চার চলিল এবং মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন, "মহিম, শুন্‌ছো তো? 'হুঁ' দাও।" তাহার পর উভয়েই বিছানার ভিতর কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। সারদানন্দ স্বামী মাথা পর্য্যন্ত কম্বল ঢাকিয়া লেক্‌চার আওড়াইতে লাগিলেন। প্রায় পাঁচটার সময় স্বামীজী আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন ও সারদানন্দ স্বামীর লেক্‌চার শুনিলেন। তিনি হাসিয়া ধমক দিতে সারদানন্দ স্বামী নিঝুম হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন, আর কোন চাঞ্চল্যভাব রহিল না।

পরদিন সারদানন্দ স্বামীর জ্বর কম ও বর্ত্তমান লেখকের কম্প দিয়া খুব জ্বর। খুব যন্ত্রণা হইতেছিল কিন্তু কি করিবেন, নাচার, উভয়েই পাশাপাশি কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলেন। বেলা দুইটা-আড়াইটার সময় বর্ত্তমান লেখক অনুভব করিতে লাগিলেন যে, পায়ের চেটো হঠাৎ গরম হইয়া উঠিল। বেশ রীতিমত গরম অনুভব করিলেন। গরমটা ধীরে ধীরে পায়ের গাঁটের কাছে এসে আটকে রইল। তাহার পর হঠাৎ গরমটা নামিয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে গরমটা এসে পায়ের গাঁট হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে আবার উঠিতে লাগিল। কি যেন একটা ভিতর থেকে যাচ্ছে, তা বেশ অনুভব করিতে পারিতে-ছিলেন কিন্তু অতি ধীরে ধীরে উত্তাপটা উঠল। হাঁটুর নিকট

স্বামীজীর ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ।

আসিয়া আটকাইল তাহার পর নামিয়া যাইবার সময় শীঘ্র নামিয়া গেল। খানিকক্ষণ বাদে হাঁটু হইতে কোমর পর্য্যন্ত উত্তাপ অনুভব হইতে লাগিল এবং আবার সেইভাবে নামিয়া গেল। ক্রমে হৃৎপিণ্ডের নিকট আসিল এবং ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল। আভ্যন্তরিক একটি শক্তি ও বাহির হইতে একটি শক্তির সংঘর্ষণ অনুভব হইল। তাহার পর বর্ত্তমান লেখকের আর কোন চৈতন্য রহিল না। উত্তাপ ধীরে ধীরে মাথা পর্য্যন্ত গেল। এইরূপ বেহুঁস অবস্থায় বর্ত্তমান লেখক এক ঘণ্টার উপর ছিলেন, এত ঘামিয়া ছিলেন যে, মাথার বালিশ, কম্বল ইত্যাদি সব ভিজিয়া গিয়াছিল। বেলা চারটার সময় দরজায় কে টোকা মারিল। কিন্তু অভ্যাস এমনি জিনিস যে, ওরূপ বেহুঁস অবস্থাতেও মৃদু ক্ষীণস্বরে বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "Come in, please." স্বামীজী হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিলেন এবং জোরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, তোর জ্বর ছেড়েছে?" বর্ত্তমান লেখক অর্ধনিদ্রিত অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "হাঁ, জ্বর ছেড়েছে।" স্বামীজী বলিলেন, "হ্যাঁ জ্বর ছেড়ে গেছে আর ঔষধ কুইনাইন খাস্ নি, জ্বরকে তাড়িয়ে দিয়েছি।" সারদানন্দ স্বামীও জ্বরে আচ্ছন্ন ছিলেন, তিনিও দেখিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "কি রে শরতা! জ্বর হুকুম শুনে না?" বর্ত্তমান লেখককে স্বামীজী বলিলেন, "হ্যাঁরে, তোর জ্বর কি ক'রে গেল?" বর্ত্তমান লেখক তখন ক্ষীণকণ্ঠে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। স্বামীজী বলিলেন, "যা, তোর আর জ্বর আসবে না, আমি নীচে চেয়ারে ব'সে will force (ইচ্ছাশক্তি) দিচ্ছিলুম, জ্বরকে বের ক'রে দিলুম। জ্বর হুকুম মানবে না!" স্বামীজী কখন টেবিলের নিকট দাঁড়াইতেছিলেন, কখন বা

পায়চারি করিতেছিলেন। সারদানন্দ স্বামীর তখন তন্দ্রা কাটিয়া গিয়াছে। তিনি গায়ের কম্বল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, তড়াক করিয়া মেঝেতে নামিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া স্বামীজীর পা জড়াইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন, এবং অনবরত বলিতে লাগিলেন, "আমার মনটা ভাল ক'রে দাও, এটাকে উপড়ে তুলে দাও," এই বলিয়া পা জড়াইয়া ধরিয়া পায়ের মাঝে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিলেন। স্বামীজী সারদানন্দ স্বামীর অকপট ভালবাসা দেখিয়া, মৃদুমৃদু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "দুঃ শ্যালা হোঁৎকা, উঠে বোস্। শ্যালার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে কি না তাই বাতিকে কি কচ্ছে দেখ! যা শ্যালা, তোকে লেক্‌চার করতে হবে, না হ'লে তোকে মারব লাথি আর এই চার-তলার জানলা থেকে রাস্তায় ফে'লে দোব। শ্যালা তোকে work houseএ খাটাব। জানিস্ না কত খরচ হয়েছে?" সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, "তুমি লাথিই মার আর যা ইচ্ছা কর, কিন্তু আমার মন ভাল ক'রে দাও, দাও, তা না হ'লে তোমায় ছাড়ব না।" স্বামীজী হর্ষ ও প্রীতভাবে বলিতে লাগিলেন, "তা শ্যালা হবে, এখন ওঠ্!" সারদানন্দ স্বামী পা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু মনে এতটা উদ্বেগ আসিয়াছিল যে, আর সখ্যভাবে কথা কহিতে পারিলেন না, নিতান্ত অনুগতের ন্যায় দাঁড়ালেন। স্বামীজী বলিলেন, "দ্যাখ্, ডাইনিং-রুমের যে চেয়ারে আমি বসি, সেইখানে ব'সে আমি শক্তিসঞ্চার কচ্ছিলুম। শ্যালা, শক্তিসঞ্চার জানিস্ নি? কিন্তু এই দেখলি তো তোদের চোখের সামনে কল্লুম।" সারদানন্দ স্বামী বিনীতভাবে বলিলেন, "তা করেছ, বেশ করেছ, আমার মন ভাল ক'রে দাও"। স্বামীজী বর্ত্তমান লেখককে

বলিলেন, "যা আর কুইনাইন খাস্‌নি, বাক্সো থেকে সব টেনে ফে'লে দে। উইল্ ফোর্স বা শক্তিসঞ্চারে সব হয়। আজ রাত্রে রুটি খাস্‌নি, দুধসাগু খাস এই বলিয়া স্বামীজী চলিয়া গেলেন।" সারদানন্দ স্বামী বিছনায় শুইয়া বলিলেন, "ওহে সে নরেন আর এখন নেই, এই তো হাতে হাতে দেখলুম, হুকুমে তো এত বৎসরের জ্বর এক দিনে একেবারে তাড়িয়ে দিলে। এখন বুঝেসুঝে কথা বলা ভাল" ইত্যাদি নানা কথা বলিতে লাগিলেন।

মিস্ মূলারের সহিত সারদানন্দ স্বামীর গির্জ্জাতে যাওয়া।

সারদানন্দ স্বামীর জ্বর ভাল হইলে মিস্ মূলারের সহিত বেশ সমানভাবে চলিতে লাগিলেন। আবশ্যক হইলে সারদানন্দ স্বামী মিস্ মূলারকে একটুআধটু সংস্কৃত পড়াইয়া দিতেন। একদিন বৈকালবেলা মিস্ মূলার তাঁহার কোন পরিচিত লোকের বিবাহ দেখিতে সারদানন্দ স্বামীকে সঙ্গে লইয়া গির্জ্জাতে গেলেন। গির্জ্জাতে কিরূপভাবে বিবাহ হয় সারদানন্দ স্বামী পূর্ব্বে তাহা দেখেন নাই। যাহা হউক, ঘণ্টাখানেক বাদে আনন্দিতভাবে ফিরিয়া আসিয়া সারদানন্দ স্বামী বিবাহের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কারণ কয়দিন তিনি প্রায় বিমর্ষ ছিলেন। খায়দায় ব'সে থাকে, বিশেষ কোন কাজ নাই— তাহার পর তামাক খেতে পায় না, মাঝে মাঝে গুডউইন দু'একটা সিগারেট দেয়, সেইজন্য মনটা খুশী ছিল না। বিবাহ দেখিয়া পাঁচজনের সঙ্গে মিশে মনটা খুশী হইল।

সারদানন্দ স্বামী স্টার্ডি বা মিস্ মূলারের সহিত আরল্‌স কোর্ট (Earl's Court) স্থানেতে ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার একজিবিশন দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, ইংরাজ ঝি

কমলালেবু-রঙের শাড়ী প'রে উল্টো দিক্ থেকে মাথায় ঘোমটা দিয়ে, পেতলের থালায় দুধের বাটি ও চায়ের বাটি রেখে, দোকানে চা বিক্রী করছে দেখে তিনি ভারি খুশী হয়েছিলেন। তবে একজিবিশন-স্থানটা প্রকাণ্ড বড় তাই সমস্ত স্থানটি দেখিতে পারেন নাই, আর একদিনেও দেখা সম্ভব নয়।

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার একজিবিশন।

সারদানন্দ স্বামীর মুখে একজিবিশনের কথা শুনিয়া বর্ত্তমান লেখক গুডউইনের নিকট খবর লইয়া, পরদিন বেলা এগারটার সময় বাহির হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া একজিবিশন দেখিতে লাগিলেন। চায়ের দোকানটি দেখিতে খুব ভাল হইয়াছিল। সারদানন্দ স্বামীর যে-রকম ধারণা হইয়াছিল, বর্ত্তমান লেখকেরও তদ্রূপই হইল। আমাদের দেশের মেয়েদের শাড়ী পরা ইউরোপের গাউন পরার চাইতে দেখিতে ঢের সুশ্রী হয়। একজিবিশনে বাংলাদেশের অনেক হিন্দু ও মুসলমান কারিগর গিয়াছিল। ভুনেওয়ালা ঝাল-ছোলা, খই, মুড়ি ভাজিতেছিল; কেউ বা কাশীর ফুলকাটা থালা, গেলাস ইত্যাদি তৈয়ারি করিতেছিল। কেউ বা বরফি তৈয়ারি করিতেছিল। যাহারা কলিকাতার মেছুয়াবাজারের ও চাটগাঁয়ের মুসলমান ও বিহারের হিন্দু কারিগর ছিল, তাহারা বর্ত্তমান লেখককে বাঙ্গালী পাইয়া তাহাদের পেটের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিল। তাহারা বিদেশে বাঙ্গালী বাবুকে পাইয়া বড়ই খুশী হইল। তাহারা বলিল যে, ফিরিঙ্গীদের ছোঁয়া জল, রুটি বা উহাদের কাটা মাংস তাহারা খায় না। নিজেরা ভেড়া কেনে ও মুসলমানরা কাটে, সেই মাংস হিন্দু মুসলমান দু'জনায় মিলিয়া খায়। কিন্তু ফিরিঙ্গীর ছোঁয়া জিনিস তাহারা খায় না। বোঝা গেল বিদেশ হইলে হিন্দু মুসলমান

একসঙ্গে খায়, আর তখন দেশের ভালবাসা জাগে। একটা ইংরাজ বুড়ো পাদ্রী, বা নিম্নশ্রেণীর যাজক, ভুনেওয়ালাদের দোকানের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বুড়োর হাতে একটা ব্যাগ ও চাটগেঁয়ে মুসলমানী-ভাষাতে কতকগুলো খৃষ্টানী প্যামফ্লেট ছাপানো ছিল। বুড়োটি তাহাদের সহিত ও অন্যান্য মুসলমানদের সহিত দিব্যি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। বর্ত্তমান লেখক সেই দেখিয়া বুড়োটিকে বলিলেন, "আপনি কি পূর্ব্ববঙ্গে ছিলেন?" বৃদ্ধটি বলিলেন—তিনি ইংলণ্ডের বাহিরে কখন যান নাই, ঘরে বসিয়া তিনি ঐ ভাষা শিখিয়াছিলেন ও বেশ কথা কহিতে পারেন।—বাঙ্গালী বাবুকে পাইয়া তাহাকে কিছু খাওয়াইবার জন্য তাহাদের কি আহ্লাদ! অবশেষে তাহাদের খুশী করিবার জন্য একমুঠো মুড়ি ও ছোলাভাজা লইয়া বর্ত্তমান লেখক খাইলেন। ছুই পেনি দিয়া বরফিওয়ালাদের দোকান হইতে একটি বরফি লইলেন। একটি ইংরাজ যুবক সব দেখিতেছিল; সে বলিল ভারতবর্ষে যে এরূপ শিল্পকার্য্য হয়, ইহা তাহার ধারণা ছিল না। যদি এইসকল কার্য্য এ দেশে হইত, তাহা হইলে পৃথিবী সুদ্ধ নাম জাহির হইয়া যাইত। পিতলের থালায় পেরেক দিয়া কি সুন্দর ময়ূর তৈয়ারি করিতেছে! কাজকর্ম্ম সব চটপট হইতেছে। ময়ূরের লেজটি ঠিক হইয়াছে। সে কাশীর কাপড় বোনা দেখিয়া একেবারে অশ্চর্য্য হইল। নানা দেশ থেকে যত লোক আসিয়াছিল, সকলেই ভারতবর্ষের সুখ্যাতি করিতে লাগিল। যুবকটিকে বরফি দিলে সে খাইয়া বলিল, "It is sweet wax" অর্থাৎ মোমে চিনি দিয়া ইহা তৈয়ারী হইয়াছে। সে সেইটি কাগজে মুড়িয়া বন্ধুবান্ধবকে দেখাইবার জন্য লইয়া গেল।

এই সময়ে অর্থাৎ এপ্রিলের শেষ বা মে মাসের প্রথমে আমেরিকা হইতে জন্ পিয়ার ফক্স নামক একটি যুবক আসিয়া এইখানে রহিলেন।

মিঃ ফক্সের আগমন।

ফক্স স্বামীজীর অত্যন্ত অনুরক্ত, এবং আমেরিকায় বোস্টন নগরের কাছে কেম্‌ব্রিজ নামে যে গ্রামটি আছে সেখানে মিস্ ওলীবুলের বাড়ীতে যখন একটি ধর্ম্মসঙ্ঘ হয় তখন তিনি সেখানকার সেক্রেটারী ছিলেন। যাহা হউক, ফক্স যুবক হইলেও স্বামীজীর পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া সকলেই বিশেষ স্নেহ করিতেন। সারদানন্দ স্বামীর সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা হইয়াছিল।

স্বামীজী ও সারদানন্দ স্বামী অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা কেহ কিছু বলেন নাই। কিন্তু স্বামীজী একটু হর্ষিত হইলে অধ্যাপকের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। স্বামীজী বলিতেন, 'ম্যাক্সমূলার ইউরোপের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত, বেশ ইংরাজী জানেন, কিন্তু তাঁহার উচ্চারণ জার্ম্মানদিগের মতো ও খুব ভাল নয়।' স্বামীজী মাঝে মাঝে 'nice man, nice man' করিয়া রহস্য করিতেন।

ম্যাক্সমূলারের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ।

মিস্ মূলার কেম্‌ব্রিজে অধ্যয়নকালে ডাঃ ভেনের (Dr. John Venn, F. R. S.) নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ডাঃ ভেন ন্যায়শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুস্তক-খানির নাম লজিক অফ চান্স (Logic of Chance)। এই ন্যায়শাস্ত্রের জন্য তিনি সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং ইউরোপে ন্যায়ের প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে তিনি অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতেন। মিস্ মূলার একদিন

ডাঃ ভেনের সহিত স্বামীজীর কথাবার্ত্তা।

স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া প্রফেসর ভেনের সহিত দেখা করিতে গেলেন। প্রফেসরের সহিত স্বামীজীর নানাদেশের ন্যায়শাস্ত্রের কথা উঠিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা কিরূপভাবে হইয়াছিল সেইসব বিষয় আলোচনা হইতে লাগিল। গ্রীকদিগের, ইউরোপের, বৌদ্ধদিগের এবং হিন্দুদিগের নানা সময়ের নানা ন্যায়শাস্ত্রের কথা উঠিল। প্রফেসর ভেনের ধারণা ছিল যে, স্বামীজী ধর্ম্মের উপদেশ দেন, দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তুর যে-সব কথা বলেন ও-সব বাজে জিনিস। স্বামীজীর মুখে ন্যায়শাস্ত্রের কথা শুনিয়া প্রফেসর ভেন দেখিলেন যে, বোধ হয় তাঁহারই মতো সমস্ত জীবন এ ব্যক্তি ন্যায়শাস্ত্রে অতিবাহিত করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষ হইতে একজন প্রধান নৈয়ায়িক আসিয়া ইউরোপের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকদের সহিত দেখা করিয়া গেলেন। স্বামীজীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া প্রফেসর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। স্বামীজী কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া এ বিষয় কোন কথা বলিলেন না, তাঁহার সঙ্গের একজন আনন্দিত হইয়া সব বলিয়াছিলেন।

মিস্ মূলার বুড়ী হইয়াছিলেন এইজন্য সব সময় খিটখিটে থাকিতেন। সারদানন্দ স্বামীর উপর তিনি এতদিন সন্তুষ্ট ছিলেন।

মিস্ মূলারের আচরণ।

একদিন দুপুরবেলা নীচেকার খাবার ঘরে আতশীখানার পার্শ্বে দু'জন দু'খানা চেয়ারে বসিয়াছিলেন। বর্ত্তমান লেখকও দেয়ালের দিকের চেয়ারে বসিয়া আছেন। মিস্ মূলার কথা আরম্ভ করিলেন, "আমি যখন গুজরাটের কাছে লেক্‌চার করিতেছিলাম, অ্যানীকে (অ্যানী বেসেণ্ট) বলিলাম, 'এই এই কর। এইরূপভাবে কার্য্য করিতে হইবে'। আমি ভারতবর্ষের অনেক স্থান বেড়াইয়াছি, এবং দেখিয়াছি যে,

রোগা রোগা গরু, রোগা রোগা কুকুর (lean cows, lean dogs), চারিদিকে সবাই রোগা। আমরা কিন্তু এমন হ'তে দিই না। যখন গরু বা ঘোড়া বুড়ো হয় তখন তাহার জীবনটা একটা বোঝা হয়। তখন তাদের বেঁচে থাকবার দরকার কি? তাই আমরা বুড়ো গরুঘোড়াকে মেরে ফেলি এবং তার মাংস লোকে খায়। কারণ বুড়ো হ'য়ে জীবনধারণ করবার আবশ্যক কি?" তিনি প্রত্যেক কথায় মাত্রা দিতেছিলেন যে, We, English, are very kind people (আমরা ইংরাজেরা বড় দয়ালু)। সারদানন্দ স্বামী নীরবে বোকাহাবার মতো গল্প শুনিতেছিলেন, শেষটা আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "বাপ মা বুড়োবুড়ী হ'লে জীবন বড় কষ্টদায়ক হয়, কেন তাদের মেরে ফেলেন না?" বৃদ্ধা মিস্ মূলারের মাতা তখনও জীবিতা ছিলেন। এই আর কি! মিস্ মূলার অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ঘর থেকে উঠে চড়্‌চড়্ ক'রে চ'লে গেলেন। সারদানন্দ স্বামী তো অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। আবার কে জানে স্বামীজী শুনিলে বিরক্ত হইবেন। সব দিক্ বিপরীত! স্টার্ডি কি মনে করিবে? পরের বাড়ী থাকা যে কি ঝকমারি তা বেশ বুঝিতে পারিলেন। বর্ত্তমান লেখকের নিকট প্রাণ খুলে অনেক কথা বলিলেন। বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "কি হবে, যেমন কথা তেমনি উত্তর! তা ভয় পাবার দরকার কি? না হয় চ'লে যাব।" সারদানন্দ স্বামী সেই শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হইলেন এবং পুনরায় বলিতে লাগিলেন—এ দেবীর কি মন্ত্র জান?

ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট,
তুষ্ট রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে।

এই দেবীকে এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। তাহার পর মিস্ মূলার তিনদিন সারদানন্দ স্বামীর সহিত কথা কহেন নাই। প্রণাম গ্রহণ করিতেন না, কেমন আছ ইত্যাদি কথার কোন উত্তর দিতেন না। স্বামীজী একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, পাগলী বুড়ীর সঙ্গে কি হয়েছে?" বর্ত্তমান লেখক সমস্ত কথা বলিলেন। স্বামীজী বলিলেন, "ও খ্যাপ্‌তান্ মাগীর জ্বালায় অস্থির ক'রে তুলেছে। দ্যাখ্ শরৎ, এ দেশে যে মাগীরা বে করে না সেগুলো বুড়ী হ'লে দু'রকম হয়। কতকগুলো মাগী ফেটিয়ে যায় (মোটা হয়); সেগুলো ঠাণ্ডা ভালমানুষ থাকে। কতকগুলো মাগী শুঁটকে যায়; সে মাগীরা খিটমিটে হয়। এই খ্যাপ্‌তান্ মাগীর জ্বালায় অস্থির ক'রে তুলেছে। ওরে বাপু, তোরা বুড়ীমাগীর সঙ্গে খুব সাবধানে চলবি। ঘরে ও ঢুকলেই দাঁড়িয়ে উঠবি, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করবি, প্যাণ্টালুনের পকেটে হাত রাখবি নি, বুকে হাত রাখবি নি। বুড়ী যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তা বাপু তোরা বসিস্ নি। যে জিনিস চাইবে তা তাড়াতাড়ি ওকে দিস্। কোনরকমে বুড়ীকে সন্তুষ্ট করবি। আর পারি নি বাপু, সারাদিন লেক্‌চার করতে হবে, ভিজিটরদের সঙ্গে দেখা করতে হবে, আবার বুড়ীকেও সন্তুষ্ট করতে হবে" ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন।

সেণ্ট জর্জ রোডস্থ বাড়ীতে আসিয়া স্টার্ডি, মিস্ মূলার এবং অপর কয়জনে মিলিয়া বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলেন। মঙ্গলবারে বেলা এগারটা হইতে আরম্ভ করিয়া একটা পর্য্যন্ত বক্তৃতা হইত। কিন্তু অনেকে সেই সময় আসিতে পারিতেন না বলিয়া পুনরায় সেই বিষয় সন্ধ্যা সাতটার সময়

স্বামীজীর বক্তৃতা আরম্ভ।

হইতে আরম্ভ হইত। শুক্রবারেও ঠিক এইরূপভাবে দুইবার বক্তৃতা হইত। প্রায় মাসখানেকের পর রবিবারে ‘পিকাডেলি’ নামক স্থানে রয়েল ইনস্টিটিউটের ওয়াটার পেন্টিং গ্যালারিতে বেলা ৪টা হইতে বক্তৃতা হইত। বাড়ীর বক্তৃতার নাম হইল ‘ক্লাস লেক্‌চার’। ক্লাস লেক্‌চারে রাজযোগের একটি সূত্র লইয়া কথা আরম্ভ হইত। তাহার পর সেই কথা উপলক্ষ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যত প্রকার দর্শনশাস্ত্র আছে, এমন কি ইতিহাস, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স প্রভৃতি তুলিয়া অনর্গল বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতা শেষ হইলে প্রশ্ন আরম্ভ হইত। শ্রোতাদিগের ভিতর হইতে যাঁহারা প্রশ্ন করিতেন, স্বামীজী তাঁহাদিগকে উত্তরদ্বারা বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিতেন। এ সময়টাতে বিশেষ কোন নিয়ম-পদ্ধতি থাকিত না, বেশ সখ্য-ভাবে কথাবার্ত্তা হইত। কিন্তু এমন দিনও দেখা গিয়াছে যে, ক্লাস লেক্‌চার হইতে প্রশ্নোত্তরই সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু এত দুরূহ ও গভীর বিষয় তিনি এত শীঘ্র অনর্গল বলিয়া যাইতেন যে, সমগ্র স্মরণ রাখা সম্ভবপর নয়, এমন কি বক্তারও পরমুহূর্ত্তে কিছু স্মরণ থাকিত না। তখনকার লোকের মধ্যে বর্ত্তমান লেখক ব্যতীত আর কেহ জীবিত আছেন বলিয়া জানা নাই।

যেদিন স্বামীজী বর্ত্তমান লেখকের জ্বর ভাল করিয়া দিয়াছিলেন সেইদিন তাঁহার প্রথম ক্লাস লেক্‌চার আরম্ভ হয়। রাত্রের লেক্‌চার অবসান হইলে প্রায় এগারটার সময় স্বামীজী উপরকার ঘরে ঢুকিলেন। পরিধানে লাল রঙের হাঁটু পর্য্যন্ত একটা বকু (পাহাড়ীদের ন্যায় কোট অর্থাৎ অনেক সময় যাহা স্বামীজীর ছবিতে দেখিতে পাওয়া যায়), কোমরে একটা

প্রথম দিনের বক্তৃতা আরম্ভ।

রেশমের কাপড় বা sash। প্রফুল্ল অবস্থায় স্বামীজী ঘরে ঢুকিয়া দুই-একবার পায়চারি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে শরৎ, জেগে আছিস্? এই দুপুরের মাতন এখন শেষ হ'ল, তাই তোদের দেখতে এলুম। আর তোর এখন জ্বর-টর হয় নি তো? কি খেয়েছিস্? দুধসাগু খাচ্ছিস্ তো?" এই বলিয়া সামান্য আর দু'একটি কথা কহিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

প্রাতে ভোজনের কোন বিশেষ নিয়ম ছিল না। কখনও সকলে একসঙ্গে বসিয়া খাইতেন, আবার কখনও বা আগুপিছুও খাইতেন। লোকও নির্দ্ধারিত ছিল না, কারণ গুডউইন ও স্টার্ডি ইঁহারা ইচ্ছামতো কখনও একসঙ্গে কখনও বা পৃথক বসিতেন। আহার সমাপনান্তে স্টার্ডি সংস্কৃত নারদসূত্র পুস্তকখানি, কাগজ কলম ও দোয়াত লইয়া বসিতেন আর স্বামীজী সংস্কৃত বইখানি দেখিয়া ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া যাইতেন; স্টার্ডি তাহা কাগজে লিখিয়া লইতেন। ইহা হইল প্রাতের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য, তাছাড়া আবশ্যকমতো অন্য কার্য্যও হইত। এই ইংরাজী নারদসূত্র পুস্তকখানি স্টার্ডি মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কন্‌খলের আশ্রমে অদ্যাপি তার একখণ্ড আছে। স্বামীজীর অনুরোধে স্টার্ডি কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ 'ইণ্ডিয়া অফিস'এর পুস্তকাগার হইতে আনাইলেন। তখন কলিকাতার এইচ. সি. টনি পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বামীজী সংস্কৃত পুস্তকগুলি পাইয়া স্টার্ডিকে বলিলেন, "দেখ, ভারতবর্ষের কয়েক স্থানে আমি এই বইগুলির অনুসন্ধান করেছিলুম কিন্তু পাই নি। যাহা হউক, এখন পাইলাম।" স্বামীজী সেই পুস্তকগুলি অল্পদিনের ভিতরে পড়িয়া ফেরত দিলেন। এক্ষণে সেই পুস্তকগুলির নাম স্মরণ নাই।

প্রাতঃকালীন কার্য্য।

আমেরিকাতে স্বামীজী যে-সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, গুডউইন ক্ষিপ্রলিপিতে তাহার অনেক লিখিয়া লইয়াছিলেন—সেইগুলি ছাপাইবার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। গুডউইন সময় পাইলেই আপনার নোটবই হইতে প্রচলিত অক্ষরে লিখিয়া ফেলিতেন এবং ছাপাইবার চেষ্টা করিতেন। এ বিষয়ে স্টার্ডি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং মিস্ মূলার ও অপরে অর্থসাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সিটি অফ লণ্ডনে (সম্ভবতঃ কুইন ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে) 'স্যালভেশন্ আর্মি'দের একটি বড় কার্য্যাশ্রম ছিল। গুডউইন একদিন বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "চল, দু'জনে ছাপাখানায় যাই।" গুডউইন ও বর্ত্তমান লেখক দু'জনায় দুই মাইল দূরে 'স্যালভেশন্ আর্মি'দের ছাপাখানায় গেলেন। গুডউইন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বর্ত্তমান লেখককে সেই বাটীর সমস্ত অংশ দেখাইতে লাগিলেন। তাহাদের নিজেদের ব্যাঙ্ক, ছাপাখানা, জুতার কারখানা প্রভৃতি অনেক প্রকার কার্য্যের কারখানা বর্ত্তমান লেখক দেখিলেন। তাহার পর প্রুফ-শিট হাতে লইয়া পুনরায় দু'জনায় বাড়ীর দিকে ফিরিয়া আসিলেন।

স্বামীজীর আমেরিকার বক্তৃতা ছাপাইবার কথা।

রাস্তায় কাগজের বগলী করিয়া চেরি ফল বিক্রয় হইতেছিল, তখন সবে নূতন উঠিয়াছে। এক পেনি করিয়া প্যাকেট, দু'জনায় দুই প্যাকেট কিনিয়া লইলেন; গুডউইন বলিতে লাগিলেন, "ইংলিশ চেরি সব দেশের চেয়ে ভাল, খাও খাও। আরে খুব ভাল ক'রে খাও। তবে কাগজের বগলীটা পকেটে পুরো, লোকের সুমুখে দেখিয়ে খেলে অসভ্য বলবে। পকেটে হাত দিয়ে একটি ক'রে বার কর আর খাও।" কাশ্মীরে এই চেরিকে

চেরি ফল।

'গিল্ আস্' বলে এবং পারস্যদেশেও ঐ শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। হিমালয়ের স্থানে স্থানে ইহাকে পাহাড়ী কুল বলিয়া একটা নাম করিয়া লইয়াছে। পারস্যদেশের ও কাশ্মীরের চেরিগুলি টোপা কুলের মতো—খাইতে একেবারেই ভাল নয়। কিন্তু ইংরাজী চেরি খাইতে খুব সুস্বাদু। উভয়ে তাহার পর বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

দু'টার সময় বা লান্‌চের (lunch) সময় স্বামীজী অধিক দিবসই বাটীতে খাইতেন না। কোন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া স্বামীজীকে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার সহিত আহার করিতেন। বেলা ৪টার সময় তথায় চা খাইয়া, হয় তাঁহার সহিত বেড়াইতে বাহির হইতেন, নয় বাটীতে ফিরিতেন। একদিন বেলা সাড়েচারিটার সময় বর্ত্তমান লেখক ও গুডউইন বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। সারদানন্দ স্বামী ও মিঃ ফক্স বসিয়াছিলেন। বাটীতে একজন বুড়ী ঝি বা হাউস কিপার ছিল, সে চা লইয়া আসিল। একটা টি-পট করিয়া চা, একটি ছোট জাগ্-এ করিয়া কাঁচা দুধ, পিচবোর্ডের মতো পাতলা পাতলা মাখন দেওয়া পাঁউরুটি-কাটা ও লাম্প শুগার। আর একটা বড় জাগ্-এ গরম জল থাকে; যিনি পাতলা চা খান, তাঁহাকে গরম জল দেয়। সাধারণতঃ ইংরাজেরা পাতলা চা খায়, বাঙ্গালীদের মতো কড়া চা খায় না। খালাসীরা কড়া চা খায় বলিয়া সেইজন্য তাহাকে 'সেলার্স টি' বলিয়া থাকে। গুডউইন কর্ত্তা হইয়া সকলের বাটিতে চা ঢালিয়া দিলেন—সকলেই চা ও রুটি দু'টুকরা করিয়া খাইলেন। ইংরাজদিগের দেশে দুধ গরম করিয়া খায় না, সর্ব্বদা কাঁচা থাকে। একবার বর্ত্তমান লেখক গরম দুধ খাইয়াছিলেন,

স্বামীজীর ও আর সকলের Lunch ও বৈকালিক আহার।

কিন্তু এত লবণ বোধ হইতে লাগিল যে, খাইতে কষ্ট হইতে লাগিল। গরুকে ইহারা অতিরিক্ত লবণ খাওয়ায়। ইহারা দুধ কাঁচা খায় বলিয়া বাংলাদেশে যাহাকে দুধের সর বলিয়া থাকে তাহা তথায় নাই। সেইজন্য দুধের সরের কোন ইংরাজী কথাও নাই। চিনি হইতেছে বিট শুগার, অর্থাৎ বিট পালঙ্গের চিনি। এক ইঞ্চি স্কয়ার এবং তিনখানা রাখিলে 'কিয়ুব' হয়। ইহাকে বলে 'লাম্প শুগার'। আর একরকম লাল দানাওয়ালা ব্রাউন শুগার আছে, সেটা খুবই কম ব্যবহৃত হয়। কোন জিনিস হাত দিয়া ধরিবার প্রথা নাই। লাম্প শুগার লইবার প্রথা হইতেছে যে, একটি জার্ম্মান-সিলভারের বা ঐরূপ কোন সাদা ধাতুর বাহারি চিমটার দুই দিক্‌কার ডগাতে সরু সরু আঙ্গুলের মতো কাঁটা দেওয়া আছে—চিনির টুকরা সেই কাঁটা দিয়া টিপিয়া ধরিয়া ইচ্ছামতো চায়ের বাটিতে দিতে হয়। হাত দিয়া চিনি তুলিয়া লওয়া নিষিদ্ধ। চা পান করিয়া টেবিলের একদিকে বসিয়া গুডউইন তাঁহার প্রুফ-শিট দেখিতে লাগিলেন। সারদানন্দ স্বামী, ফক্স ও বর্ত্তমান লেখক তিনজনে দেওয়ালের দিকে পিছন করিয়া আমেরিকা ও ভারতবর্ষের নানা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। স্বামীজী কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, একেবারে রাত্রির আহারের পর আসিলেন। গুডউইন ততক্ষণ বাড়ীর মালিক। স্বামীজী না থাকায় তিনি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন ; অবশ্য স্বামীজী ফিরিয়া আসিলে পূর্ব্ববৎ জড়সড় হইয়া রহিলেন।

সারদানন্দ স্বামী ফক্সকে অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি শক্তির কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শরীর যেমন কখন হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইয়া যাইত, কখন বা গ্রন্থিসকল যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে

এইরূপ দেখাইত—তিনি সেইসকল বিষয় বলিতে লাগিলেন ও ফক্স অবাক্ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল, মাঝে মাঝে শুধু একবার একবার প্রশ্ন করিল। প্রসঙ্গক্রমে কথা উঠিল যে, একবার একটি আমেরিকান স্ত্রীলোক কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, দেখিতে কৃশ, খুব সামর্থ্য আছে বলিয়া বোধ হইল না। তিনি কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রাঙ্গণে এক অলৌকিক কাণ্ড দেখাইয়াছিলেন। প্রাঙ্গণে তিনি ধ্যান করিতে বসিলেন এবং পূর্ব্বেই বলিয়া দিলেন যে, তিনি ধ্যানে বসিলে বলিষ্ঠ লোকেরা তাঁহাকে নড়াইবার চেষ্টা করিলেও নড়াইতে বা তুলিতে পারিবে না। সেই বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য ষণ্ডা ষণ্ডা পালোয়ান তাঁহাকে তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইল; প্রথমে একজন, তাহার পর দু'জন, তাহার পর তিনজনেও পারিল না। পরে বক্ষে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে লাগিল কিন্তু তাহাতেও কিছু সুবিধা করিতে পারিল না। ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি সাধারণ কৃশ স্ত্রীলোকের ন্যায় পুনরায় উঠিলেন। সারদানন্দ স্বামী ফক্সকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, যোগের অষ্টসিদ্ধি হইলে এইরূপ শক্তি পাওয়া যায় এবং এসকল কার্য্যও সহজে করিতে পারা যায়। মনুষ্য-শক্তি পৃথিবীর সহিত এক হইয়া যায়, স্বতন্ত্র থাকে না। সেইজন্য কৃশ স্ত্রীলোকটিকে নড়াইতে পারা যায় নাই। ফক্স এইসব বিভূতির কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

নিজেদের ভিতর আলাপ-আলোচনা ও স্ফূর্ত্তি।

স্টার্ডি ও মিস্ মূলার নিরামিষভোজী, সেইজন্য বাড়ীতে মাছ-মাংস কিছুই প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। ফক্স মাংসাহারী

সেইজন্য বাহিরে খাইতে চলিয়া গেল। তারপর তিনজনে একত্রে বসিয়া আহার করিলেন। গুডউইনের কাজ শেষ হইয়াছে তাই তাঁহার ভারি স্ফূর্ত্তি। টেবিলটা সরাইয়া দিয়া মেঝেতে খানিকটা ফাঁকা জায়গা করিলেন, তাহার পর মেঝেতে নাচিতে সুরু করিলেন। সারদানন্দ স্বামীর সহিত ধস্তাধস্তি ও আপসে গালমন্দ হইতে লাগিল। তাহার পর গান গাহিতে সুরু করিলেন, 'তেরা লেরা বৌন দিলে'। বর্ত্তমান লেখক স্প্যানিশদের বড় বড় টুপি মাথায় দিয়া মাথা দুলাইয়া পা তুলিয়া নাচের কথা বলিলেন। বর্ত্তমান লেখক পোর্ট সৈয়দ বা এইরকম কোন স্থানে উক্ত নাচ দেখিয়াছিলেন। "তুই বুঝি স্প্যানিশদের ক্যান্‌ক্যান্ (cancan) ডান্স দেখেছিস্" ? এই বলিয়া গুডউইন পুনরায় বার্ন ডান্স (barn dance) দেখাইলেন, পরে স্প্যানিশদের নাচ আরম্ভ করিয়া মাঝে মাঝে হাসিতে লাগিলেন ও সারদানন্দ স্বামীর উপর মাঝে মাঝে গাল পাড়িতে লাগিলেন। গুডউইন মাঝে মাঝে নিজে একটা সিগারেট লইতেছেন আর একটা সারদানন্দ স্বামীর মুখে দিয়া বলিতেছেন, "খা, খা, স্ফূর্ত্তি কর্! সারাদিন খাটতে হয়, স্ফূর্ত্তি না করলে চলবে কি ক'রে?" সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, "দেখ, ইংরাজ জাতির কি পরিশ্রম করিবার শক্তি! এই গুডউইন সমস্ত সহর ঘুরেছে, প্রুফ-শিট দেখেছে, আবার এখন কি নাচ দেখ! এত পরিশ্রম না করলে কি এই জাতটা উঠেছে!" তাহার পর ফক্স আসিল। সকলে মিলিয়া স্টেট্‌স্-এর কথা কহিতে লাগিলেন। ইউনাইটেড স্টেটস্‌কেই চলিত কথায় 'স্টেট্‌স্' বলিয়া থাকে। তারপর রাত্রি হইলে সকলে শয়ন করিতে গেলেন।

চার

প্রাতের বক্তৃতা বেলা এগারটার সময় আরম্ভ হইত। কিন্তু আহারাদি সমাপ্ত হওয়ায় স্বামীজী, সারদানন্দ স্বামী, গুডউইন ও স্টার্ডি নীচেকার ঘরে বসিয়া রহিলেন। বর্ত্তমান লেখক উপরকার বক্তৃতা-ঘরটিতে গিয়া একান্তে বসিয়া রহিলেন। বহু দূর-পল্লী ক্রিস্টাল প্যালেস বা সাইডেন্‌হ্যাম (Sydenham) হইতে একটি বৃদ্ধা রমণী আসিয়া বসিলেন। বৃদ্ধার বয়স ষাট বৎসরের উপর হইবে বলিয়া বোধ হইল—স্থূলকায়, চুলগুলি সাদা। অল্পে অল্পে, কষ্টে কষ্টে সিঁড়িতে উঠিয়া তিনি বক্তৃতা-ঘরটিতে আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিলেন। গ্রীষ্মও বেশ আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু শীতকালের মতো গায়ে কাপড় থাকায় ঘাম হইতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনেকদূর হইতে আসিয়াছেন, তাই বাতাস খাইবার জন্য একখানি হাতপাখা চাহিলেন—বর্ত্তমান লেখক সসম্ভ্রমে একখানি হাতপাখা দিলেন। তাহার পর দুইজনায় কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "এই স্বামীর কথা আমার বড় ভাল লাগে। আমি যেন বাইবেলের উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে দেখিতে পাই। আমি মেয়েমানুষ ও বৃদ্ধা, সব কথার মানে বুঝিতে পারি না, ওসব পণ্ডিতদের কথা। তবে স্বামী এমন একটি ভাবে বলেন এবং গলার আওয়াজ ও মুখভঙ্গী এমনভাবে করেন যে, দেখতে শুনতে আমার ভাল লাগে। আমি যেন বাইবেলের অনেক ঘটনা চোখে স্পষ্ট দেখতে পাই।" বর্ত্তমান লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন,

ক্লাসের বক্তৃতা, এক বৃদ্ধা ও মিস্ ম্যাকলাউড।

"আপনি কোন্‌খান থেকে আসেন ?" বৃদ্ধা বলিলেন, "আমি সাইডেন্‌হ্যাম, ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে আসি। তা অতো গাড়ীভাড়া কোথা থেকে পাব, তাই খানিক হেঁটে ও খানিক গাড়ীতে আসি, কিন্তু প্রত্যেক লেক্‌চারের দিন আমি আসিয়া থাকি।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় ভাল কাপড়চোপড় পরা একটি স্ত্রীলোক, বয়স চল্লিশের ভিতরে, আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিলেন এবং সস্নেহে বর্ত্তমান লেখকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তিনি নিজেই পরিচয় দিলেন যে, তাঁহার নাম মিস্ জোসেফাইন ম্যাক্‌লাউড, আমেরিকায় বাড়ী, তিনি স্বামীজীর নিতান্ত অনুগত। নামটি পূর্ব্ব হইতে জানা ছিল সেজন্য বর্ত্তমান লেখক অতি আনন্দিত হইয়া বিশেষ সম্মানের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। মিস্ ম্যাক্‌লাউড তখন বসিয়া স্বামীজীর বিষয় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন ; এবং তাঁহার কথাবার্ত্তার প্রত্যেকটির ভিতরই স্বামীজীর প্রতি একটা প্রগাঢ় অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্বামীজীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাঁহার প্রত্যেক কথাবার্ত্তায় বা অঙ্গচালনায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় শ্রোতৃবৃন্দ আসিতে লাগিলেন এবং দুই-তিন মিনিটের ভিতর ঘর ভরিয়া গেল। সারদানন্দ স্বামী ও গুডউইনকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী ঘরে প্রবেশ করিলেন। গুডউইন তাঁহার নিজের স্থানে খাতাপত্তর লইয়া বসিলেন। ঘরের ভিতর ভিড় বেশী হওয়ায় সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক সিঁড়িতে উঠিয়া চাতালে দুইখানি চেয়ার লইয়া বসিলেন। স্টার্ডি ভিতরকার ঘরে কোনের দিকে সোফার উপর বসিলেন। এইসব বক্তৃতায় স্টার্ডি সভাপতি

ছিলেন এইজন্য তিনি ভিতরকার সোফায় বসিতেন, অবশ্য স্বামীজীর স্থান হইতে অনেক দূরে।

শ্রোতৃবর্গ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং চাতালও ভরিয়া গেল। সারদানন্দ স্বামী, ফক্স ও বর্ত্তমান লেখক তেতলায় উঠিবার সিঁড়ির প্রথম ধাপে বসিলেন। নূতন লোক আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তিনজনে ক্রমশঃ উপর ধাপে উঠিতে উঠিতে শেষে তেতলার চাতালে গিয়া বসিলেন। যে যতটুকু শুনিতে পায় ততটুকুই ভাল। কিন্তু সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক তেতলার চাতালের (landing place) নিকট বসায় ঘরের ভিতরের সমস্ত কথা শুনিতে পাইতেছিলেন।

ক্লাসে জনৈক স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক note লওয়া।

এই সময় একটি স্ত্রীলোক আসিতেন। তিনি হাসপাতালের নার্স ছিলেন অর্থাৎ পোষাকের উপর সাদা একটি 'এপ্রন' (Apron) ও মাথায় একটি কোঁচকানো ফুলকরা কাপড়ের টুপি ছিল। লণ্ডন সহরে এইরূপ পরিচ্ছদ হাসপাতালের নার্সদিগের হইয়া থাকে এইজন্য তাঁহাকে হাসপাতালের নার্স বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল। স্ত্রীলোকটির বয়স আন্দাজ ৩০।৩২ বৎসর হইবে, অবয়ব কৃশ। তিনি চাতাল বা চাতালে ঢুকিবার দরজার ঠিক নিকটে বসিয়া নিবিষ্ট মনে ক্ষিপ্র-লিপিতে সমস্ত বক্তৃতাটি লিখিয়া লইতেন। কোনদিকে চাহিতেন না বা কাহারও সহিত কোন কাথাবার্ত্তা কহিতেন না। নিজের মনে, একপ্রাণে লিখিয়া যাইতেন এবং বক্তৃতা শেষ হইলে তিনিও ত্বরিতপদে চলিয়া যাইতেন। দুপুরবেলার প্রত্যেক বক্তৃতাটিতে তিনি আসিতেন এবং লিখিয়া লইতেন। কিন্তু তিনি কাহারও সহিত আলাপ-পরিচয় কখনও করেন নাই।

প্রায় একটার সময় বক্তৃতা সমাপ্ত হইল। উপস্থিত ব্যক্তিদের ভিতর অনেকেই স্বামীজীর সহিত একটু-আধটু কথা কহিয়া চলিয়া গেলেন। মিস্ জোসেফাইন ম্যাক্‌লাউডের সহিত আর একটি রমণী ঘর হইতে বাহির হইয়া নামিতে লাগিলেন ও স্বামীজীর সহিত যেন বিশেষ পরিচিত এইভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার বেশভূষা অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের চেয়ে বিশেষ দামী; ইটের রঙের গরদের পোষাক এবং মিস্ ম্যাক্‌লাউডের চাইতে তাঁর বয়স একটু বেশী। উভয়ে একখানা 'হ্যানসাম্' গাড়ী করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে শুনা গেল যে, তাঁহার নাম মিসেস্ লেগেট এবং তিনি মিস্ ম্যাক্‌লাউডের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। বক্তৃতার পর প্রায়ই কেউ না কেউ নিমন্ত্রণ করিয়া স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া খাওয়াইতেন। স্বামীজীও সেদিন কাহার সহিত আহার করিতে চলিয়া গেলেন। বক্তৃতা-ঘরে স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা বেশী হইয়াছিল; পুরুষের সংখ্যা কম, কারণ দিনের বেলা পুরুষেরা কাজে ব্যস্ত থাকেন সেইজন্য আসিতে পারেন না, রাত্রের বক্তৃতার সময় তাঁহারা উপস্থিত হইতেন। তবুও দিনের বেলা পুরুষের সংখ্যা বড় কম থাকিত না। লণ্ডনে 'স্বামীজী' কথাটা গুডউইন বা অপর কেহ ব্যবহার করিত না। সম্মান-অর্থে যে 'জী' ব্যবহার করিতে হয়, তা তাহারা জানিত না। তাহারা 'স্বামী' এই শব্দ ব্যবহার করিত।

মিসেস্ লেগেট।

রাত্রি সাতটার সময় সেই বক্তৃতা পুনরায় হইত। অনেক ভদ্রলোক তখন উপস্থিত থাকিতেন। লণ্ডনের একজন বড় পাদরী (Canon) সপরিবারে রাত্রের বক্তৃতার সময় উপস্থিত থাকিতেন। তিনি স্বামীজীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইতেন।

রাত্রের বক্তৃতার পর স্বামীজী কখনও বা স্টার্ডিকে, কখনও বা গুডউইনকে লইয়া খানিকক্ষণ রাস্তায় বেড়াইয়া আসিতেন। কারণ অনবরত কথাবার্ত্তা কহিয়া শরীরটা ক্লান্ত হইয়া পড়িত, সেইজন্য অনেকক্ষণ পায়চারি করিয়া আসিলে রাত্রে ঘুম হইত।

ফলের উপঢৌকন।

মিস্ জোসেফাইন ম্যাক্‌লাউড আসা অবধি বেলা একটার সময় প্রত্যহ 'উইলিয়ম হোয়াইটলি'র দোকান হইতে একজন লোক আসিয়া কাগজে মোড়া অনেক ফল দিয়া যাইত। বাজারে ফল উঠিবার প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে টাটকা ফলগুলি পৌঁছাইয়া দিয়া যাইত। আনারস ফল লণ্ডনে দুষ্প্রাপ্য এবং তাহার উপর দাম প্রায় এক গিনি। মাঝে মাঝে সেই লোকটি আনারস ফলও দিয়া যাইত। যখনকার যে ফলটি প্রথম পাওয়া যাইত, যতই তাহার দাম বেশী হউক না কেন, সেই লোকটি তাহা দিয়া যাইত। নানারকম ভাল ভাল ফল প্রত্যহ এগারটার সময় আসিত। কিন্তু কে দোকানে টাকা জমা দিয়াছে এবং কাহার আদেশমতো ফল আসিতেছে তাহা কেহ জানিত না। অনুমান অনেকে করিলেও কেহ জিজ্ঞাসা করিত না কারণ যিনি দিতেছেন, তিনি যখন তাঁহার নাম জানাইতে ইচ্ছুক নন তখন সেই কথার পুনরুত্থান হইত না।

স্বামীজীর হাস্য-রসিকতা।

স্বামীজী পূর্ব্বরাত্রে কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, আসিতে রাত্রি হইয়াছিল। বক্তৃতার দিন নয়, সেইজন্য তিনি একটু বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় ছিলেন। সকলের প্রাতর্ভোজন সমাপ্ত হইলে স্বামীজী ড্রেসিং গাউন বা কোমরে দড়ি-বাঁধা লম্বা বনাতের জামা পরিয়া, পায়ে পাতলা কালো চামড়ার জুতা পরিয়া একা খাইতে বসিলেন। স্টার্ডি, গুডউইন,

সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক দেওয়ালের নিকট চেয়ারে বসিয়াছিলেন। গুডউইন গোঁফ কামাইতেন। প্রায় হু'সপ্তাহ গোঁফ কামান নাই তাই একটু একটু গোঁফ উঠিয়াছে। গুডউইন গোঁফে হাত বুলাইতে বুলাইতে আহ্লাদ করিয়া বলিলেন, "A painter will give me ten pounds to make this a model" অর্থাৎ চিত্রকরেরা আমার গোঁফ-জোড়াকে মডেল বা আদর্শ করিবার জন্য দশ পাউণ্ড আমায় দিবে। স্বামীজী কৌতুকভাবে গুডউইনের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া চট্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Yes, it would be a pair of very nice broom" অর্থাৎ হ্যাঁ, একজোড়া ঝাঁটার বেশ নমুনা হইতে পারে। সেই কথা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল ও গুডউইন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। স্টার্ডি খুব প্রফুল্ল, কারণ ক্লাস-লেক্চার বেশ জমিয়া আসিয়াছে এবং রবিবারের বক্তৃতার চেষ্টা হইতেছে। স্টার্ডি বসিয়া হু'হাত দিয়া চেয়ারখানি বাজাইতে লাগিল এবং মুখে সঙ্গীতের আওয়াজ করিতে লাগিল। "ক্যাণ্টনমেণ্টের ঢাকের আওয়াজ অনবরত ঠিক এইভাবে বাজে", এই বলিয়া সে হাত দিয়া চেয়ারে টোকা মারিয়া বাজনা বাজাইতে লাগিল ও সুরের নকল করিতে লাগিল। তাহার পর সে বলিল, "আমি যখন স্কুলে পড়িতাম সেই সময় একটি মাস্টার একটি ছেলের হাতে বেত মারিয়াছিল। বালকটি এত তেজী ও নির্ভীক ছিল যে, সে হাত সরাইল না এবং শিক্ষককে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, 'আরও মারুন, আরও মারুন'। ছাত্রটির হাত দিয়া রক্ত পড়িল কিন্তু সে স্থির হইয়া রহিল। অবশেষে শিক্ষক লজ্জিত হইয়া স্থির হইলেন। সেই পর্য্যন্ত I become awfully angry when I

see a man beating a boy"—অর্থাৎ একটি লোক যদি ছোট-ছেলেকে মারে তাহ'লে আমার ভারি রাগ হয়। এই বলিয়া স্টার্ডি ক্ষান্ত রহিলেন। গুডউইন প্রফুল্ল, কিছু বলিতে হইবে, কিন্তু কি বলিবেন তা মাথায় ছিল না—তিনি বলিয়া উঠিলেন, "Yes, Mr. Sturdy, I too become awfully angry when I see a man beating a donkey" অর্থাৎ যখন কোন মানুষ গাধাটাকে মারে তখন আমিও ভয়ানক রাগিয়া যাই। গুডউইন যেমন এই কথা বলিয়াছে—স্বামীজী ব্যঙ্গচ্ছলে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, অমনি বলিলেন, "Yes, because it rouses your fellow-feeling" অর্থাৎ ঠিক বলেছিস্, গাধাকে মারলে তোর স্বশ্রেণীর প্রেম উথলে ওঠে, তাইতে তোর এত রাগ হয়। সেই শুনিয়া সকলে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং গুডউইনও অপ্রতিভ হইয়া পালাইবার চেষ্টা করিলেন।

Kegen Paul-এর দোকানে যাওয়া ও সহর দেখা।

বেলা এগারটায় গুডউইন সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া সহর দেখিতে বাহির হইলেন। 'চেরিং ক্রস'এ কিগেন পলের (Kegen Paul) পুস্তকের দোকানে যাইবার কথাবার্ত্তা হইল। কারণ লণ্ডনে স্বামীজীর প্রথম ছাপা বইগুলি 'কিগেন পল' বাহির করিয়াছিল। বইগুলি যেমন ছাপা, তেমনি বাঁধানো। কলিকাতার বটতলাও তাহার চাইতে নীচে যায় না। যাহা হউক, সেটি প্রথম ছাপা হইয়াছিল এবং সেই পুস্তক অবশ্য কেহ পড়িতে ইচ্ছা করিত না; একটুখানি চটি বই। কিগেন পলের দোকান হইতে গুডউইন নানাস্থল ঘুরিয়া সেণ্ট জেম্স প্যালেসের (পুরানো রাজবাড়ী) দোর

দিয়া আসিতে লাগিলেন। তিনজনেই একসঙ্গে চলিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু চলিবার সময় ইংরাজদিগের যে কি আচার-পদ্ধতি আছে তাহা বিশেষ তাঁহাদের জানাশুনা ছিল না। গুডউইন উভয়ের পদবিক্ষেপের প্রতি চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Oh Swami, I cannot keep pace with you" অর্থাৎ আমি আপনাদিগের সহিত সমানভাবে পা ফেলিতে পারিতেছি না। ইংরাজদিগের চলিবার সময় সকলের পদবিক্ষেপ সমান থাকে, আগুপেছু হয় না কারণ তাহা বড় অসভ্যতার পরিচয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দের চলিবার সময় পদবিক্ষেপ সমানভাবে পড়ে না। সেইজন্য গুডউইন ঐ কথা বলিয়াছিলেন। দরজায় 'গ্রেনেডিয়ার গার্ড', অর্থাৎ যাহাদের মাথায় ভালুকের মতো চামড়ার টুপি থাকে তাহারা পাহারা দিতেছিল। হঠাৎ সিপাইয়ের সম্মুখে পড়াতে সারদানন্দ স্বামী একটু ত্রস্ত হইয়া কয়েক পদ হটিয়া আসিলেন। সেই দেখিয়া গুডউইন হাস্যকৌতুক করিয়া বলিলেন, "Oh devil, you are scared to death" অর্থাৎ একটা সিপাই দেখে যে ভয়ে ম'রে যাচ্ছিলে। তাহার পর হাইড পার্ক ও অপর অপর স্থান দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "This is our national property" অর্থাৎ আমাদের জাতের এই সম্পত্তি। চেরিং ক্রসে 'নেল্‌সন কলাম' দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "This is our national column". গুডউইনের মুখে অনবরত এই national (জাতীয়) কথাটি এমন শুনাইতে লাগিল যে, সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক উভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গুডউইন যেন বুক ফুলাইয়া কথা বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মুখে তাহা শোভা পাইতে লাগিল। আর সঙ্গী দু'জনার

জাতি নাই (nation in bondage) তাই উভয়ে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন ও প্রাণে প্রাণে প্রভেদটা খুব বুঝিতে পারিলেন। তাহার পর তিনজনে বাড়ী ফিরিলেন।

ফক্স পূর্ব্ব হইতেই আসিয়া বসিয়াছিল। স্বামীজী উপরকার রে কোন অভ্যাগতের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেখানে তখন যাওয়া নিষিদ্ধ। তিনি পূর্ব্বেই আহার করিয়া লইয়াছিলেন। ত্বটি ভাত এবং ওলন্দা-কড়ায়ের মটর-ডাল হইয়াছিল। ডালেতে একটু কারি-পাউডার ও নুন দিয়া সিদ্ধ করিয়া একটু মাখন দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক, ডাল ভাত একটু, আর একটু রুটি ও আলুর তরকারি লইয়া খাইতে বসিলেন—গুডউইনের মটর-ডাল খাইয়া মহা আহ্লাদ। মটর-ডালে একটু ঘি পড়েছিল, তাহাতে ত্ব'চামচ ভাত দিয়া মুখে খুব ভাল লেগেছিল। গুডউইন আহ্লাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি এ-রকম জিনিস খাইয়া সারা জীবন থাকিতে পারি ; আহা কি স্থন্দর জিনিস !" সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক একটু মিটকি মিটকি হাসিতে লাগিলেন কারণ—হায় রে কপাল, এখানেও মটর-ডাল সিদ্ধ !

ওলন্দাশুটির ডাল খাওয়া।

আহারান্তে সকলে বসিয়া আছেন এমন সময় মিস্ জন্সন নামে একটি স্ত্রীলোক আসিলেন। উপরকার ঘরে স্বামীজী কাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন সেইজন্য তিনি নীচে বসিয়া রহিলেন এবং সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখকের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকটির বয়স ৪২।৪৩ বৎসর হইবে। দেখিতে কৃশ ও খর্ব্বাকৃতি। তিনি জাতিতে

মিস্ জন্সনের স্বপ্ন।

ইংরাজ হইলেও মস্কোতে জন্মিয়াছিলেন ও তথায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। বিবাহ করেন নাই ও নিজের চলিবার মতো সঙ্গতি আছে। তিনি ব্যগ্র, উৎসুক ও ভক্তিপূর্ণ ভাবে বলিতে লাগিলেন যে, একদিন তিনি মস্কোতে রাত্রে নিদ্রা যাইতেছেন,—স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আসিয়া বলিলেন, 'চ'লে এস।' তিনি দ্বিধা বা আপত্তি না করিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় লোকটির সহিত চলিতে লাগিলেন। অনেক দূর চলিয়া, মাঠ পার হইয়া সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন। ঘোর অন্ধকার রাত্রি কিন্তু সম্মুখে একটি কাঠের জাহাজ হাতে অনুভব করিলেন। সেই অন্ধকার হইতে আওয়াজ আসিল, 'এই জাহাজে ওঠ।' তিনিও সেইমতো জাহাজে উঠিলেন। "জাহাজ ছাড়িয়া দিল, পালে বাতাস লাগিল—জাহাজ নক্ষত্রবেগে ছুটিল। চারিদিকে মহাসমুদ্র, কিছুতেই দিক্-নির্ণয় হইতেছে না। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, নক্ষত্রও দেখিতে পাওয়া গেল না। ক্রমে প্রাণে শঙ্কা আসিল এবং শঙ্কা ক্রমে বিভীষিকায় পরিণত হইল। চারিদিক্ অন্ধকার, জাহাজের নায়ক কে, কয়জন আরোহী, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এইরূপ-ভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া দেখিলাম যে, জাহাজের মাস্তুল হইতে ডগা (prow) পর্য্যন্ত দড়ি লাগানো, তাহাতে একটি লণ্ঠন রহিয়াছে। হঠাৎ যেন আলোটা আসিল, আলোটা ক্ষুদ্র হইলেও প্রাণে একটু আশা হইল। দেখিলাম যে, আলোর নিকট একজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তিনি জাহাজের কাপ্তেন বা অন্য কর্ম্মচারী হয়তো হইবেন; যাহা হউক, তাঁহাকে স্পষ্ট দেখিলাম। তাঁহার চেহারার ফটো স্পষ্ট আমার প্রাণে উঠিল। লোকটি আমার দিকে চাহিয়া আমায় ভীত দেখিয়া

বলিলেন, 'ভয় নাই, অন্ধকার হইলেও জাহাজ ঠিক স্থানে গিয়া পৌঁছিবে। তোমার কোন ভয় নাই।' হঠাৎ আমার স্বপ্ন তিরোহিত হইল, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাহাজে যে লোকটিকে দেখিলাম, তিনি যে কোন্ দেশের লোক তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। স্বপ্ন আমার প্রাণে এত লাগিয়াছিল যে, রাশিয়াতে আমি অনেক স্থান দেখিয়াছি কিন্তু সেই মুখ আর দেখিতে পাই নাই। কয়েক বৎসর আমি লণ্ডনে বাস করিতেছি এবং স্থির করিলাম যে, আমার মাথার গোল হইয়াছে সেইজন্য এরূপ স্বপ্ন দেখিলাম। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে লোকপরম্পরায় শুনিলাম যে, একজন হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে বেশ বক্তৃতা করিতেছেন। আমার স্বপ্ন মিথ্যা হইবে জানিয়াও বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আসিয়া বসিলাম। খানিকক্ষণ পরে বক্তৃতা আরম্ভ হইল, আমি কথাবার্ত্তা কিছু বুঝিলাম না—স্থির বা অর্দ্ধ-নিদ্রিত হইলাম। পূর্ব্বস্মৃতি স্পষ্ট আমার মনে আসিল। জাহাজে যে মুখ, যে বর্ণ দেখিয়াছিলাম সেই মুখই এক্ষণে ঠিক দেখিলাম। আর যে কণ্ঠস্বর আমাকে আশ্বাস দিয়াছিল, স্বামীজীরও সেই কণ্ঠস্বর শুনিলাম। আমার মনে যে সন্দেহ ও যন্ত্রণা ছিল তাহা আমি বলি নাই, কিন্তু স্বামীজী বক্তৃতাকালে ঠিক সেই প্রশ্ন তুলিয়া তাহার উত্তর দিলেন। আমার মনে হইল, যেন আমাকে মনে ক'রেই তিনি উক্ত কথা বলিলেন। আমি মেয়েমানুষ, স্বামীজীর সঙ্গে কথা কহিতে ভয় করে—কিছুই বলিতে পারি নাই। তা যদি এক্ষণে সময় হয় তো একবার যাব, জানিনে কি বলিবেন।" মিস্ জন্সন এই কথা বলিতে বলিতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বুকে হাত-জোড় করিয়া রহিলেন ও চক্ষে জল আসিল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধ

হইতে লাগিল; তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল যে, তিনি কোন অলীক কথা কহিতেছেন না। তিনি অতি ভক্তিপূর্ণ ও নিষ্ঠাভাবে কথাগুলি বলিয়াছিলেন বলিয়া আমরা সকলে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়াছিলাম এবং পরে আমরা সেই বিষয় লইয়া চর্চ্চা করিতে লাগিলাম।

মিস্ জন্সন উপরে চলিয়া গেলে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসরের একজন স্ত্রীলোক একটি কুকুর সঙ্গে লইয়া আসিলেন। কুকুরটির গলায় চামড়ার বিনানো দড়ি (leash) ছিল। মহিলাটি বেশ গিন্নীবান্নী ও ভাল কাপড়চোপড় পরিয়াছিলেন। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া আলমারির হাতলে কুকুরটিকে বাঁধিয়া রাখিলেন এবং কাহারও অনুমতি না লইয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন; কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী কোথা আছেন?" সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, "উপরে।" এই কথা শুনিয়া তিনি গম্ভীরভাবে উপরে উঠিতে লাগিলেন। কুকুরটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে এদিক্ ওদিক্ করিতে লাগিল। পাছে কুকুর গালচে নষ্ট করে সেইজন্য বর্ত্তমান লেখক কুকুরটাকে প্যাসেজ বা গলিতে বাঁধিতে যাইতেছিলেন, সেই দেখিয়া সারদানন্দ স্বামী বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "ওহে, ও কাজ ক'রো না; ও এক জেনারলের পরিবার, ওরা স্ত্রীপুরুষে স্বামীজীকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করে। কাজ নাই বাপু, কে বকুনি খাবে। ও যেখানকার কুকুর সেখানে থাক।"

জনৈক জেনারলের স্ত্রীর আগমন।

রাত্রে আহারের পর স্বামীজী ও স্টার্ডি পায়চারি করিতে লাগিলেন; সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক পশ্চাতে পশ্চাতে

চলিলেন। স্বামীজী স্টার্ডিকে গুডউইনের সহিত কিরূপে আলাপ হইয়াছিল সেই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামীজী বলিলেন, "আমেরিকায় প্রথম এমনি এমনি বক্তৃতা দিতুম, কেই বা লেখে আর কেই বা খবর রাখে! অবশেষে সকলে জিদ করিলেন যে, এমন সব সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, এগুলি লিখে রাখা ভাল—এজন্য সংবাদপত্রে এক দ্রুতলিপি-লেখকের প্রয়োজন বলিয়া তাঁহারা বিজ্ঞাপন দিলেন। অনেক কর্ম্মপ্রার্থী আসিল, তাহারা সকলেই আমেরিকান দেখলুম। এক ছোঁড়া ইংরেজ আমেরিকায় গিয়ে চিকাগোর প্রদর্শনী দেখে সংবাদ দেয় ও চিকাগোর বক্তৃতা নিয়ে খবরের কাগজে দিয়ে দিন চালায়। সেও কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া আসিল এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য লওয়া হইল। প্রথম প্রথম সে বৃত্তিভোগী হইয়া আসিয়াছিল; অন্যত্র থাকিত ও খাইত। সপ্তাহখানেক পরে সে আমার বড় অনুগত হইল এবং বলিল যে, 'আমি আর কিছু লইব না, আপনার সব কাজ করিব।' সেই থেকে গুডউইন আমার সঙ্গে রয়েছে। ও আমার ঢের কাজ করে, ও না থাকলে আমার বড় অসুবিধা হয়।" স্বামীজী এইরূপে গুডউইনের সুখ্যাতি করিতে থাকিলে স্টার্ডি গম্ভীর হইয়া গেল দেখিয়া স্বামীজী কথা ঘুরাইয়া লইলেন।

গুডউইন।

তাহার পর conjugal right বা স্ত্রীর কতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বামীর উপর ভরণপোষণের অধিকার থাকে, সেইসব কথা উঠিল। স্টার্ডি বলিল, "ইংরাজী আইন-মতে যদি পরস্পর ফারখত না হয় তাহ'লে স্ত্রীর যাবজ্জীবন

সন্ন্যাস ও conjugal right।

অধিকার থাকে।" স্বামীজী বলিলেন,—"হিন্দুধর্ম্মে কিন্তু পার্থক্য আছে। স্বামী যতদিন পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিবে ততদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীর অধিকার আছে, কিন্তু স্বামী যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাহ'লে স্বামীর উপর স্ত্রীর আর কোন অধিকার থাকে না", এই বলিয়া স্বামীজী সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতে লাগিলেন।

স্বামীজী মাথার সিঁথে সম্মুখদিকের মাঝখানে কাটিতেন। বর্ত্তমান লেখক মাথার বাঁ-দিকে সিঁথে কাটিতেন। স্বামীজী সেদিন হঠাৎ বাঁ-দিকে সিঁথে কাটিলেন। পরদিন প্রাতে, টেবিলে খাইতে বসিয়া পরস্পরের মাথায় দৃষ্টি পড়ায় স্বামীজী হাসিলেন কারণ সেদিন তিনি অন্যপ্রকারে চুল আঁচড়াইয়াছিলেন। আহারের পর স্টার্ডির 'নারদ-সূত্র' কিয়ৎপরিমাণে অনুবাদ করা হইল। স্টার্ডি চলিয়া গেলে স্বামীজী আপন ঘর হইতে বক্তৃতার পরিচ্ছদ, অর্থাৎ লাল রঙের জামাটা ও রেশমের কোমর-বন্ধ পরিয়া আসিলেন। রবিবারেও বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইয়াছে, ক্লাস-লেক্‌চার বেশ জমিয়াছে, লোকজনও খুব আসিতে সুরু করিয়াছে, তাই স্বামীজী বেশ প্রফুল্ল। সকালের বক্তৃতা আরম্ভ হইতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় বাকী আছে। বেলা দশটা হইয়াছে, রাস্তায় অনেক লোকজন আনাগোনা করিতেছে। ডাইনিং ঘরের রাস্তার দিকের জানলার সমস্তটা একখানা বড় কাঁচ দিয়া ঢাকা ছিল। রাস্তার লোকজন সব দেখা যাইতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া স্বামীজী একটি কৌতুকপূর্ণ গান রচনা করিলেন ঃ—

স্বামীজীর প্রাতঃকালীন আহারাদি ও রবিবারের ক্লাস।

"ছাতি হাতে, টুপি মাথায় আস্‌চে যত ছুঁড়ী,
মুখে মেখেছে তারা ময়দা ঝুড়ি ঝুড়ি।"

গানটি এমন বিদ্রূপ ও রহস্যের সহিত সুর করিলেন যে, বর্ত্তমান লেখক হাসিতে হাসিতে দরজার সম্মুখে প্যাসেজে বাহির হইয়া আসিয়া, মুখে রুমাল দিয়া হাসিতে লাগিলেন। স্বামীজী সারদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "ছাখ্, মুখে মাগীরা পাউডার মেখেছে যেন কোদাল দিয়ে চাঁচা যায়।" বর্ত্তমান লেখক পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং স্বামীজী সারদানন্দ স্বামীর সহিত হাসিঠাট্টা করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন।

স্বামীজী ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন যে, বক্তৃতার আর চার-পাঁচ মিনিট সময় বাকী আছে। স্বামীজী ও সারদানন্দ স্বামী কৌতুক করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ির ধাপের দিকে চলিলেন। বর্ত্তমান লেখকও পিছনে চলিলেন। তখনও হু'জনে অল্পবয়স্ক ক্রীড়াপ্রিয় বালকের ন্যায় পরস্পরকে কনুয়ের গুঁতা মারিতেছিলেন, ও হাসিতামাশা হইতেছিল। ক্রমেই যখন স্বামীজী এক এক সিঁড়ি উঠিতে লাগিলেন তখন তাঁহার মুখের ভাব, চক্ষুর জ্যোতি ও গলার আওয়াজ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। স্বতন্ত্র ব্যক্তি—মহাপ্রতাপশালী, সিংহবিক্রমী আর এক ব্যক্তি সহসা আবির্ভূত হইলেন। সারদানন্দ স্বামী সহসা স্বামীজীর মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে ত্রস্ত ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সেই পুরাতন পরিচিত ব্যক্তি এক্ষণে আর নাই—স্বতন্ত্র আর এক ব্যক্তি; কাহার সহিত তিনি চপলতা করিতেছিলেন। সারদানন্দ স্বামী চার-পাঁচ পইঠে উঠিয়া স্থির হইয়া কাঠের পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বামীজী গম্ভীরভাবে পদবিক্ষেপ করিয়া একলাই উঠিতে লাগিলেন। স্বামীজী উপরে উঠিয়া গেলে সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক

ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলেন, এবং উভয়ে ভাবিতে লাগিলেন, এ যে পূর্ব্ব দেহের ভিতর এক নূতন জিনিস দেখিলাম!

উপরকার লেক্‌চার-হলে অনেক লোক বসিয়াছেন এবং তখনও অনেক লোক আসিতেছিলেন। স্বামীজী যাইয়া নিজের স্থানে দাঁড়াইলেন। গুডউইনও নিজের টেবিলের ধারে কাগজপত্র লইয়া স্থির হইয়া রহিলেন। সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক তেতলার ধাপেতে একটু একটু করিয়া উঠিতে লাগিলেন। ফক্স নীচেকার ধাপে বসিয়াছিলেন, পরে পিছু হটিয়া একটু একটু করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বক্তৃতা আরম্ভ হইল। গম্ভীর তরঙ্গায়মান স্পষ্ট স্পষ্ট শব্দ,—কণ্ঠধ্বনি বাহির হইতে লাগিল। ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কাহারও মাথা নাড়িবার বা হাত নাড়িবার ক্ষমতা রহিল না। ঘরে অপর কোন লোকজন আছে কিনা তখন বোঝা যাইত না। কেবলমাত্র স্বামীজীর গম্ভীর, নাদপূর্ণ-শব্দ কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে লাগিল। বক্তৃতার বক্তব্য বিষয় অনেক সময় শ্রোতারা ভুলিয়া যাইত; কেবলমাত্র সেই কণ্ঠস্বর লোকে শুনিত এবং তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া থাকিত।

আধ-ঘণ্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বক্তৃতা হইয়াছে, এমন সময় কলিকাতার সুবিখ্যাত বি. এল. গুপ্ত, তাঁহার পত্নী ও কে. জি. গুপ্ত তিনজনে বক্তৃতা-ঘরে প্রবেশ করিলেন। নিজের দেশের লোক বলিয়া স্বামীজী বক্তৃতার ভিতরও তিনজনকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিকটে বসিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা তিনজনে বসিলে স্বামীজী পুনরায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। হাসপাতালের নার্সটিও যথা-সময়ে আসিয়া তাঁহার নির্দ্ধারিত স্থানে বসিয়া সমস্তই লিখিয়া

লইতে লাগিলেন। বক্তৃতা খুব জমিয়া গেল। সকলেই একমনে শুনিতে লাগিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে প্রশ্নোত্তর হইতে লাগিল। তাহার পর শ্রোতারা ধীরে ধীরে একে একে নামিয়া গেল। স্বামীজী মিঃ বি. এল. গুপ্ত, তাঁহার পত্নী ও মিঃ কে. জি. গুপ্তের সহিত বেশ সাদরে দু'চার মিনিট কথা কহিলেন। শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর জনৈক মহিলা (বোধ হয় কোন লর্ড বা ডিউকের বাড়ীর) স্বামীজীকে দুপুরবেলা খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া, নিজের গাড়ী করিয়া লইয়া গেলেন।

মিঃ বি. এল. গুপ্ত ও তাঁহার পত্নী।

কয়েকদিন পর বর্ত্তমান লেখক মিঃ বি. এল. গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। মিঃ বি. এল. গুপ্ত মহাশয়ের পত্নী তাঁহাকে অতি যত্ন করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, তিনি অন্নদা কাস্তগীরের কন্যা ও কেশববাবুর ভাগিনেয়-বধূ। গিন্নীবান্নী বাঙ্গালীর মেয়ে বিদেশে থাকিলে অপর বাঙ্গালীকে কিরূপ যত্ন-আয়ত্তি করিতে হয়, তাহা তিনি অতি সুন্দরভাবে জানিতেন ও করিতেন। অভি-মানের লেশমাত্র তাঁহার ছিল না। নিজের হাতে দুধের ছানা কাটাইয়া পান্তুয়া বা বাংলাদেশের ঐরূপ খাবার করিয়া অভ্যাগতকে খাওয়াইতেন এবং সকলের সহিত অতি যত্নসহকারে কথা কহিতেন ও তাঁহাদের খোঁজখবর লইতেন। এইরূপ দয়াবতী গিন্নীবান্নী স্ত্রীলোক হওয়া সকলের প্রশংসনীয় ও আদর্শস্থানীয়।

স্বামীজী তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তাঁহাদের বাড়ীতে কেহ যাইতেছে শুনিলে স্বামীজী তাঁহাকে স্নেহ জানাইতেন এবং কোন কথায় তাঁহার উল্লেখ উঠিলে স্বামীজী অনেক প্রশংসা

করিতেন। সম্ভবতঃ দেখাশুনা একবারের বেশী হয় নাই, কিন্তু স্বামীজী মিঃ বি. এল. গুপ্তের পত্নীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

স্বামীজী একদিন প্রায় বেলা চারটার সময় ফিরিয়া আসিলেন, এবং চায়ে দুধ না দিয়া লেবু দিয়া খাইতে লাগিলেন। সিট্রন (citron) বা গোঁড়া লেবুর মতো গোল গোল একরকম বড লেবু হয়, তাহাকে দু'ভাগ করিয়া কাটিয়া জাপানী চা'র বাটিতে চা ঢালিয়া সেই লেবুর রস ও অল্প পরিমাণে চিনি দিয়া (lump sugar) স্বামীজী ধীরে ধীরে এক বাটি চা খাইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "চা ভাল লাগে না খেতে। আর দুধ দিয়ে চা খাওয়া ঠিক নয়, উহাতে অনেক পেটের গোল হয়। আমেরিকায় অনেকে লেবু দিয়ে চা খায়, সেটা বেশ।" স্বামীজী সারদানন্দ স্বামীর প্রতি চাহিয়া পুনরায় বলিলেন, "আরে, আমেরিকানদের সব বাড়াবাড়ি। চা খাবে লেবু দিয়ে, তাতে আবার এক-চাপ বরফ দেবে। গরমিকালে তারা ice tea খুব খায়। আরে খাবে তো এইটুকু (হাত দেখাইয়া) কিন্তু থালায় নেবে এতটা। ওদের সব বেয়াড়া। শীতকালে ঘরে স্টীম পাইপ দিয়ে ব'সে থাকবে, কিন্তু জল খাবার বেলা গ্লাসে এক-চাপ বরফ দিয়ে খাবে।"

আমেরিকানদের চা খাওয়া।

এইরূপে আমেরিকার খাওয়ার বিষয় খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিল। স্বামীজী নিজের লম্বা ইজি-চেয়ারে গিয়া বসিলেন ও মাঝে মাঝে বড় পাইপে তামাক খাইতে লাগিলেন। ফক্সের পায়ের জূতার দিকে তাঁহার নজর পড়িল। জুতাটা ছিল ব্রাউন রঙের বুট এবং তাহার মুখটা ছিল ছুঁচালো। স্বামীজী

আমেরিকার কথা।

পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমেরিকায় যে জূতা পরে তার ডগা এত সরু যে, পায়ের আঙ্গুলগুলো মুড়ে থাকে, টিপে চ্যাপটা হ'য়ে যায়। প্রথম প্রথম এক অস্বস্তি ব'লে বোধ হয়।" খানিকক্ষণ পরে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমেরিকাটা যেন বিদ্যুতে পরিপূর্ণ (full of electricity)। সকলের ভিতর কি একটা উদ্যম ও উৎসাহ! আমি দেখতুম, গরীব ইটালিয়ান বা রাশিয়ানগুলো পুঁটলি ঘাড়ে নিয়ে তো ঢুকল। মানুষ দেখলে ভয় পায়, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়, ময়লা কাপড়চোপড়। মাস দুই-তিন বাদে দেখি যে, বেশ ভাল কাপড় পরেছে, বুক ফুলিয়ে গটমট ক'রে যাচ্ছে, রেস্তোরাঁয় ঢুকছে ও সকলের সঙ্গে খাচ্ছে! কোন আর ভয়ভাবনা নাই। দেশটা স্বাধীন কিনা, তাই ওদের ভিতরও স্বাধীনতা ঢুকে গেছে। আর দেখ আমেরিকায় কেউ যদি স্প্রিং-ওয়ালা বোতাম করে, অমনি সে সেটা পেটেণ্ট ক'রে নিলে ও লক্ষ লক্ষ টাকা তা থেকে পেল। একটা লোক নখ-ঘসা উকো বা কাঁচি ক'রে লক্ষ লক্ষ টাকা ক'রে নিলে। পাঁচজনের উন্নতি দেখলে নূতন লোকেরও উন্নতি করবার ইচ্ছা হয়, আশা হয়, তাই সেও চেষ্টা করে। দেশটা বিদ্যুতে ভ'রে রয়েছে। ওরা চায় নূতন কিছু করব, জগতের ভিতর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করব। আর একটি জিনিস আমেরিকায় দেখলুম। কি কর্ম্মের ইচ্ছা! কেউ কারুর ওপর নির্ভর করে না। ছেলে বাপের ওপর, বাপ ছেলের ওপর নির্ভর ক'রে থাকতে চায় না। যে যার স্বতন্ত্র হ'য়ে অর্থ রোজগার করতে চায় এবং নিজেও স্বাধীন হ'য়ে থাকতে চায়। স্বাধীনতা যে কি জিনিস সে আমেরিকায় গেলে বেশ বুঝতে পারা যায়। আমেরিকায় দেখলুম, কি বড়, কি

ছোট সকলেই কাজ করতে মহা উৎসাহী এবং সকলেই আশা ক'রে থাকে যে, সে ভবিষ্যতে ক্রোরপতি হবে এবং এমন কি প্রেসিডেণ্ট পর্য্যন্ত হবে। কর্ম্ম কর্ম্ম, আত্মবিকাশ—প্রতিবন্ধক চূর্ণবিচূর্ণ করা—স্বাধীনতা প্রকাশ করা—এই যেন আমেরিকার হাওয়াতে বইছে।" এইরূপ-ভাবে আমেরিকার কথা চলিতে লাগিল।

স্বামীজী সাতটার সময় খাইয়া লইলেন, কারণ আটটা সাড়ে-আটটার সময় বক্তৃতা আরম্ভ হইবে। গরম কাল—সূর্য্য অস্ত গিয়াছে কিন্তু তখনও বেশ আলো রহিয়াছে। ইহাকে গোধূলি বা twilight বলে। গরমিকালে সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত কি তাহারও বেশী এই আলোটা থাকে এবং প্রাতে সাড়ে চারিটার পর এইরূপ আলো হয়—যদিও সূর্য্যোদয় ছয়টা বা সেইরকম সময় হইয়া থাকে।

স্বামীজীর বক্তৃতা। (ঈশ্বর দর্শন)

স্বামীজী বক্তৃতা-ঘরে গেলেন। রাত্রির বক্তৃতাকালে পুরুষের সংখ্যা বেশী হইত। তাহার ভিতর অনেক পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিতেন। বক্তৃতা চলিতে লাগিল। শেষকালে স্বামীজী "কালা দাদার দই ছোবা"র গল্প বলিতে লাগিলেন। এই গল্পটি স্বামীজী তাঁহার মাতামহী ও প্রমাতামহীর নিকট বাল্যকালে শুনিয়াছিলেন। গল্পটি সকলেই জানেন, সেইজন্য এখানে বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু গল্পের শেষ অংশটি স্বামীজী এমন হৃদয়গ্রাহীভাবে ও নিজে এমন ব্যথিত হইয়া বলিলেন যে, সেই গল্প শুনিয়া সকলেই মোহিত হইলেন। শেষ অংশটি হইতেছে—নারদ বৈকুণ্ঠে যাইতেছিলেন; বালকের গুরুমশাই এক বৃহৎ প্রাচীন তেঁতুলগাছের

তলায় বসিয়াছিলেন। নারদকে দেখিয়া গুরুমশাই সসম্ভ্রমে চরণবন্দনা ও প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "বৈকুণ্ঠে যাইয়া নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, কত জন্ম পরে আমার নারায়ণ দর্শন হইবে?" নারদ গিয়া নারায়ণকে সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই কথা শুনিয়া নারায়ণ বলিলেন, "তেঁতুলগাছে যত পাতা আছে তত জন্ম পরে উহার নারায়ণ দর্শন হইবে।" নারদ ফিরিয়া আসিয়া তদ্রূপই গুরুমশাইকে বলিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, লোকটি এই কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত ও বিমর্ষ হইবে। কিন্তু গুরুমশাই সেই কথা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নারদ গুরুমশাইয়ের আনন্দ-নৃত্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বিলম্বে তোমার নারায়ণ দর্শন হবে, তবুও তোমার এত আনন্দ কেন?" গুরুমশাই বলিলেন, "গাছে কটা আর পাতা আছে, ও তো দুদিনে ফুরিয়ে যাবে, তাই এত আনন্দ কচ্ছি। তবুও তো আমার নারায়ণ দর্শন হবে!" নারদ লোকটির ভক্তিবিশ্বাস দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠে গেলেন এবং নারায়ণকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। সেই কথা শুনিয়া নারায়ণ বলিলেন, "ওর এত দৃঢ় ভক্তিবিশ্বাস যখন রয়েছে তখন ওকে তত দিন থাকিতেও হইবে না, দশ জন্ম পরেই ও বৈকুণ্ঠে আসিবে এবং আমার সান্নিধ্য লাভ করিবে।" স্বামীজী রাত্রির বক্তৃতাকালে এই উপাখ্যানটি এমন সুন্দরভাবে বলিয়াছিলেন যে, শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষতঃ ভক্তিপরায়ণা স্ত্রীলোকেরা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদের সকলের মনেও একটা আশা জন্মিল; সকলেই মনে করিলেন যে, তাঁহাদের মুক্তি ও ভাবদর্শন নিশ্চিত হইবে। বক্তৃতা

শেষ হইলে সকলেই স্বামীজীকে বেষ্টন করিয়া বলিলেন যে, "এমন সুন্দর কথা আর কখনও শুনি নাই। বুকে যেন একটা শান্তি এল।" সকলেই আপন আপন উল্লাস নানাভাবে প্রকাশ করিতে লাগিল। যথার্থই সেই রাত্রির বক্তৃতাটি বড় সুন্দর জমিয়াছিল। কারণ সাধারণ লোক রাজযোগের ধ্যান-ধারণা, দর্শনশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের জটিল কথা বুঝিতেন না, শুনিতে হয় তাই শুনিতেন; কিন্তু এই রাত্রে ভক্তির কথা শুনিয়া সকলেই উল্লসিত হইয়াছিলেন। স্বামীজীরও সেদিন গম্ভীর ভাব ছিল না, তিনিও ভক্তিভাবে সেদিন বিভোর ছিলেন ও মাঝে মাঝে হাসিতেছিলেন। সেদিন যেন একটা ভক্তির স্রোত চলিতে লাগিল।

স্বামীজী ও সারদানন্দ স্বামী অগ্রে নামিয়া ডাইনিং রুমে ঢুকিলেন এবং গুডউইন ও বর্ত্তমান লেখক পশ্চাতে আসিলেন। সারদানন্দ স্বামী সেদিন বক্তৃতা শুনিয়া বড়ই মোহিত হইয়াছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া বাঁ-দিকে যে কাপবোর্ড ছিল, সেখান থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এক নিঃশ্বাসে খাইলেন। স্বামীজী স্টার্ডি ও মিস্ মূলারের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "দেখছ দেখছ, এর কাজটা দেখছ? I lectured and he became thirsty." অর্থাৎ আমি বক্তৃতা করিলাম আর ওর তৃষ্ণা পাইল। সারদানন্দ স্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "তুই কি বক্তৃতা করেছিস যে তোর এত তৃষ্ণা পেল?" সারদানন্দ স্বামী কৌতুক করিয়া বলিলেন, "আরে তোমার যে বক্তৃতার ধমক তাতে তৃষ্ণা না পেয়ে থাকে কি ক'রে! এক গ্লাস নয়, তিন গ্লাসের তৃষ্ণা পেয়েছে।" কথা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন। মিস্ মূলারও বক্তৃতা শুনিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

তিনি বারে বারে বলিতে লাগিলেন, "আজ কি সুন্দর লেক্‌চার হ'ল, কি মিষ্টি কথা, কেমন সুন্দর!" স্টার্ডিও খুব সুখ্যাতি করিল। তাহার পর স্বামীজী গুডউইনকে সঙ্গে লইয়া, গায়ে কালো রঙের ক্লোক দিয়া, হাতে ছড়ি লইয়া ও মাথায় খাঁজকাটা টুপি পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পাঁচ

লণ্ডনে ক্লাস লেক্‌চার খুব জমিয়াছে এইজন্য বৈকালবেলা পাব্‌লিক লেক্‌চারের বন্দোবস্ত হইল। পিকাডিলি নামক স্থানে রয়েল ইন্‌স্টিটিউটের ওয়াটার পেণ্টিং গ্যালারিতে বাড়ীর উপরকার হল রবিবারের বক্তৃতার জন্য ভাড়া লওয়া হইল এবং সকলকে জানাইবার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। পাদরীদের কাগজে রটিল যে, ভারতবর্ষ হইতে একজন নাস্তিক ধর্ম্মপ্রচার করিতে এখানে আসিয়াছে, সে ভগবান মানে না এবং খৃষ্টানদের ধর্ম্মকে নিন্দা করে, ইত্যাদি নানাপ্রকার কুৎসা প্রচার করিল। সমস্ত সংবাদপত্রে পাদরীদের বিশেষ প্রভাব, সেইজন্য সাধারণেও সেইরূপ বুঝিল। শুক্রবার বা শনিবার সন্ধ্যা-কালে গুডউইন ছোট ছোট কাগজে নোটিস লিখিয়া প্রত্যেক সংবাদপত্রে পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত করিল। অনেক পুর্জ্জা লিখিতে হইত সেইজন্য সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক অনেক পুর্জ্জা অনুলিপি করিতেন। যথাসময়ে সেইসকল পাঠাইয়া দেওয়া হইত কিন্তু রবিবারের সংবাদপত্রে তাহার কোন উল্লেখ বাহির হইত না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইত যে, ভিতরে একটা বিদ্বেষভাব বিশেষভাবে ছিল। গুডউইনও তেমনি একগুঁয়ে; তিনি প্রত্যেক হপ্তায় যথাসময়ে পুর্জ্জা লিখিয়া সমস্ত সংবাদপত্রে পাঠাইতেন। কিন্তু চার্চ্‌ নিউজের (church news) সংবাদস্তম্ভে তাহার কোন উল্লেখ থাকিত না।

রবিবারের বক্তৃতা।

গুডউইন খবর পাইলেন যে, রিজেণ্ট পার্কের নিকট এক উচ্চ-

শ্রেণীর পাদরী গির্জ্জাতে হিন্দুভাব বা স্বামীজীর কথা লইয়া বক্তৃতা দিবেন। এই পাদরী (canon) নিজের স্ত্রী ও কন্যা লইয়া সন্ধ্যার বক্তৃতায় নিয়মিত আসিতেন ও স্বামীজীকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। সাধারণ গির্জ্জা অপেক্ষা রিজেণ্ট পার্কের গির্জ্জাতে অধিক লোক যাইত; সেই সময় উক্ত পাদরী সাধারণের নিকট অতি প্রিয় ছিলেন। পরদিন প্রাতঃ-আহারের পর গুডউইন কথা তুলিলেন যে, সারদানন্দ স্বামী, ফক্স, বর্ত্তমান লেখক ও নিজে এই চারিজনে মিলিয়া ঐ পাদরীর বক্তৃতা শুনিতে যাইবেন। স্বামীজী এই কথাতে প্রথমে সম্মত হইলেন। ফক্স সেই পাদরীর নাম উচ্চারণ করিল, 'হাউইস্'। স্বামীজী সংশোধন করিয়া বলিলেন, 'হাউয়ে'। তাহার একটু পরে গুডউইন বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলিলেন যে, সারদানন্দ স্বামীর ও বর্ত্তমান লেখকের গিয়া কাজ নাই, তাঁহার সঙ্গে ফক্স যাইলেই হইবে। কারণ তুটি ভারতবাসীকে দেখিলে অনেকেই অনুমান করিবেন যে, অদ্য স্বামীজীর বিষয় কি বলা হয় তাহাই শুনিবার জন্য ইহারা আসিয়াছে। ফক্স যাইতে পারিল না, গুডউইন একাই গেলেন। বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়া গুডউইন বলিতে লাগিলেন, "কেমন লেক্‌চার দিলেন—ব্যাক্‌টি এণ্ড ব্যাক্‌টো (ভক্তি ও ভক্ত)। পাদরী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিল যে, এই ভাবটি হইতেছে ভারতবর্ষের। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ হইতে যে স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়াছেন তিনি এই ভাবটি অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেক লোকে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া মোহিত হইয়াছেন এবং এই ভাবটি তিনি স্বামীজীর নিকট হইতে পাইয়াছেন। খৃষ্টানধর্ম্মে

পাদরীর গির্জ্জায় গুডউইন।

এই ভাবটি প্রবেশ করিলে বিশেষ শুভকর হইবে, ইত্যাদি।" গুডউইন অনেকক্ষণ ধরিয়া ব্যাকৃটি ও ব্যাকৃটো কথাটি লইয়া হাস্যকৌতুক করিতে লাগিলেন। কিন্তু লেক্‌চার শুনিয়া যে তিনি খুব খুশী হইয়াছিলেন তাহা বারংবার বলিতে লাগিলেন।

পিকাডিলিতে বক্তৃতা দিতে যাওয়া।

রবিবার বেলা চারিটার সময় সকলেই পিকাডিলিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মিস্ মূলার স্বতন্ত্র গিয়াছিলেন। পুরুষেরা সকলে বাসে (bus) গেলেন। তখন ঘোড়া দিয়া বাস টানা হইত। স্বামীজী ও স্টার্ডি বাসের ছাদের উপর একখানি বেঞ্চে বসিলেন ও কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে সিগারেট টানিতে লাগিলেন। তাহাদের পিছনে গুডউইন, সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক বসিলেন। অল্প সময়ের পর গন্তব্য স্থানে সকলে পৌঁছিলেন। ক্রমে শ্রোতৃবৃন্দ আসিতে লাগিল। কাঠের সিঁড়িতে উঠিয়া প্রথম দালানটাতে স্বামীজী দাঁড়াইয়া পরিচিত ব্যক্তিদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন,—বেশ সাদাসিদে ভাব, কোন বিশেষত্ব নাই।

বক্তৃতার স্থান হইতেছে—লম্বা একটি হল ঘর, তাহাতে চার-পাঁচ শ' লোকের স্থান হইতে পারে। গুডউইন বলিলেন যে, লেক্‌চার হইলে বড় ভিড় হইবে—সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক পূর্ব্ব হইতে যাইয়া লেক্‌চারের প্ল্যাটফর্মের নিকট একটা সোফায় (sofa) গিয়া বসিয়া থাকুক নচেৎ পরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তিনি দুজন ভারতবাসীকে লইয়া ভিতরে বসাইয়া দিলেন এবং নিজে ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। মিস্ মূলার হলের ভিতর স্থান না পাইয়া দরজার

নিকট বড় বড় ঈষৎ-হরিদ্রাবর্ণের স্ফটিকের মালা গলায় দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হল ঘরটির দেওয়ালে কয়েকখানি ছবি টাঙানো ছিল ও মেঝেটি কাঠে মোড়া ও পালিশ করা ছিল। বক্তার দাঁড়াইবার স্থানটি হলের শেষ প্রান্তে। একটি কাঠের প্ল্যাটফর্ম ও তাহার উপর টেবিল ও জলের গ্লাস। স্টার্ডি কাঠের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া যে বিষয়ে বক্তৃতা হইবে ও স্বামীজীর বিষয় দু'এক মিনিট সকলকে বলিয়া নামিয়া আসিলেন। স্বামীজী তাহার পর উঠিলেন। গুডউইন ইতিমধ্যে কোন্ বিষয় লেক্‌চার হইবে তাহা স্বামীজীর কানে কানে বলিয়া দিলেন। কারণ, কোন্ বিষয় বক্তৃতা হইবে এবং গুডউইন সাধারণের নিকট কোন্ বিষয়ের লেক্‌চারের কথা প্রচার করিয়াছেন, স্বামীজীর তাহা কিছুই স্মরণ থাকিত না। পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া বা বক্তৃতা তৈয়ারি করিয়া বলা স্বামীজীর অভ্যাস ছিল না। কথা পড়িলে উপস্থিতমতো তিনি বলিয়া যাইতেন এবং সেই সময় কোন নোট করা কাগজ সম্মুখে রাখিতেন না। তিনি উপস্থিতবক্তা ছিলেন। স্বামীজী লাল রঙের টিউনিক বা লম্বা জামাটা পরিধান করিয়াছিলেন, গলায় কলার, কিন্তু টাই ছিল না। কোমরে একটা sash বা রেশমের কোমরবন্ধ জড়ানো কিন্তু মাথায় টুপি বা পাগড়ি কিছুই নাই। তিনি প্ল্যাটফর্মে উঠিয়া দুই বাহু (একের উপর আর একটি দিয়া) বুকের উপর রাখিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর ক্ষিপ্র সিংহের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ পায়চারি করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

বক্তৃতাকালে স্বামীজীর ভাব।

যে ব্যক্তি পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে সাধারণ লোকের মতো সরলভাবে হাসিঠাট্টা ও তামাশা করিতেছিলেন, সিগারেট টানিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার ভিতর সুষুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইতে লাগিল, স্নায়ুসকল দৃঢ় ও কঠিন হইয়া উঠিল, চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল এবং দৃষ্টি মহা তেজস্বী ও আজ্ঞাপ্রদ হইয়া উঠিল। পূর্ব্বদেহ হইতে স্বতন্ত্র লোক বাহির হইল। তাহার পর বুক হইতে হাত দুটি নামাইয়া দুইপাশে রাখিলেন এবং মাঝে মাঝে অল্পভাবে দুই হাত দুলাইতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষুতে অন্তর্দৃষ্টির ভাব প্রকাশ পাইল। তিনি যেন স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহে চলিয়া গিয়াছেন এবং যেন হাওয়ার ভিতর কোন বস্তু দেখিতেছেন এইরূপ এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

তাহার পর ধীরে, স্নিগ্ধস্বরে, অল্পে অল্পে কথা নিঃসৃত হইতে লাগিল। গলার স্বর মৃদু হইলেও শেষ পর্য্যন্ত স্পষ্ট শুনা যাইত। ক্রমে যেমন ভাব গাঢ় ও নানাপ্রকার হইতে লাগিল, স্বামীজীর স্বরও সেইরূপ উচ্চ হইতে লাগিল। ক্রমেই তিনি বাম-হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অঙ্গুলিসকল কখন কুঞ্চিত বা কখন বিক্ষিপ্ত করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার পর ডান-হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং যখন ভাব অতিশয় গভীর হইতে লাগিল তখন দুই হস্ত সঞ্চালন করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল লেক্‌চার হইল। শ্রোতারা নিস্পন্দ ও নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন—যেন ঘরে কোন লোক ছিল না। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে স্বামীজী টেবিলস্থিত গেলাসের জল পান করিয়া লইলেন

এবং প্ল্যাটফর্ম হইতে নামিয়া আবার নিজের সাম্যভাব ধারণ করিলেন ও মিনিট পাঁচেক পরে সকলের সহিত মিশিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও মুখে চোখে প্রদীপ্ত তেজের ভাব রহিয়াছে। খানিকক্ষণ পরে তিনি সকলের সহিত মিষ্ট আলাপ করিয়া পুনরায় বাস গাড়ী করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ এই লেক্‌চার শুনিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা আমেরিকান ছিলেন তাঁহারা বলিলেন যে, "এই লেক্‌চার পূর্ব্বে আমেরিকায় শুনিয়াছিলাম"—কিন্তু যাঁহারা নূতন ও প্রথমবার শুনিলেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা অতি আশ্চর্য্যজনক হইয়াছিল। মিস্ জোসেফাইন ম্যাক্‌লাউডও এই লেক্‌চারে উপস্থিত ছিলেন। বাড়ীতে রাজযোগের বিষয় বক্তৃতা হইত এবং পিকাডিলিতে রবিবারে ধারাবাহিক যে-সকল বক্তৃতা হইত তাহা পরে "জ্ঞানযোগ" ও ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা ও বক্তৃতার ভাব অনুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ পুস্তক হইয়াছে।

আলুর কচুরি ও ঝাল চচ্চড়ি।

একদিন স্বামীজী ও সারদানন্দ স্বামী নীচেকার মাটির তলার ঘরে গিয়া, মাখন গলাইয়া ঘি করিয়া খানকতক আলুর পুর দেওয়া কচুরি ও বেশ ঝালঝাল চচ্চড়ি করিয়া উপরকার ডাইনিং রুমে আসিলেন। আমরা তিনজনে মিলিয়া একটু একটু খাইতে লাগিলাম। ঘরে তখন অপর কেহ ছিল না। খাইতে খাইতে সারদানন্দ স্বামী হঠাৎ বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "ওহে, মিস্ কেমিরনের জন্য একটু তুলে রেখে দাও নইলে সে বিকেলে এসে ঝগড়া করবে। তুমি একখানা রেকাবি (saucer) ক'রে একটু খাবার নিয়ে উপরকার

ঘরের আলমারির টানার ভিতর রেখে দিয়ে এস; ভুলো না, মিস্ কেমিরন এলে পরে তাকে যেন দিও।" বর্ত্তমান লেখক তদ্রূপই করিলেন। কিন্তু সেইদিন বৈকালবেলা মিস্ কেমিরন আসিলেন না; তাহার পরদিন তিনি বেলা চারিটার সময় একটি সুইস্ যুবককে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

মিস্ কেমিরনের বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ হইবে, স্টার্ডির বউয়ের মিতিন। তিনি স্বামীজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। বুকটা ভালবাসায় ভরা ছিল কিন্তু মুখটা বড় কড়া। তিনি দরজায় ঢুকিয়াই সারদানন্দ স্বামীকে শ্রদ্ধার সহিত গালি পাড়িতেন, "You Cooky Swami, Devil Swami ইত্যাদি।" মুখে যদিও গাল দিতেছেন কিন্তু রান্নাঘর হইতে শয়নঘর পর্য্যন্ত সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রান্নাঘরে জিনিসপত্তর আছে কি না, কি কি রান্না হইয়াছে, প্রত্যেক দিন খাবার জিনিস বদলাইয়া করিতে হয় ইত্যাদি বিষয় বুড়ী ঝির সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। তারপর প্রত্যেক ঘরে গিয়া পাট-শাট ঠিক হইয়াছে কি না, বিছানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কি না, সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু মুখে সর্ব্বদাই গাল দিতেছেন ও ঝঙ্কার করিতেছেন। চার-পাঁচ তলা বাড়ী, প্রত্যেক ঘরগুলি তিনি একবার ভাল করিয়া দেখিয়াশুনিয়া আসিলেন। তারপর নীচেকার ডাইনিং রুমে আসিয়া বসিলেন। যে যুবকটি সঙ্গে আসিয়াছিল সে ইতিপূর্ব্বে সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখকের সহিত বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। পরে যুবকটির পরিচয় পাওয়া গেল যে, সে সুইজারল্যাণ্ডের

মিস্ কেমিরন।

লোক এবং মিস্ কেমিরন তাহাকে পালক-পুত্রের মতো গ্রহণ করিয়াছেন।

মিস্ কেমিরন বসিয়াই কথা তুলিলেন, "তোমাদের কি রান্না হয়েছে বল। নিজেরাই সব ভাল ভাল জিনিস খাবে আর আমার জন্য কিছু রাখবে না!" এই বলিয়া তিনি চোখ মুখ মাথা নাড়িয়া ঝগড়ার ছলে সারদানন্দ স্বামীকে বলিতে লাগিলেন, "You Cooky Swami, তুমি কেবল খাবে আর খেয়ে খেয়ে মোটা হবে, আমার জন্য কিছু রাখবে না—ইত্যাদি।" সারদানন্দ স্বামী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কাল তুমি আস নাই কেন? স্বামীজী ও আমি কাল এক ভাল ইণ্ডিয়ান রান্না করেছিলুম, তাই তোমার জন্য একটু রেখেছি।" এই বলিয়া বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "ওহে, যাও উপরকার ঘর থেকে কচুরি নিয়ে এস তো!" বর্ত্তমান লেখক ত্বরিতপদে যাইয়া লইয়া আসিলেন—দুখানা কচুরি ও একটু আলু-চচ্চড়ি ছিল। মিস্ কেমিরন ও তাঁহার পোষ্যপুত্র খাইতে বসিলেন; সারদানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দিয়ে খাইতে হয়—চিনি দিয়ে, না নুন দিয়ে?" এই বলিয়া চিনি দিয়া খাইতে লাগিলেন কিন্তু ভাল লাগিল না। সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, "নুন দিয়া দেখ না!" (Try it with salt.) তারপর তাঁহারা নুন দিয়া খাইতে লাগিলেন। তারপর চামচে দিয়ে আলু-চচ্চড়ি মুখে দিয়েই মিস্ কেমিরন একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওঃ কি ভয়ঙ্কর জিনিস, গোলমরিচকে লঙ্কা দিয়ে রেঁধেছে!" (Oh, it's a horrible thing! It's poison! It's pepper seasoned with cayenne pepper.) এই বলিয়া দুই হাত দুই গালে চড়াইতে

লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সারদানন্দ স্বামীকে গাল পাড়িতে লাগিলেন। চক্ষে জল বাহির হইল এবং ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, "Oh, it is poison ! Oh, it is poison !" (অর্থাৎ ইহা বিষ, ইহা বিষ)। কিন্তু সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এমন ঘিলঙ্কা দিয়ে আলু-চচ্চড়িটা নষ্ট হ'ল।

গুডউইন স্বামীজীর কাছে সর্ব্বদা থাকেন, মন দিয়া স্বামীজীর সমস্ত কথা শুনেন এবং বেদান্ত ও রাজযোগের কথা সমস্তই লিখিয়া লন। তাঁহার ভিতর তখন বেদান্তের ভাব খুব জাগ্রত হইয়া উঠিল। একদিন প্রাতে সকলে আহার করিলে পর স্বামীজী উঠিয়া আপনার ঘরে চলিয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলেও চলিয়া গেলেন।

বুড়ী ঝি ও গুডউইনের ঝগড়া।

বুড়ী ঝি আসিয়া খাবার বাসনগুলি তুলিতে লাগিল। সকলের সহিত ঝগড়া করা গুডউইনের অভ্যাস, বিশেষ তখন স্বামীজী ঘরে ছিলেন না, আরও সুবিধা পাইলেন। তখন বুড়ী ঝির সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। বুড়ী ঝি একখানা বড় ট্রেতে থালা, চায়ের বাটি সব সাজিয়ে খানিকটা তুলেছে এমন সময় গুডউইন হঠাৎ তাহাকে বলিলেন, "বুড়ী তুমি খৃষ্টান, তাই নরকে যাবে।" (Mrs., you are a Christian, you shall go to hell.) এই কথা শুনিয়া বুড়ী তো রাগিয়া ট্রেখানি আবার টেবিলে রাখিয়া গুডউইনকে জবাব দিল, "তুমি বিধর্ম্মী, তুমিই নরকে যাবে। আমি স্বর্গে যাব।" (You are a heathen, you shall go to hell. I am a Christian, I shall go to heaven.) এক্ষণে গুডউইন ঝগড়া করিবার একটা ছুতা পাইলেন তাই পুনরায় বুড়ী

ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "But, Mrs., what is your heaven ?" অর্থাৎ তুমি স্বর্গ কাহাকে বল? বুড়ী ঝি মহা ফাঁপরে পড়িল। সে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দুই হস্তে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অনেকক্ষণ ভাবিয়া বুদ্ধিটা স্থির করিয়া বলিল, "Plenty to eat and drink and noo liber (no labour)." গুডউইন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "And what shall you drink there ?" বুড়ী ঝি অনেকক্ষণ ভেবে, চোখ মিটমিট ক'রে কুঁতিয়ে বলল, "Of course, champagne" অর্থাৎ শ্যাম্পেন হচ্ছে কি না বড়মানুষদের ভাল করিয়া খাওয়াদাওয়ার পর বিশেষ পানীয়। এই বুড়ী ঝিকে সমস্ত কাজ করিতে হইত তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, খাটুনির হাত হ'তে নিস্তার পেলে আর শ্যাম্পেন মদ পেলেই তার স্বর্গলাভ হ'ল। গুডউইন তো এই ছুতা পাইয়া ঝগড়া সুরু করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "দেখছ দেখছ, এই খৃষ্টানগুলোর স্বর্গের ধারণা দেখছ! খৃষ্টানধর্ম্মটা একেবারে গেছে, এটা আর জগতে চলবে না।" এই কথা শুনিয়া বুড়ী ঝি বাসন-গুলি লইয়া রাগিয়া চলিয়া গেল।

স্বামীজীর প্রতি বুড়ী ঝির শ্রদ্ধা।

স্বামীজীর থুথু ফেলার খুব অভ্যাস ছিল তাই তিনি আতশীখানার ফেণ্ডারে (fender) থুথু ফেলিতেন। একদিন ফেণ্ডারে থুথু ফেলা দেখিয়া বুড়ী ঝি তো খুব রাগিয়া গিয়া বর্ত্তমান লেখকের উপর মহা তম্বিতম্বা করিল। বর্ত্তমান লেখক বলিলেন যে, তিনি ফেলেন নাই—"স্বামীজী ফেলিয়াছেন, তাঁহাকে গিয়া বল না!" স্বামীজীর নাম শুনিয়াই তো বুড়ী ঝি ভড়কাইয়া গিয়া বলিতে লাগিল, "না, স্বামী একজন

খুব বড় লোক; আমি তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করি। তিনি সকলের প্রতিই খুব দয়ালু, তিনি একজন বড় প্রেমিক পুরুষ।" (No, Swami is a great man. I love him much. He is very kind to all. He is a great loving man!) ইত্যাদি। তখন বুড়ী ঝি থুথু ফেলার কথা ভুলে গেল; এবং তাহার পর থেকে ফেণ্ডারে থুথু ফেলিলে বুড়ী ঝি আর কিছু বলিত না। বুড়ী ঝি কখনও লেক্‌চার শুনিতে যাইত না, সে সর্ব্বদাই নীচেকার রান্নাঘরে থাকিত। কিন্তু বহু লোক স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত এবং সকলেই স্বামীজীকে বড় লোক বলিত—সেইসব দেখিয়া শুনিয়াই বুড়ী ঝির স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি হইয়াছিল।

একদিন স্টার্ডি দামে সস্তা পাইয়া প্রায় এক পাউণ্ড পাইপে খাবার কুচানো তামাক (thickened minced tobacco) লইয়া আসিল। তাহার ভিতর নানা রকমের তামাক ছিল। স্টার্ডি তামাক খাইত না সেইজন্য সে তামাকও চিনিত না। স্বামীজী তাঁর পাইপে একবার ক'রে তামাক ভরছেন, একবার ক'রে দেয়াশলাই দিয়ে ধরাচ্ছেন ও টানছেন। কিন্তু ধোঁয়াও বাহির হইতেছে না, সুগন্ধিও বাহির হইতেছে না। স্বামীজী ঠেসান-দেওয়া বেতের চেয়ারটিতে বসিয়া পায়ের উপর পা দিয়া এক একবার তামাক টানছেন, আবার খানিকটা পরে বিরক্ত হ'য়ে উঠে ফেণ্ডারে পাইপটা ঝেড়ে আসছেন, অর্থাৎ তামাক খেয়ে কিছুই সুখ হচ্ছে না। বারকয়েক এইরূপ করিবার পর একেবারে চটিয়া গিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে ফেণ্ডারে থুথু ফেলিতেছেন। তাহার পর গুডউইনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ছাখ্ গুডউইন,

স্বামীজীর তুখচেটে ভাবকে নিন্দা।

স্টার্ডিটা বড় দুখচেটে। সস্তায় পেয়েছে তাই খানিকটা রদ্দি তামাক এনেছে। না স্বাদ, না গন্ধ। এই তামাক তো টানা যায় না বাপু! এই তামাকগুলো ফেলে দিয়ে, যা তুই বাপু কিছু ভাল তামাক নিয়ে আয় তো। আমায় সারাদিন খাটতে হবে, লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে হবে, ভাবতে হবে; একটু তামাক খাব, তাও হবে না। এই দুখচেটের হাতে প'ড়ে আমার প্রাণটা গেল” ইত্যাদি অনেকক্ষণ বলিতে লাগিলেন। গুডউইন একটু পরে কিছু ভাল তামাক আনিয়া দিলেন।

স্বামীজীর বুকে যন্ত্রণা।

একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর স্বামীজী তাঁহার ঠেসান-দেওয়া চেয়ারখানিতে বসিয়া ভাবিতেছিলেন বা ধ্যান করিতেছিলেন। ফক্স ও বর্ত্তমান লেখক অপরদিকের দেওয়ালের নিকট পাশাপাশি দুইখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। স্বামীজী অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ যেন তাঁহার মুখে বড় কষ্টের ভাব দেখা গেল। খানিকক্ষণ পরে তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফক্সকে বলিলেন, “দেখ ফক্স, আমার প্রায় heart-fail (সন্ন্যাস রোগ) কচ্ছিল। আমার বাবা এই রোগে মারা গেছেন। বুকটায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল; এইটা আমাদের বংশের রোগ।” বর্ত্তমান লেখক এইসব কথা শুনিয়া মনে মনে বড় উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলেন, তখন আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না। কিন্তু ভবিষ্যতে তাহাই হইয়াছিল। যাহা হউক, সেইদিন স্বামীজীর মুখে বড় যন্ত্রণার ভাব দেখা গিয়াছিল।

একদিন সকালবেলা আহারের পর স্বামীজী ও স্টার্ডি বাহির হইয়া গেলেন। বেলা প্রায় তিনটা সাড়ে-তিনটার সময় ফিরিয়া

আসিয়া বলিলেন যে, তিনি ফটো তুলাইতে গিয়াছিলেন। তিন-চার দিন বাদে এক প্যাকেট ফটো আসিল। প্রত্যেক ফটোখানি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। কোনখানি একটি প্রাচীন লোকের, কোনখানি মহা তেজস্বী যুবকের, কোনখানি বা স্ফূর্ত্তিবাজ অল্পবয়স্ক যুবকের। কিন্তু স্থিরমনে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি একই কাপড় পরিধান করিয়া, একই চেয়ারে বসিয়া সকল ফটোগুলি তুলাইয়াছেন; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তোলা হয় নাই। স্বামীজীর মনের ভাব যেমন যেমন পরিবর্ত্তিত হইত, তাঁহার মুখের ভাবও তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। ইচ্ছামতো মুখের স্নায়ুসকলকে তিনি নানাভাবে পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন এবং এক এক ভাবে, এক এক লোক হইতেন। ইহাই তাঁহার এক আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। তাঁহার ভাব অনুযায়ী দেহের পরিবর্ত্তন হইত।

গুজরাটী যুবক দেশাই।

দেশাই নামক জনৈক গুজরাটী যুবক প্রায়ই স্বামীজীর নিকট আসিতেন। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতয় কবিতা লিখিয়া আনিয়া স্বামীজীকে শুনাইতেন। তাঁহার কবিতা দেখিয়া স্বামীজী দেশাইকে বলিলেন, "যে কাজ করতে এসেছ সেই কাজ মন দিয়া করগে যাও। সংস্কৃতয় কবিতা লিখবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে আসবার কোন দরকার ছিল না; ও তো বাড়ীতে ব'সেই হ'ত" ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আর দু'একটি গুজরাটী যুবকও স্বামীজীর কাছে আসিত।

দেশাই একদিন বলিলেন, "স্বামীজী, আপনি তো রাজযোগের লেক্‌চার দিয়া থাকেন, হঠযোগের লেক্‌চার দেন না কেন?" দেশাইয়ের সঙ্গে স্বামীজীর হিন্দীতে কথা হইতে লাগিল। স্বামীজী

বলিতে লাগিলেন, "ওহে বাপু, এই সাধুগিরি ক'রে পথে ঘুরে ঘুরে, এতেই অন্ন জুটত না। তারপর আবার হঠযোগ। হঠযোগে নিয়মিত আহার করতে হয়, গায়ে কম্বল ফ্লানেল মুড়ি দিয়ে থাকতে হয়। এ তো অনেক হাঙ্গামার কথা। যাদের ভাল আহারের সংস্থান আছে, অন্যদিকে বিশেষ মন যায় না, ব'সে ব'সে বেশ ক'রে শরীরটি তোয়াজ করছে তাদেরই হঠযোগ হ'তে পারে।" দেশাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, হঠযোগে কি মনের উন্নতি হয় না?" স্বামীজী বলিলেন, "মনের উন্নতি ও মনের সঙ্গে যে ব্যাপার সেইটাকে রাজযোগ বলে। হঠযোগে শুধু দেহটা ঠিক থাকে। বহু বৎসর ধ'রে দেহটা রাখা যায়। মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবারে বাবা হরিদাস নামে এক সাধু ছিল। সে হঠযোগী ছিল। সে একদিন হঠযোগের ক্রিয়া দেখাল। সে প্রথমে স্থির হ'য়ে বসল। তখন তাকে একটা সিন্দুকে পুরে শিকল দিয়ে সেটা বাঁধলে। তারপর সেটা সিলমোহর করলে। সিন্দুকটা মাটিতে পুঁতে তার উপর গম লাগিয়ে দিল। গম পাকল, তখন গম কাটল; অন্ততঃ পাঁচ-ছয় মাস হবে তো! চারিদিকে সেপাই পাহারা রইল। তারপর সিন্দুকটা তুলে জড়ানো শিকলগুলি খুললে। সিন্দুকটা খুলে দেখে, বাবা হরিদাস তার মধ্যে স্থির হ'য়ে রয়েছে, শুধু ব্রহ্মতলার কাছটা একটু গরম। তখন তার শিষ্যরা অনেক গাছ-গাছড়ার রস নিয়ে পিঠে মালিস ক'রে তার জ্ঞান ফিরিয়ে নিয়ে এল। মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাকে অনেক অর্থ দিতে চাইলেন কিন্তু সে কিছুই নিলে না। শেষ-জীবনটা তার বড় ভাল ছিল না। হঠযোগে

হঠযোগ ও রাজযোগ।

মনের কোন উন্নতি হয় না, শুধু দেহটা নিয়েই নাড়াচাড়া করে। মনের ব্যাপারে রাজযোগই একমাত্র পথ” ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন।

ফক্স স্বামীজীর প্রতিভা দর্শনে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, কোন তর্ক উঠিলে সে স্বামীজীকে প্রামাণ্য বলিয়া উল্লেখ করিত।

স্বামীজীর প্রতি ফক্সের শ্রদ্ধা।

ইতিহাসের কথা উঠায় ফক্স বলিল যে, স্বামীজী বলেন, “The French are the Persians of Europe” অর্থাৎ এসিয়াতে পূর্ব্বে পারস্যবাসীরা যেরূপ ভোগবিলাসিতা করিয়াছিল, সেইরূপ ইউরোপে ফরাসী জাতিরা ভোগবিলাসে মাতিয়াছে। ফরাসীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এত মাতিয়া গিয়াছে যে, তাহারা সাধারণ চিত্র ত্যাগ করিয়া বিবস্ত্র (naked) চিত্র অঙ্কন করিতেছে। ফক্সের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী একদিন বলিলেন, “পায়জামা বা tailoring (dress) ইত্যাদি প্রথম পারস্যরা করিয়াছিল। পারস্যদের নিকট হইতে অপর জাত গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ফরাসীদের সৌষ্ঠব ইউরোপের অপর জাতি গ্রহণ করিতেছে।” এইরূপে উভয় জাতির সৌসাদৃশ্য দেখাইতে লাগিলেন। স্বামীজীর সহিত ফক্সের অনেক ইতিহাসের কথা হইত। স্বামীজী এক সময় বলিলেন, “মেগাস্থিনিসের সময় ভারতবর্ষের লোকেরা বেশ ফরসা ছিল। মেগাস্থিনিস হচ্ছে চন্দ্রগুপ্তের সময়কার লোক। কিন্তু তাহার পর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য হওয়ায় তাতার ও অপর জাতির সহিত ভারতবর্ষের লোকের রক্ত-সংমিশ্রণ হয়, তাতেই জাতটা কালো হ'য়ে গেছে। এই রক্ত-সংমিশ্রণ হওয়ায় জাতটার মস্তিষ্কশক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস

হ'য়ে গেছে" ইত্যাদি। স্বামীজী ইতিহাসের বিষয় যখন কথা তুলিতেন তখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বহু বিষয় বলিতেন।

একদিন রোম সম্রাট্ ভাইটালিয়াসের (Aulus Vitellius, 15 to 69 A. D.) কথা উঠিল। গিবনের রোমান ইতিহাসে উল্লিখিত আছে যে, ভাইটালিয়াস যে কয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই সময় শুধু তিনি আহারই করিয়াছিলেন। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন যে, আসাম থেকে ময়না পাখী, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে ময়ূর—এ সমস্ত রোমে যেত। ময়না পাখীর মাথার ঘি-টা তুধ দিয়ে সিদ্ধ ক'রে ভাইটালিয়াস তাহাই একটু খাইতেন। সাইবেরিয়া হইতে হোয়াইট ফক্স আনাইয়া তাহার একটু লিভার খাইতেন। লোকটার খাবার নিয়ম বিটকেল ছিল। মানুষের অজস্র অর্থ বা ক্ষমতা হইলে সে যে কি না করে তার ঠিকানা নাই, সে একটা পশু হ'য়ে যায়। এইরূপে তিনি গ্রীক, পারস্য, অ্যাসীরিয়ান ও বাবিলিয়নদের অনেক বিষয় বলিয়া যাইতে লাগিলেন যাহা চলিত-গ্রন্থে পাওয়া যায় না এবং সাধারণ পাঠকও যাহা বিশেষ জানে না। সামান্য একটি ফুল বা চিত্র উপলক্ষ্য করিয়া তিনি তদ্বিষয়ে কোন্ কোন্ জাতি কোন্ সময় কিরূপ চিন্তা করিয়াছিল, সেইসকল বিষয় অনর্গল বলিয়া যাইতেন। ফক্স মাঝে মাঝে বলিত, "আমেরিকার অনেক প্রফেসর ও পণ্ডিত স্বামীজীর সমকক্ষ নন।"

A. Vitellius.

স্বামীজী ফক্সকে মাঝে মাঝে বলিতেন, "দেখ, তোমাদের আমেরিকাটা দেখলুম; লোকগুলো টাকা টাকা ক'রে উন্মাদ হয়েছে।

জগৎ মানেই তাদের টাকা। জগতে অন্য জিনিস যে কিছু ভাববার আছে তা তাদের মোটেই হুঁশ নাই। আরে বলব কি, একবার চিকাগোর একজিবিশন দেখতে গিয়ে বড় নাগরদোলার উপর উঠা গেছে। দুটো লোকের মাথা ঠোকাঠুকি হ'য়ে গেছে—কোথায় তারা অপ্রতিভ হ'য়ে পরস্পর মাপ চাইবে তা নয়, করলে কি না বিজ্ঞাপনের কার্ড-খানি পরস্পরের হাতে দিল; এই উপলক্ষ্যে যদি কারবারের কিছু সুবিধা হয়, মাল বেচে যদি কিছু টাকা হয়। ওরা এমন কারবারী লোক। লোকগুলোর মুখে আর কোন কথা নাই, শুধু কারবারের কথা। কিন্তু যখন টাকাটা দেশে খুব জ'মে যাবে তখন মনটা উচ্চ চিন্তার দিকে যাবে; তখন ঐ দেশে বড় দার্শনিক, চিত্রকর ও গায়ক প্রভৃতির উদ্ভব হবে। আরে আমেরিকায় বড় একটা নাপতের দোকানে যাওয়া মহা বিভ্রাট! সঙ্গে একজন লোক নিয়ে যেতে হয়, তিনি হলেন জীবন্ত সার্টিফিকেট—নইলে ভদ্র দোকানের নাপতেরা মলিন বর্ণের লোককে কামাবে না। কারণ মলিন বর্ণের লোক হইলে তাহারা মিশ্রিত-নিগ্রো বলিয়া ধরিয়া লয়। সে এক মহা বিভ্রাট! বর্ণ-বিদ্বেষটা আমেরিকায় বড় প্রবল দেখেছি।"

আমেরিকায় টাকা ও বর্ণ-বিদ্বেষ।

একদিন বেলা দুইটা তিনটার সময় স্বামীজী ঘরের কোণের কাছে ঠেসান-দেওয়া চেয়ারটির উপর পায়ের উপর পা দিয়া, ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। চক্ষু দুটি মুদ্রিত—যেন কি ভাবিতেছেন। অনেকক্ষণ এইরূপভাবে স্থির হইয়া রহিলেন। ফক্স, বর্ত্তমান লেখক ও আর কয়েকজন দেওয়ালের নিকট স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। স্বামীজী হঠাৎ পায়ের উপর পা

Learned Fanatic.

দিয়া খাড়া হইয়া বসিলেন এবং গম্ভীরমুখে বলিতে লাগিলেন, "দেখ ফক্স, আমি পল ও খৃষ্টান-ধর্ম্মটার বিষয় ভাবছিলুম। দেখলুম কি জান? একটা নগণ্য ইহুদীদের ধর্ম্ম গোটাকতক জেলেমালার হাতে ছিল। সে সময় গ্রীক ও রোমান এরা তুটি প্রধান জাত। ইহুদীরা তখন পরাধীন জাত। পল সেই জেলেমালাদের ভাব-গুলির অ্যাড্ভোকেট হ'ল। Paul was a learned fanatic, সেইজন্য সে গ্রীক দর্শন ও রোমান সভ্যতাকে উল্টাইয়া ফেলিল। শুধু ধর্ম্ম ভক্তিতে কাজ চলে না, fanatic-গুলো জেতে। আমি কি জান? Paul was a learned fanatic; I am a learned fanatic, and I like to create a band of learned fanatics. দেখ, শুধু fanatic-গুলো কোন কাজের নয়, ওটা হচ্ছে brain disease, ওতে বড় অনিষ্ট করে। Learned fanatic হ'লে কাজ চলে।" এইরূপে তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ও সকলে মোহিত হইয়া শুনিতে লাগিল। এইজন্য অনেকেই বলিতেন যে, What Paul was to Jesus, Vivekananda is to Ramakrishna.

একদিন সকালবেলাকার বক্তৃতা হইয়া গেলে স্বামীজী ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা মিস্ মূলারও সঙ্গে সঙ্গে নামিতেছিলেন। পূর্ব্বে মিস্ মূলার ও সারদানন্দ স্বামীর ঝগড়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি। স্বামীজী মিস্ মূলারকে মিষ্ট ভাষায় কিছু ভৎসনা করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "We are all monomaniacs. I am a monomaniac for my preaching of Vedanta; you are a monomaniac for your whims.

The world is full of monomaniacs." অর্থাৎ আমরা সকলেই একটু মাথাপাগল। আমি আমার বেদান্ত প্রচারের জন্য এক পাগলামি ক'রে বেড়াচ্ছি আর তুমিও তোমার খেয়ালের জন্য এক পাগলামি কর। জগৎটা পাগলায় পরিপূর্ণ। সারদানন্দ স্বামীর সহিত ঝগড়ার কথা উল্লেখ করিয়া স্বামীজী এই কথা বলিলেন।

বুড়ী ঝি যাহা রাঁধিত মিস্ মূলারের তাহা খাইতে ভাল লাগিত না। একদিন বিকালবেলা রাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, এইরকম রান্না আর খাওয়া যায় না, ইত্যাদি বলিয়া কতক্ষণ গজগজ করিতে লাগিলেন। তারপর নিজে ভাল পোষাক পরিয়া তাঁহার আত্মীয়ের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। স্টার্ডি সেদিন ছিল না। স্বামীজী বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আর পারি নি বাপু, কেবল কোঁদল, কোঁদল! পান থেকে চুন খসলেই বুড়ী টং হ'য়ে যায়। যাক, দিনকতক ওর আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে থাকুক। দিনকতক খেয়ে দেয়ে কিছু ঠাণ্ডা হ'য়ে আসবে।" তারপর স্বামীজী, সারদানন্দ স্বামী, গুডউইন ও বর্ত্তমান লেখক আহার করিতে বসিলেন। স্বামীজী দু'চার চামচ খাইয়াছেন এমন সময় গুডউইনকে বলিলেন, "গুডউইন, ডায়েরিটা দেখ তো আজ কোন এনগেজমেণ্ট আছে কি না?" গুডউইন তাড়াতাড়ি করিয়া ডায়েরিটা খুলিয়া দেখিলেন যে, ঠিক সেই সময় পার্ক লেনে এক ডিউকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। স্বামীজী ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন যে, নির্দ্ধারিত সময়ের আর মিনিট দশেক বাকী আছে। তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। সকলেই আহার ত্যাগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যে কাপড় বদলাইতে হইবে, জুতা বদলাইতে হইবে, গাড়ী ডাকিতে

হইবে এবং সেখানে পৌঁছিতে হইবে। স্বামীজী তো তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া শার্ট, কলার, ভেস্ট ইত্যাদি পরিলেন। যে জুতা পায়ে ছিল তাহা ছাড়িয়া বুট জুতা পরিলেন। কিন্তু এত চঞ্চল হইয়াছিলেন যে বুটের ফিতা বাঁধিতে পারিতেছিলেন না, এবং ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, "কি হবে রে গুডউইন? আমি যে পাচ্ছি না, তুই সব ঠিক ক'রে দে।" গুডউইন তাড়াতাড়ি করিয়া বুটের ফিতাটা বাঁধিয়া দিলেন। এমন সময় স্বামীজী বলিলেন, "ওরে, মাথার টুপিটা আনতে ভুলে গেছি।"

গুডউইনের সেবাপরায়ণতা।

গুডউইন দৌড়াইয়া গিয়া টুপিটা লইয়া আসিলেন। আবার খানিকক্ষণ পরে স্বামীজী বলিলেন, "ওরে, ছড়িটা আনতে ভুলে গেছি।" গুডউইন তাড়াতাড়ি গিয়া আবার ছড়িটা লইয়া আসিলেন। আবার বলিলেন, "সিগারেট দে।" গুডউইন নিজের পকেট হইতে তামাক ও কাগজ বাহির করিয়া অভ্যাসবশতঃ নিজের মুখের কাছে লইয়া গেলেন। জিবের লালা দিয়া কাগজটা আঁটিতে চেষ্টা করিতেছেন এমন সময় স্বামীজী বলিলেন, "ওরে, থুথু দিস নি, থুথু দিলে ব্যামো হয়, অমনি দে।" গুডউইন অপ্রস্তুত হইয়া সিগারেটটা স্বামীজীর হাতে দিলেন। স্বামীজী নিজে জিবের লালা দিয়া সিগারেটটা পাকাইয়া মুখে দিলেন ও গুডউইন পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া কাঠি জ্বালাইয়া আগাইয়া দিলেন। স্বামীজী দু'এক টান টানিয়া বলিলেন, "ওরে, একটা গাড়ী ডেকে দে।" গুডউইন দৌড়াইয়া গিয়া একটা হ্যান্‌সাম গাড়ী ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। সময় মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী আছে। গাড়োয়ানকে পার্ক লেনের

বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিয়া বলিলেন যে, "তোমার যা ভাড়া তা তুমি পাবে, আর তুমি ঠিক সময় পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে বকশিশ পাবে। তুমি গাড়ী উড়াইয়া লইয়া যাও।" এমন সময় স্বামীজী পকেটে হাত দিয়া বলিলেন, "ও গুডউইন, পকেটে যে কিছু নেই।" গুডউইন তখন আবার পাঁচ পাউণ্ড আনিয়া দিলেন।

এই সমস্ত ঘটনা ঘটিতে ছু'তিন মিনিট লাগিয়াছিল। গুডউইন এই অল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ করিয়াছিলেন; যেন চরকির কলের মতো ঘুরিয়াছিলেন। স্বামীজী চলিয়া যাইবার পর পুনরায় সকলে আহার করিতে বসিলেন। গুডউইন ছু'এক চামচ মটর-ডাল খাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কি সুস্বাদু জিনিস! কি সুন্দর জিনিস! আমি ইহা খাইয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিতে পারি", এই বলিয়া নানাপ্রকার মুখভঙ্গী ও মস্তকসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক গুডউইনের ভাব দেখিয়া মৃছু মৃছু হাসিতে লাগিলেন।

সেদিন স্বামীজীর আসিতে রাত্রি হইয়াছিল। সকলে শয়ন করিবার পর তিনি ফিরিয়াছিলেন, সেইজন্য বেলা পর্য্যন্ত একটু নিদ্রা গিয়াছিলেন। সকলের প্রাতর্ভোজন হইয়া গেলে পর, স্বামীজী ড্রেসিং গাউন পরিয়া আহার করিতে লাগিলেন। আহার হইয়া যাইবার পর, তিনি নিজের চেয়ারখানিতে বসিয়া একটু তামাক খাইতে লাগিলেন। সেদিন মনটা বেশ প্রফুল্ল। সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক দেওয়ালের নিকট বসিয়া আছেন। স্বামীজী কখনও চেয়ারে বসিতেছেন, কখনও বা টেবিলের দিকে পায়চারি করিতেছেন।

স্বামীজী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে সারদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "ওরে শরৎ দেখলি তো, তোর কলকাতার ঢের হোমড়াচোমড়া লোক যারা এখানে আসে, তাদের কিন্তু কেউ পোছে না। ডিউকরা কি তাদের সঙ্গে খায় রে? অনেক সুপারিশ নিয়ে গেলে তবে তাদের সঙ্গে দেখা করে। আর ত্যাখ্, আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে খাওয়াচ্ছে। আমি হচ্ছি teacher class (শিক্ষক), তাই আমাকে সম্মান করে। আমি ইংরাজগুলোর মতো ধনী, মানী, জ্ঞানী—সবার মাথায় পা দিয়ে চলি। আর দেখছিস তো, এরা জুজুবুড়ি হ'য়ে আমার সম্মুখে থাকে। এদের হাড়ে হাড়ে বেদান্ত ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। এখন থেকে এরা ইণ্ডিয়াকে অন্য চক্ষে দেখবে, সম্মান ক'রে ইণ্ডিয়ার কথা শুনবে" এই বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বেলা দেড়টা দুটার সময় স্বামীজী ফক্সকে বলিলেন, "দুর্, রোজ রোজ একঘেয়ে খাওয়া যায় না। চল, দুজনে গিয়ে একটা হোটেলে খেয়ে আসি" এই বলিয়া দুজনে বাহিরে খাইতে চলিয়া গেলেন।

স্বামীজী ও ভারতবর্ষ।

গরমকাল—একটা বাক্স ক'রে আম আসিল। মিস্ মূলারকে ভারতবর্ষ হইতে কে একজন বাক্স ক'রে আম পাঠিয়ে দিয়েছে। বাক্সের গায়ে হাওয়া যাইবার জন্য ফুটো ফুটো দাগ ক'রে দিয়েছে এবং প্রত্যেক আমটি কাগজে মুড়ে থাকে থাকে বাক্সের ভিতর সাজিয়েছে। আসিতে প্রায় মাসাবধি হইয়াছে, এইজন্য আমগুলি তুবড়ে তুবড়ে গিয়েছে; তেমন আর স্বাদ নাই। স্বামীজী গুডউইনকে বলিলেন, "গুডউইন, খানিকটা বরফ এনে আমগুলোকে ভিজিয়ে দাও তো, তাহ'লে আমটার

আম খাওয়া।

কিছু স্বাদ হবে।" গুডউইন তাড়াতাড়ি করিয়া মাছের দোকান হইতে বরফ আনিলেন। লণ্ডনে মাছ প'চে যায়, সেইজন্য অতিশয় যত্ন করিয়া মাছে বরফ দিয়া রাখে। বরফের দোকান ভিন্ন নাই; মাছের দোকানেই বরফ পাওয়া যায় এবং দোকানগুলিও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গুডউইন বরফ আনিয়া গোটাকতক আম বরফেতে দিয়া একটা চিনামাটির বড় বাটিতে আমগুলি রাখিয়াছিলেন। আমগুলিও পরে কনকনে ঠাণ্ডা হইল এবং খাইতে কিছু ভাল হইয়াছিল। ফক্স আমেরিকাতে কখনও আম দেখে নাই। তারপর আমগুলির মাঝে আঁটি রাখিয়া তুই ধারে তুই চাকলা করিয়া কাটা হইল। কি করিয়া খাইতে হইবে ফক্স তাহা জানে না। ফক্স ছুরি, কাঁটা, চামচে দিয়া অনেক উপায় অবলম্বন করিল, কিন্তু কিছুতেই তার আম খাওয়ার সুবিধা হইল না। স্বামীজী ফক্সকে স্নেহভাবে বলিলেন, "চামচে দিয়ে কুরে কুরে খাও" (Try with your spoon, coop it out)। ফক্স তখন তদ্রূপ করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। স্বামীজী তখন গুডউইন প্রভৃতিকে ভারতবর্ষের নানা স্থানের আমের কথা বলিতে লাগিলেন। বিদেশে বসিয়া নিজের দেশের জিনিস খাওয়া যে কি আনন্দদায়ক ও প্রীতিকর তাহা সকলেই বেশ বুঝিতে পারিলেন। দেশানুরাগটা সামান্য একটা আবেগেই বাড়িয়া উঠিল।

ওয়েস্টমিন্‌স্টার অ্যাবি।

একদিন সকালবেলা গুডউইন সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখককে 'ওয়েস্টমিন্‌স্টার অ্যাবি' দেখাইতে লইয়া গেলেন। পাথরের প্রাচীন বাড়ী, অনেক জায়গায় দেখিতে অন্ধকার এবং স্থানে স্থানে পাথরে মরিচা ধরিয়াছে। তথায় বড় বড় লোকের সমাধি আছে; কাহারও

বা মেঝের সঙ্গে একভাবে মিলানো এবং উপরে পাথরের উপর বর্ণনা লেখা আছে। রাজা বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাধির জমির উপর গাঁথুনিতে ও পাথরে নানাপ্রকার কারুকার্য্য আছে। সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সমাধির নামগুলি পড়িয়া তুই হাত তুলিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। গুডউইন তাহাতে মূচকে মুচকে হাসিতে লাগিলেন। অবশেষে অভিষেক-সিংহাসনের কাছে লইয়া গেলেন। একখানা সামান্য চেয়ার (কাঠের বা পাথরের, এক্ষণে ঠিক মনে নাই) তার মাঝে একখানা পাথরের চাপ। গুডউইন টুপি খুলিয়া প্রণাম করিলেন এবং তৎসঙ্গে সারদানন্দ স্বামী আর বর্ত্তমান লেখকও প্রণাম করিলেন। তারপর William the First-এর দরবার ঘর দেখাইতে লইয়া গেলেন। গুডউইন সেখানে নিজের জাতের গৌরব করিয়া বুক ফুলাইয়া নানা কথা কহিতে লাগিলেন। সম্মুখে একখানা চামড়ার কাগজে পুরানো ভাষায় কি লেখা রহিয়াছে। গুডউইনের জাতিগত গর্ব্ব-কথা শুনিয়া সঙ্গী তুজনের একদিকে যেমন আহ্লাদ হইতে লাগিল, তেমনি অন্যদিকে নিজেদের হীন অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তুঃখ আসিতে লাগিল। তারপর তিনজনে নানাদিক্ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গুডউইন বলিলেন, "প্রত্যেক লম্বা লম্বা পাথরের টালির নীচে কাহারও না কাহারও সমাধি আছে।" অপরের মৃতদেহের উপর জূতা পায়ে দাঁড়ানো হইয়াছে, সেইজন্য সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক সঙ্কুচিত হইয়া পিছু হটিয়া আসিলেন। সেই দেখিয়া গুডউইন হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "Oh you superstitious Hindus! এতে হয়েছে কি! এখানে তো সব পাথরের নীচেই, সব মাটির

নীচেই এইরূপ অস্থি আছে। ওতে কি হয়েছে? আমরা ওসব কিছু মানি না।” যাহা হউক, এই সামান্য কথাটিতে জাতিগত ভাব বেশ প্রকাশ পাইল। সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক গুডউইনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, “ও কি কথা! আমরা মৃত ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকি।”

ডেট্রয়েটের সভা। বিশিষ্ট আমেরিকানদের মনোভাব।

একদিন প্রাতর্ভোজনের পর স্বামীজী আপনার চেয়ারে বসিয়া আছেন। গুডউইন ও বর্ত্তমান লেখক দেওয়ালের নিকট চেয়ারে বসিয়া আছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমেরিকার কথা উঠিল। গুডউইন বলিলেন, “ডেট্রয়েটে আমাদের যা সভা হয়েছিল, সে সব্বার চেয়ে বড়; প্রায় ছয় হাজার লোক-সমাগম হয়েছিল। সেদিন আপনার (স্বামীজীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) অমানুষিক শক্তিতে কথা বাহির হয়েছিল। আমি সেদিন আনন্দে পাগল হ’য়ে গিয়েছিলুম।” স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, “আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে কে কে সহায় হইবে?” গুডউইন বলিলেন, “আমেরিকায় যে বড়লোকগুলো সভায় আসত, আমি তাদের আঙ্গুলে গুনতে পারি।” স্বামীজী বলিলেন, “টেস্‌লা ও এডিসনের কি ভাব?” গুডউইন বলিলেন, “টেস্‌লা স্বপক্ষে হবে, কিন্তু এডিসনের সহিত আদায় কাঁচকলায়।” এইরূপ আমেরিকার অনেক বিশিষ্ট লোকের নাম উল্লেখ করিয়া কে কে সহায় হইবে এবং কে কে সহায় হইবে না, সেইসকল বিষয় কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। বেদান্তপ্রচার যে আমেরিকায় স্থায়ী হইবে, এই কথা গুডউইনের মুখ হইতে শুনিয়া স্বামীজী বেশ একটু উৎসাহিত ও আনন্দপূর্ণ হইলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে নাপিতের দোকান প্রায় জার্ম্মনরাই করিত। ইংরাজ নাপিতের দোকান অপেক্ষাকৃত কম ছিল। বাড়ীর চাকর অনেকেই জার্ম্মান ছিল, কারণ জার্ম্মানরা অল্প পয়সায় কাজ করিত এবং ইংরাজরা একটু বেশী পয়সা চাহিত। এইজন্য অনেকে জার্ম্মান চাকর রাখিত ও জার্ম্মান নাপিতের দোকানে যাইত। স্বামীজীর যখন মাথার চুল কাটাইবার আবশ্যক হইত তখন তিনি কোন বিশিষ্ট লোকের সহিত গিয়া চুল ছাঁটাইয়া আসিতেন। সাধারণের সেইসকল দোকানে প্রবেশ নিষেধ। সেই সমস্ত দোকান একটা রাজবাড়ীর সমান। তবে বিশিষ্ট লোক সঙ্গে যাওয়ায় স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া চুল কাটিয়া দিত।

নাপিতের দোকান।

ইংলণ্ডে ও অপর দেশে নাপিতেরা চুল দাড়ি কাটিয়া দিবে, কিন্তু কখনও নখ কাটিয়া দিবে না। হাতপায়ের নখ নিজেদের ছুরি দিয়া কাটিতে হয়। একদিন বিকালে তিনটে চারটের সময় স্বামীজীর পায়ের নখ কাটিবার ইচ্ছা হইল। নখ কাটিবার যন্ত্রের রিংটা আনিলেন ও পায়ের বুটজূতা ও মোজা খুলিয়া নখ কাটিতে বসিলেন। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "আরে, আমেরিকায় নাপিতের দোকানে যাওয়া কি ফেসাদ! কোন বিশিষ্ট লোক সঙ্গে ক'রে না নিয়ে গেলে নাপিতের দোকানে ঢুকতে দেয় না, বলে কিনা নিগ্রো বা মিশ্রিত-নিগ্রো; সে একটা মহা বিরক্তির কথা। নাপিতের দোকানে চুল কাটতে যাবে, আবার সঙ্গে সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হবে। কি দুর্গতি! ইংলণ্ডে কিন্তু সেই ভাবটা তত নয়, সকলেই সব জায়গায় যেতে পারে।

"চিকাগোতে জর্জ হেলের বাড়ীতে আছি। হাতের নখ, পায়ের নখ বড় হয়েছে। হেলের মেয়েদের কাছে একটা pen knife (পেনসিল কাটা ছুরি) চাইলুম। তারা বললে, 'কি করবেন?' আমি বললুম, 'হাতের পায়ের নখ বড় হয়েছে, কাটব।' এই তো হেলের মেয়েদের হুড়োহুড়ি লেগে গেল! মেয়েটি গালচের ওপর তো পিছন দিকে পা মুড়ে, থ্যাবড়ানি খেয়ে তো বসল। অতি সন্তর্পণে ভক্তি ক'রে পায়ের তো বুট খুললে—তারপর মোজা খুললে। তারপরে এই আর কি নখ কাটা—এই নখ কাটে তো এই নখ কাটে। কখনও পা'টা নিজের হাঁটুর ওপর রেখে ধীরে ধীরে নখ কাটছে, কখনও বা পা'টা গালচের ওপর রেখে নিজের মাথা হেঁট ক'রে হুমড়ি খেয়ে নখ চাঁচছে—সে যে কতরকম কাটোয়ারি দেখাতে লাগল! আমি তো আকণ্ঠ বন্ধনে পড়লুম, ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি। তারপর ছু'পায়ে মোজা পরিয়ে দিলে, বুট পরিয়ে দিলে ও বুটের ফিতে পরিয়ে দিলে। তারপর যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'দিন, দাম দিন। আমরা আমেরিকান, দাম না পেলে কোন কাজ করি না। নাপতের দোকানে গেলে ছু-তিন ডলার দিতে হ'ত। আমি ঘরে ব'সে নখ কেটে দিয়েছি—দিন আমাকে এক ডলার!' আমি বললুম, 'এই যে আমার পা ছুঁয়েছ এবং নখ কাটবার আধিকার পেয়েছ, এর দরুন আমাকে কি দেবে, আমাকে বল—আমায় কি প্রণামী দেবে বল? আমার পা ছোঁয়া কি যার তার সাধ্য! পোপদের পা ছুঁতে পেলে কত টাকা দিতে হয়!' উল্টে পোপের কথা শুনে মেয়েটি বললে, 'কাজও করব

স্বামীজীর নখ কাটার বিবরণ।

আবার ঘর থেকে টাকাও দেবো?' সে আর বেশী জবাব করতে না পেরে হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে অপর ঘরে চ'লে গেল।" স্বামীজী এই গল্পটি এমন স্ফূর্ত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঠিক যেন অভিনয়ের মতো দেখিতে হইয়াছিল।

ছয়

একদিন সকালবেলা বক্তৃতা শেষ হইবার পর সকলেই খুব হর্ষিত ও প্রফুল্ল। গুডউইন ও সারদানন্দ স্বামী আহ্লাদে যেন অধীর হইয়াছেন। আগন্তুক ব্যক্তিরা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইবেন। গুডউইন ও সারদানন্দ স্বামী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চাতালের উপরে আসিলেন। বর্ত্তমান লেখক পূর্ব্বেই নামিয়া আসিয়া নীচে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি উপর দিকে চাহিয়া দেখেন যে, গুডউইন ও সারদানন্দ স্বামী দুই মূর্ত্তি স্কুলের বালকের মতো খেলা করিতেছেন। গুডউইন সারদানন্দ স্বামীকে ধাক্কা দিতেছেন। গুডউইন ধাক্কা দিতে দিতে বলিতেছেন, "You cooky Swami! You devil Swami! You do not meditate but close your eyes and think of your next meal. You meditate only upon your meal." অর্থাৎ রাঁধুনি স্বামী, দুষ্ট স্বামী, তুমি ধ্যান কর না, শুধু চক্ষু দুটি বুজিয়ে খাবার কথা কেবল ভাব। সারদানন্দ স্বামীও গুডউইনকে কিছু কিছু গাল ও ধাক্কা দিতেছেন। বর্ত্তমান লেখক নীচে হইতে এই দুটি মিনসের বালকের মতো খেলা দেখিতেছেন। সেইদিন গুডউইন ও সারদানন্দ স্বামীর আহ্লাদের মাত্রা কিছু বেশী হইয়াছিল। এমন সময় স্বামীজী উপর হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহাদের ব্যাপার পিছন দিক্ হইতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "What are you doing, you two chaps?" অর্থাৎ দুটো ছোঁড়ায় কি কচ্ছিস রে? স্বামীজীর কথা শুনিয়া দু'জনে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন এবং দৌড়িয়া গিয়া নীচেকার ঘরে শান্তশিষ্ট বালকের

মতো বসিয়া রহিলেন—যেন কিছু জানেন না বা কিছু করেন নাই। স্বামীজী নীচেকার ঘরে আসিয়া গম্ভীর হইয়া অন্য কথা কহিতে লাগিলেন।

স্টার্ডি রুবার্ব্ (rhubarb) খাইতে বড় ভালবাসিতেন। ইহা একরকম ছোট ছোট নলের মতো ফাঁপা শিকড়, খাইতে টক ও মিষ্ট মিশ্রিত। ভারতবাসীর মুখে ভাল লাগে না। সেইগুলি একটি চীনেমাটির বাটির ভিতর রাখিয়া একখানি ময়দার রুটি দিয়া উনুনে গরম করে। ইহাকে টার্ট্ বলে (মাংস থাকিলে পাই বলে)। আহার করিবার সময় উপরকার রুটিখানি কাটিয়া ভিতরকার সেই শিকড়গুলি খাইতে হয়। আহার করিতে একটু টক ও মিষ্টি লাগে। স্টার্ডি এই রুবার্ব্ খাইতে বড় ভালবাসিতেন কিন্তু অপরের তাহা খাইতে ভাল লাগিত না।

রুবার্ব্।

একদিন প্রাতর্ভোজনের পর সকলে বসিয়া আছেন, এমন সময় স্টার্ডি পাঁউরুটি ও চাপাটির কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, "ময়দাকে খামিরা দিয়ে পচিয়ে পাঁউরুটি তৈয়ারি করে; ইহাতে ময়দার স্বাদ আর কিছু থাকে না। যাদের হজম-শক্তি কম তাদের পক্ষে এটা চলতে পারে; কিন্তু আমি যখন ভারতবর্ষে ছিলুম তখন চাপাটি খেতুম। চাপাটি টাটকা ময়দায় তৈরি হয়, খামিরা দিয়ে পচানো হয় না। প্রথমে দু'একদিন পেটের গোল হয়েছিল, তারপর বেশ হজম হ'তে লাগল। দেখলুম চাপাটি বেশ পুষ্টিকর আহার, loaf তদ্রূপ নয়। আমি সেইজন্য মাঝে মাঝে কোনগতিকে চাপাটি ক'রে খাই। ইংলণ্ডে চাপাটিটা চলিলে অনেকের স্বাস্থ্য ভাল হবে। যখন ভারতবর্ষে

পাঁউরুটি ও চাপাটির কথা।

ছিলুম তখন দেখতুম অতি কদর্য্যভাবে ভাত পরিবেশন করত। অতি কদর্য্যভাবে নখওয়ালা অপরিষ্কার কালো কালো আঙ্গুলগুলো ভাতের ভিতর জুবড়ে দিয়ে ভাত তুলে সকলের পাতে দিত। সেই-সবে আমার ঘৃণা হ'ত। যদি একটা চামচে বা অন্য কোনরকম জিনিস দিয়ে ভাত তুলে পাতে দেয়, তাহ'লে খেয়ে তৃপ্তি হয়। লোকগুলি বড় নোংরা।" উপস্থিত সকলে স্থির হইয়া স্টার্ডির কথা শুনিতে লাগিলেন, কেহই কোন কথা কহিলেন না।

একদিন প্রাতর্ভোজনের পর—আলমারির উপর চিনেমাটির পাত্র করিয়া কিছু ফল রহিয়াছে, তাহার ভিতর স্ট্রবেরি (strawberry) কিছু ছিল। স্ট্রবেরি আধ ইঞ্চি লম্বা পুরুষ্টু ফল, গায়ে বিনকুড়ি

স্ট্রবেরি।

বিনকুড়ি ঘামাচির মতো দানা, ভিতরে অনেকগুলি ছোট ছোট বীচি থাকে। খাইতে ঈষৎ টক ও মিষ্টি। আমাদের ভারতবাসীদের মুখে বিশেষ ভাল লাগিত না। গুডউইন তাঁহার স্বজাতির প্রত্যেক জিনিসকে ভালবাসিতেন। গুডউইন বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "Strawberry খাও, বড় সুন্দর ইংরাজী ফল, বড় ভাল জিনিস।" বর্ত্তমান লেখক অগত্যা অনিচ্ছায় দু'একটি খাইলেন, বিশেষ কিছু ভাল লাগিল না, সেইজন্য আর হাত বাড়াইলেন না। গুডউইন সেই দেখিয়া চটিয়া গিয়া বলিলেন, "অমন ক'রে কি খায়? গুঁড়ো চিনিতে জুবড়ে খেতে হয়।" বর্ত্তমান লেখক অগত্যা তাহাই করিলেন ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়রে কপাল! যে জিব আম খায় সেই জিব কিনা বুনো গুড়কামানী খাচ্ছে! গুডউইন কিন্তু চিনি দিয়া সেই স্ট্রবেরিগুলি আহ্লাদ করিয়া খাইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উইলিয়ম হোয়াইট্‌লির দোকান হইতে বেলা একটা বা দেড়টার সময় একজন চাকর আসিয়া নিত্য উৎকৃষ্ট ফল দিয়া যাইত। একদিন সে একটি আনারস দিয়া গেল। ইংলণ্ডে আনারস বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিস; বোধ হয় এক পাউণ্ড দাম হইবে। যাহা হউক, স্বামীজী আনারস দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। গুডউইন তাড়াতাড়ি ছুরি লইয়া আনারস ছাড়াইতে গেলেন, কিন্তু কোন্‌দিক্‌ হইতে বা কি প্রকারে ছাড়াইতে হয় তাহা তিনি জানেন না; সেইজন্য একটু গোলযোগ করিয়া ফেলিলেন। স্বামীজী তখন ছুরিখানা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া নিজেই ছাড়াইতে লাগিলেন। গুডউইন তখন ছাড়াইবার প্রণালী বুঝিয়া লইলেন এবং স্বামীজীর হাত হইতে ছুরিটা লইয়া নিজেই যতটা সম্ভব ছাড়াইতে লাগিলেন। স্বামীজী মুখে মুখে সব বলিয়া দিতে লাগিলেন। সব টুকরা টুকরা করিয়া গুঁড়ো চিনি দিয়া ছোট ছোট থালায় করিয়া গুডউইন সকলকে দিলেন। আনারস খাইয়া তো গুডউইনের মহা আনন্দ। ভারতবর্ষে এমন ফল যে আছে তা তাঁহার কল্পনায় ছিল না। স্বামীজী তাহার পর আনারসের কথা বলিতে লাগিলেন, "এটা চীনে ফল, ভারতবর্ষে পূর্ব্বে ছিল না; সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজ বা ডাচেরা চীন হইতে এই ফলটা নিয়ে আসে। ইহাকে Ananas বলিত, সেইটা অপভ্রংশ হ'য়ে আনারস হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এখন ইহা অপর্য্যাপ্ত জন্মায়। ভারতবর্ষের মাটি এমন উর্ব্বরা যে, অনেক বিদেশী ফলও ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।" যাহা হউক, আনারস একটু মুখে দিয়া যে কি আনন্দ হইল তাহা বলিবার নয়। দেশের ফল বলিয়া,

আনারস।

সে যেন অমৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। একেই বলে দেশের কাকের আওয়াজও মিষ্টি।

একদিন স্বামীজী দেশাইকে miracle বা আজগুবি কতরকমের হয় সেই সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "দেখ দেশাই, তান্ত্রিক সাধুরা মদ-চোয়ানো করতে জানে। কমণ্ডলু ক'রে মদ নিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় মদের গন্ধ পেয়ে লোকেরা আপত্তি করলে। তান্ত্রিক সাধু অমনি তার কেরামতি দেখাতে লাগল। খানিকটা জল নিয়ে মন্ত্র প'ড়ে, অনেক রকম অঙ্গভঙ্গী ক'রে জলটা কমণ্ডলুর মদের ভেতর ঢেলে দিলে; সেই জলটা মদের সঙ্গে মিশাতে যেন দুধের মতো হ'ল। এই আর কি! সকলে সাধুর কেরামতি দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। দেখ, মদে জল দিলে অনেকটা দুধের মতো দেখতে হ'ল। সাধুরা এইরূপ অনেক আজগুবি করে; এইসব আজগুবির জন্য আসল ধর্ম্মটা হাস্যাস্পদ হ'য়ে গেছে এবং সাধুদের প্রতি লোকেরও একটা অবিশ্বাস দাঁড়িয়েছে। দেখ, শিবাজীর এক গুরু ছিল সাধু; তাঁরই আশীর্ব্বাদে শিবাজীর উন্নতি হয়েছিল। যখন মোগলদের সঙ্গে শিবাজীর যুদ্ধ হয় তখন শিবাজীর চরেরা সাধুর মতো গেরুয়া প'রে নানা জায়গার খবর নিয়ে আসত; ভারতবর্ষে সাধুর গতিবিধির বাধা নাই। সেই থেকে এখন পর্য্যন্ত সরকার গেরুয়া-পরা লোককে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখে। এইজন্য পুলিশ গেরুয়া-পরা লোককে বড় সন্দেহ করে ও তার উপর কড়া নজর রাখে।"

দেশাইয়ের সহিত স্বামীজীর কথোপকথন।

পুনরায় স্বামীজী দেশাইকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ভারতবর্ষে

যখন রমতা সাধুর মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম তখন একবার এক গাঁয়ে এক পাঠশালার কাছে বিশ্রাম লই। সেখানে গোটাকতক ছেলে ব্যাকরণ পড়ছিল। আমি তো দূরে একটা জায়গায় ব'সে আছি; আমায় দেখে কেউ কিছু বললে না। মনে করলে যে, একটা অতিথি এসেছে, দুটো খেয়ে চ'লে যাবে, এখন ব'সে থাক্, খাওয়ার সময় দেখা যাবে। ছেলেগুলো ভুল ব্যাকরণ পড়ছিল। তাদের ভুল পড়া শুনে আমার তো কান ঝালাপালা হ'য়ে উঠল; অবশেষে আর থাকতে না পেরে তাদের ভুল সূত্রটা সংশোধন ক'রে দিই। এই আর কি, তখন দেখে কে, তখন ছেলেগুলো এসে আমায় মহা খাতির করতে লাগল এবং সেখানে থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে আরম্ভ করল। আমার তখন মনটা বড়ই খারাপ, অন্য একস্থানে চ'লে যাব, সেইজন্য আমি সেখানে দুটো খেয়েই আবার অন্যদিকে চ'লে গেলুম। দেশাই, ভারতবর্ষে আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি, সাধুদের দুটি অন্নের কি দুর্গতি। তুমি সেদিন যে হঠযোগের কথা বলেছিলে, এখন বুঝতে পারলে কিরূপ অনাহারে থাকতে হয়? রমতা সাধুর ন্যায় ঘুরে ঘুরে সমস্ত ভারতবর্ষে দেখলুম লোকগুলো কি কষ্টে, কি অনাহারেই না আছে।" এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল, হাসিমুখ চলিয়া গিয়া মহা গম্ভীর হইয়া অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে, স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন।

একদিন স্বামীজীর একখানি সংস্কৃত পুস্তকের প্রয়োজন হইল। তিনি বলিলেন, "ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় এই পুস্তকখানি খুঁজিয়াছি কিন্তু কোথাও পাই নাই।" স্টার্ডি দু'চার জায়গায়

অনুসন্ধান করিয়া "ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী" হইতে বইখানি আনিয়া দিলেন। স্বামীজী পুস্তকটি পাইয়া বড় খুশী হইলেন।

মিঃ টনি।

গুডউইন বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "টনি হচ্ছে ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীয়ান।" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "টনি হচ্ছে কলকাতার লোক, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। স্বামীজী যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্ষ্ট-ইয়ার ক্লাসে পড়েছিলেন, টনি তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন।" গুডউইন বলিলেন, "টনি তাহ'লে স্বামীজীকে চেনে।" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "টনি কলিকাতায় বড় চাকরি করিত, তবে এখানে এত ছোট কাজ করে কেন?" গুডউইন বলিলেন—"লাইব্রেরীয়ানের খুব বড় চাকরি; এখন তিনি বই লেখবার অনেক সুবিধা পাবেন।"

একদিন সকালবেলা স্বামীজী বেশ প্রফুল্ল, সকলে ঘরে বসিয়া আছেন; স্বামীজী আমেরিকার চীনের কথা নকল করিয়া বলিতে লাগিলেন, "Me Melican Chinaman. Me eat polk, me eat blandy, me eat evelything." চীনেরা 'র' স্থানে 'ল' প্রয়োগ করে, সেইজন্য brandy স্থানে blandy ও pork স্থানে polk উচ্চারণ করিয়া থাকে। স্বামীজী মুখভঙ্গী করিয়া নানাভাবে কৌতুক করিয়া সকলকে হাসাইতে লাগিলেন।

আমেরিকার চীনেদের কথা।

স্বামীজী স্টার্ডিকে এক আইরিশ চাষার গল্প বলিতে লাগিলেন। "দেখ, আমেরিকায় এক আইরিশ চাষার গল্প শুনেছিলুম। এক আইরিশ চাষা, সে কখন পূর্ব্বে গির্জ্জায় যায় নাই বা যীশুর কোন কথা শুনে নাই।

আইরিশ চাষার গল্প।

বৃদ্ধ হ'য়ে তার মনে হ'ল যে, গির্জ্জায় যেতে হবে। এক রবিবারে সে তো গির্জ্জায় গেল। গির্জ্জায় গিয়া পাদরীর মুখে সে শুনিল যে, ইহুদীরা প্রভু যীশুকে মারিয়াছে। এই শুনে তো সে রেগে টং হ'য়ে গির্জ্জে থেকে বেরিয়ে এসে দেখে যে, তার সুমুখ দিয়ে এক ইহুদী যাচ্ছে। সে ইহুদীকে দেখেই তো তাকে কিলোতে লাগল, আর ইহুদীটা ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গিয়ে মার খেতে লাগল। অবশেষে ইহুদীটি চাষাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি আমায় মারছ কেন?' চাষাটি বলিল, 'তুমি আমার প্রভু যীশুকে মেরে ফেলেছ, সেইজন্য আমি তোমায় প্রহার করছি।' ইহুদীটি সেই কথা শুনে তখন বলিল, 'সে ব্যাপার তো ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে হ'য়ে গেছে, এখন তার কি?' চাষাটি বলিল, 'সে সব কথা আমি জানি না। This is the first time I heard it (অর্থাৎ এইমাত্র আমি প্রথম শুনিলাম), সেইজন্য আমি ইহুদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করব'।" স্বামীজী "This is the first time I heard it" অতি হাস্যকৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন। গল্পটি শুনিয়া স্টার্ডি বলিলেন, "বোধ হয় চাষাটা জীবনে সেই প্রথম দিন গির্জ্জাতে গিয়াছিল।" গল্পটি শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল।

গুডউইনের জীবন-কথা। ইংরাজী ভাষা।

একদিন গুডউইন সারদানন্দ স্বামীর সহিত তাঁহার জীবনের কথা বলিতে লাগিলেন। ফ্রোম গ্রামে তাঁহাদের বাস। তাঁরা মাকু´ইস্ অফ বাথের প্রজা। তাঁহার বিধবা মা ও অবিবাহিতা দুই ভগ্নী আছে। তাহারা কোনরকম করিয়া নিজেরাই খেটে চালায়, এবং গুডউইন কখন কিছু অর্থ পাইলে মাকে পাঠাইয়া দেন। গুডউইনের

বয়স তখন ২৩।২৪ বৎসর। শর্টহ্যাণ্ড (দ্রুতলিখন) তিনি ভাল জানেন। কাজ এক জায়গায় পাওয়া যায় না, সেইজন্য কখন ইংলণ্ডে, কখন আমেরিকায়, কখন অস্ট্রেলিয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। প্রত্যেক জায়গার গ্রাম্যভাষা বেশ শিখিয়াছেন।

গুডউইন বলিতে লাগিলেন, "যে দেশে ইংরাজী ভাষা চলে সেই দেশেই ছুটেছি। কি করব, গরীব লোক, অল্পবয়স থেকে রোজগারের চেষ্টায় ঘুরতে হয়েছে। মুরুব্বি তো কেউ নেই। অনেক জায়গায় ঘুরলুম, অনেক লোকের সহিত মিশলুম—সকলেই কাজ করিয়ে নেয়, দামটা দেয়, কিন্তু বুকের ভালবাসাটা কেউ দেয় না। অবশেষে আমেরিকায় স্বামীজীর কাছে জুটলুম। এখানেই প্রাণ থেকে একটা ভালবাসা দেখতে পেলুম। তাই রোজগারপাতি হ'ক আর না হ'ক, আঁটকে তো প'ড়ে আছি। জগৎ ঘুরে অনেক লোকের সঙ্গে অনেক নামজাদা লোকের কাছে গিয়েছি, কিন্তু স্বামীজীর মতো এমন একটা উচ্চতর লোক পাই নাই। আপনার ব'লে টেনে নিতে এমন আর ছুটি দেখি না।"

গুডউইন আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার গ্রাম্যভাষা বলিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষা স্বতন্ত্র ধাঁজ নিচ্ছে।" গুডউইন বলিলেন, "ইংরাজী ভাষা একই বটে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় একটু পৃথক্ হইয়াছে; আমেরিকায় স্পষ্টই পৃথক্ দেখা যায়, ক্যানেডায়ও ঐরূপ হইয়াছে। তবে ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষা স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করিবে তার আর আশ্চর্য্য কি?" দেশের আনুষঙ্গিক নানা কারণে ভাষা কিঞ্চিৎ বদলাইয়া যায়। গুডউইন অস্ট্রেলিয়ার অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, তাহা সব বোঝা গেল

না। আমেরিকারও অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, তাহাও নূতন-নূতন ঠেকিতে লাগিল।

গুডউইন বলিলেন, "আমি অনেক দেশ ঘুরিয়াছি, শুধু ভারতবর্ষে যাই নাই। অস্ট্রেলিয়া থেকে আসবার সময় কলম্বো হ'য়ে এসেছি।" এই বলিয়া সারদানন্দ স্বামীকে হর্ষিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অস্ট্রেলিয়া হ'তে জাহাজে ক'রে আসছি, জাহাজে কোন কাজকর্ম্ম নাই। দিনই বা কাটাই কি ক'রে, রাতই বা কাটাই কি ক'রে। কি আর করি, নাচতে সুরু করলুম; অর্দ্ধেক রাত্রি এই ক'রে কাটালুম। দিনের বেলা তাস খেলে বাজী ধ'রে অনেক টাকা হেরে গেলুম। এই রকম ক'রে তবে দিন রাত কাটাই।" এই কথা শুনিয়া সারদানন্দ স্বামী বর্ত্তমান লেখককে বলিতে লাগিলেন, "গুডউইন স্বামীজীর ভক্ত হইলেও ওর ইংরাজী ভাবটা বড়ই প্রবল; ক্রিকেট, ফুটবল খেলা একটা বাতিক, জুয়াখেলা ওর একটা নেশা। ইংরাজদের যেগুলো দোষ, ওর ভিতর সবগুলি রয়েছে।" গুডউইন সারদানন্দ স্বামীর কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনাদের ভাষায় বুঝি আমার নিন্দা করছেন?" সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, "না, তোমার জুয়োখেলার কথা বলছি।"

গুডউইন বলিতে লাগিলেন, "একদিন এ্যাসল্ট এ্যাট আর্মস (Assault at arms) হবে। রাত্রে একদল ফৌজ কেল্লা দখল করবে, আর একদল ফৌজ কেল্লা রক্ষা করবে। আমরা অনেকে তো দেখতে গেলুম। রাত্রে যখন ড্রাম বাজাবে, তখন লড়াই সুরু হবে। আমরা করলুম কি, বাজী রেখে তাস খেলা সুরু করলুম। আমি তো ক্রমেই হারতে লাগলুম। এক, দুই, তিন

ক'রে চল্লিশ পাউণ্ড হারলুম। ট্রেনে ক'রে ফিরে আসবার একটা পয়সা পর্য্যন্ত নাই। একজনের কাছ থেকে ধার ক'রে তবে ট্রেনের টিকিট কিনি। বাজী রেখে খেলা যেন আমার একটা নেশা। পকেটে টাকা থাকলে নিজেকে সামলাতে পারি না। তারপর রাত্রি তু'টার সময় ড্রাম বাজল। সকলে তো তাস ছেড়ে লড়াই দেখতে গেলুম। আসল লড়াই যে রকম হয়, সেই রকমই হ'তে লাগল।"

স্বামীজী গুডউইনের জুয়া খেলায় হেরে যাবার কথা পূর্ব্বেই জানিতেন, সেইজন্য বলিতেন, "ভুল ক'রে তোর নাম রেখেছিল গুড-উইন, তোর নাম হচ্ছে ব্যাড-উইন।" গুডউইন অমনি মাথা নেড়ে, চোখ ঘুরিয়ে বলতেন, "I am not Bad-win, but I am Good-win, Good-win." স্বামীজী মৃত্ব হাসিয়া বলিতেন, "তুই হচ্ছিস জুয়াড়ে, তোর জুয়া খেলাই ধ্যেয়।"

চার্চ্চ প্যারেড।

লণ্ডনে রবিবারে অনেক স্ত্রীলোক 'হাইড পার্ক' বাগানে চার্চ্চ প্যারেড (Church parade) নামক স্থানে গিয়া সমবেত হয়। স্থানটিতে বড় বড় গাছ থাকায় একটু ছায়া আছে এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ; সেখানে অনেক চেয়ার পাতা আছে, তু'একটি পেনি দিলে বসিতে দেয়। স্ত্রীলোকদিগের ভিতর অনেকেই অবিবাহিতা—প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধার সংখ্যা অতি অল্প। ইহারা সকলেই ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক। কে কি নূতন পোষাক পরিয়াছে, কে কি নূতন জুতা বা অলঙ্কার পরিয়াছে, সাধারণকে দেখাইবার জন্য এই স্থানটিতে বড় সুযোগ। স্ত্রীলোকেরা চেয়ারে বসিয়া থাকে এবং অনতিদূরে পুরুষেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের দেখিয়া বেড়ায়।

পুরুষদিগের ভিতর যাহাদের বিবাহ করিবার ইচ্ছা, তাহারা তাহাদের ভাবী পত্নী এই অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের ভিতর হইতে পছন্দ করিয়া লয়। পরে কথাবার্ত্তা কহিয়া বিবাহ করিতে হয়। পক্ষান্তরে, ইহাকে Marriage market বা বিবাহের হাট বলে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আচারব্যবহার, সেজন্য তাহাদের বিষয় মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নয়।

মিস্ মূলার সারদানন্দ স্বামীকে সঙ্গে লইয়া একদিন চার্চ্চ প্যারেড দেখিতে যান। সারদানন্দ স্বামী তখন নূতন লণ্ডনে গিয়াছেন, তাঁহার নিকট সবই আশ্চর্য্যবৎ। তিনি ফিরিয়া আসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন যে, একটি স্ত্রীলোক এক জোড়া নূতন জুতা পরিয়াছে, জুতাটি পায়ের চেয়ে ছোট—পায়ে বিস্তর কষ্ট হইতেছে, কিন্তু জুতাটি ভাল, পাঁচজনকে দেখাইতে হইবে, সেইজন্য কষ্টস্বীকার করিয়াও জুতাটি পায়ে দিয়া রাখিয়াছে। চলিবার সময় অতি কষ্টে খুঁড়াইয়া খুঁড়াইয়া হাঁটিতেছে, তবু কিন্তু তাহার সেই জুতাটি পরা চাই, ইত্যাদি কথা নানারকম ব্যঙ্গ করিয়া সারদানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন।

একদিন বেলা তিনটা বা সাড়ে তিনটা হইবে—স্বামীজী বলিতে লাগিলেন যে, আমেরিকায় এক দম্পতি ছিল, উভয়ে চিত্রকর, দেখিতে বেঁটে বেঁটে গোলগাল শরীর। দুটিতে বন্ধুভাবে ছবি আঁকিয়া বেড়াইত। তাহারা স্বামীজীকে বড় ভক্তি করিত ও মাঝে মাঝে বাইক করিয়া আসিয়া তাহাদের যন্ত্রপাতি লইয়া উভয়ে স্বামীজীর দুই ধারে বসিত। স্বামীজী মাঝখানে বসিয়া থাকিতেন, আর তাহারা দু'জনায়

চিত্রকর দম্পতির কথা।

স্বামীজীর ছবি আঁকিতে সুরু করিত। দু'জনার জিদ হইত যে, কে কাহার চাইতে ছবি হুবহু তুলিতে পারে, এবং সেইরূপ ব্যগ্রভাবে দু'জনায় ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিত। স্বামীজী মাঝখানে আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন, আর তাহারা দু'জনে ছবি তুলিতে লাগিল। তাহাদের ছবি তোলার চেয়ে পরস্পরের প্রাধান্যের ইচ্ছাটাই বড় আনন্দ লাগিত। এই গল্পটি বলিতে বলিতে স্বামীজী খুব হাসিতেন।

আচার, বড়ি প্রভৃতি।

একদিন—কাপবোর্ডের উপর পাত্র করিয়া একটু আমতেল রয়েছে—গুডউইন আমের আচার একটু মুখে দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "What a nasty stuff !" যথার্থই তাঁহার কষ্ট হইয়াছিল। স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানকালে, কলিকাতা হইতে সান্ন্যাল মহাশয় আচার, আমতেল, ডাল, বড়ি, প্রভৃতি পাঁচরকম জিনিস স্বামীজীকে পাঠাইয়া দেন। স্বামীজী তাঁহার প্রিয় জিনিসগুলি অতি সন্তর্পণে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতেন এবং যখন রান্না করিবার ইচ্ছা হইত তখন পাঁচরকম মসলা দিয়া কিছু তরকারি রাঁধিতেন ও গুডউইনকে একটু-আধটু খাইতে দিতেন। গুডউইন তো ঝাল ও হিং দেওয়া বড়ি খাইয়া একেবারে মুখ বিটকেল করিয়া উঠিতেন ও মহা রাগিয়া বলিতেন, "এইরূপ বদ-গন্ধওয়ালা জিনিস ভারতের লোকেরা খায়!" বড়ির হিংএর গন্ধে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। জিনিসগুলির বাংলা নাম শুনিয়া গুডউইন বিকৃত শব্দ উচ্চারণ করিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া নানাভাবে নামগুলি বলিতে লাগিলেন। গুডউইন বড় নকুলে ছিলেন সেইজন্য নানাভাবে ব্যঙ্গ করিয়া সকলকে হাসাইতে লাগিলেন।

এপ্রিল বা মে মাস, তখনও সকালবেলা একটু একটু ঠাণ্ডা আছে। বর্ত্তমান লেখক নূতন গিয়াছেন, ঠাণ্ডা সহ্য করিবার তত অভ্যাস নাই, সেইজন্য চেয়ারে বসিবার সময় দুই পকেটে দুই হাত দিয়া বসিয়াছিলেন, এবং বৃদ্ধা মিস্ মূলার ঘরে ঢুকিবার সময় তাঁহাকে সম্ভাষণ করেন নাই। বর্ত্তমান লেখক তখন নবাগত ব্যক্তি, বিদেশী আচার-ব্যবহার শিখেন নাই। অনাদৃত হইয়াছেন, এইজন্য মিস্ মূলার মহা চটিয়া যাইয়া গজগজ করিয়া বকিতে লাগিলেন। স্বামীজী ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন যে, ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিবার সময়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক উপস্থিত থাকিলে, ইজেরের পকেটে হাত দিয়া বসিতে নাই, ইহাকে এদেশে অসভ্যতা বলে; হাত-দুটি হাঁটুর উপর বা অন্য কোনভাবে রাখিতে হয়, বুকেও হাত রাখিতে নাই। "মিস্ মূলার খিটখিটে, সে যখন ঘরে আসিবে তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া সম্বোধন করিও এবং কেমন আছেন এইরূপ দু'একটি কথা বলিও, যাহাতে বৃদ্ধা না রাগ করে।"

আদবকায়দা ও বিবিধ বিষয়।

লণ্ডনে ঝি বা চাকর দরজা খুলিয়া দিলে বা অপরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে একটা কথা কহিতে হয়। কিছু কথা না পাইলে, "Oh, it is a glorious day! Oh, it is a fine day!" ইত্যাদি জলবাতাসের কথা কহিতে হয়। ইংলণ্ডে রৌদ্র উঠিলে লোকেরা বড় আনন্দ করে, কারণ দেশটা মেঘলা কুয়াসা ও বৃষ্টির দেশ। রৌদ্র উঠা বড় আনন্দের জিনিস। মেঘলা কুয়াসা হইলে বলিতে হয় "It is a nasty day, it is a beastly day!" যদি খুব স্পষ্ট রৌদ্র হয় তাহ'লে বলিতে হয়

"Awfully fine day." লণ্ডনে 'ভাল' এই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইলে 'Awfully' বলিয়া আরম্ভ করে।

লণ্ডনে বাড়ীর সদর দরজা সব সময় বন্ধ থাকে। সদর দরজার বাহির দিকে একটা পিতলের বাহারি করা ডাণ্ডার মতো থাকে, সেটাকে knocker বলে এবং কপাটের গায়ে একখানা পিতলের পাত থাকে। আগন্তুক ব্যক্তি আসিয়া সেই 'নকার' দেওয়া পিতলের পাতের উপর তিনবার ঠুকিলে ভিতর হইতে ঝি বা চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া, দু'একটি জলবাতাসের কথা কহিয়া ভিতরে বসিবার ঘরে লইয়া যায়। আওয়াজ করিবার একটি নিয়মপদ্ধতি আছে। একবার টোকা মারিলে বুঝিতে হইবে ফেরিওয়ালা জিনিস-পত্তর বিক্রী করিতে আসিয়াছে, দুইবার টোকা মারিলে ডাকপিয়ন, তিনবার টোকা মারিলে কোন ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিয়াছে, এইরূপ অর্থ হয়। যতদূর স্মরণ হইতেছে, টোকা মারার বোধ হয় এইরূপ পদ্ধতিই হইবে।

হাতের ছড়ি বা ছাতি, বাহিরে একটা নল থাকে—অনেকটা ড্রেনের পাইপের মতো—তাহার ভিতর রাখিতে হয়, এদিক্ ওদিক্ রাখিতে নাই। টুপি ও ক্লোক খুলিয়া দরজার সম্মুখের গলির দেওয়ালের গায়ে আলনা বা হুকের গায়ে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হয়। রাস্তায় বেড়াইতে জুতায় কাদা ধূলা লাগিয়া থাকে, এজন্য বাহির দরজার ধাপেতে তারের জালতিওয়ালা আসনের মতো বা লোহার পাত দেওয়া একটা চৌকা-রকমের জিনিস থাকে, তাহাতে জুতার ধারগুলি ও পা বেশ পুঁছিয়া তবে সদর দরজার গলিতে ঢুকিতে হয়, কারণ তাহা না হইলে মেঝের পাতা-গালিচার উপর দাগ

পড়ে। ভারতবাসীরা প্রথম যাইলে এইরূপ আদবকায়দা শিক্ষা করিতে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়ে।

ঝিচাকরকে ডাকিতে হইলে চীৎকার করিয়া ডাকা উচিত নয়। প্রত্যেক ঘরেই একটা ক'রে হাতল আছে, সেই হাতলটার সহিত তার দিয়া রান্নাঘরে যোগ আছে এবং প্যাঁচ দেওয়া স্প্রীংএতে একটি ঘণ্টা আছে। ঘর হিসাবে ঘণ্টায় নম্বর দেওয়া আছে। হাতলটি নাড়াইলে সেই ঘরের নম্বর-অনুযায়ী রান্নাঘরের ঘণ্টাটি বাজে, তাহা হইলে ঝিচাকর ঠিক ঘরে আসিয়া হাজির হয়। তবে কোন কোন বাড়ীতে তখন ইলেকট্রিক বেল প্রচলিত হইতেছিল। এইসকল প্রথা হইল ভাল গৃহস্থ বা বড়লোকের বাড়ীর; গরীবের বাড়ীতে এত আদবকায়দা নাই। গরীব—গরীব, তাহার কাছে এত নিয়ম নাই।

নূতন যে-সব পাড়াতে বাড়ী হইতেছে, সেখানে বাড়ীর সম্মুখে একটি বাগান আছে। বাগানের ফটকের গায়ে একটা bottom বা একটা কড়া থাকে। সেই কড়া ধরিয়া টানিলে ভিরতকার ঘণ্টা বাজিয়া উঠে এবং তখন সদর দরজা খুলিয়া দেয়। এইসকল ব্যাপার হইতেছে ভিন্ন ভিন্ন পাড়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রথা, তবে মোটামুটি কিছু বলা হইল। স্বামীজী আচারপদ্ধতির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, কোন বিশেষ তিনি খুঁত রাখিতেন না, সেইজন্য তাঁহার আদবকায়দাতে সকলে বড় খুশী হইত।

একদিন স্বামীজী ডাকিলে বর্ত্তমান লেখক তাড়াতাড়ি করিয়া নীচেকার ঘরে আসিলেন এবং কাপবোর্ডে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন বেলা পাঁচটা হইবে। বর্ত্তমান লেখক বাহির

হইতে বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন এবং তখন মুখ ধুইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেইজন্য টাই (tie) খুলিতেছিলেন। গলার কলারটা চার-পাঁচ দিন ধরিয়া বদলান নাই। স্বামীজী বর্ত্তমান লেখককে দেখিয়াই বলিলেন, "টাই খুলিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিতে নাই। গলার কলারটা ময়লা হইয়া গিয়াছে, সপ্তাহে তুইবার করিয়া বদলাইবে।" বর্ত্তমান লেখক তখন টাই পরিয়া আসিলেন কিন্তু তখন কলারটা বদলানো হইল না। ভারতবর্ষে একমাসে যাহারা কাপড় বদলায় এবং যাদের কাপড়ে কোন ইস্তিরি করায় না, তাহাদের পক্ষে অমন ইস্তিরি-করা কলার সপ্তাহে একবার করিয়া বদলানো বড়ই সৌখীন ব্যাপার। তুইবার বদলানো লণ্ডনের ভদ্র-আনা। লণ্ডনে একটা প্রবাদ আছে "without collar and tie, a man is not fit to die."

স্বামীজীর পোষাক-পরিচ্ছদ।

স্বামীজী হাতের কপ ও গলার কলার খোলা রাখিতেন, পিরানের সহিত সেলাই করা নয়। এইজন্য হাতের কপটা প্রথম দিন একদিকে পরিতেন, দ্বিতীয় দিন ঘুরাইয়া পরিতেন কিন্তু তৃতীয় দিন আর সে জিনিস ব্যবহার করিতেন না। গলার কলারটা সপ্তাহে তুই-তিনবার বদলাইতেন। কিন্তু কোন স্থানে যাইতে হইলে ধোপদস্ত টাটকা ইস্তিরি করা পোষাক পরিয়া যাইতেন। আদবকেতা ও পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার বিষয়ে স্বামীজী বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন, এইজন্য আমেরিকাতে অনেকে বলিয়াছিল যে, সন্ন্যাসী হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু বড়ঘরের ছেলে—আদবকায়দা কিছুই ভুলে নাই। আদবকায়দায় নিপুণ, এটা যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল।

দাড়ি গোঁফ তিনি নিত্য কামাইতেন এবং সন্ধ্যার সময় যদি

কাহারও বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতে হইত, তাহা হইলে তিনি অনেক সময় দাড়ি গোঁফ কামাইয়া সাবান দিয়া মুখ ধুইয়া, চুলটা খুব আঁচড়াইয়া টেরি কাটিয়া কলার সার্ট বদলাইয়া তবে যাইতেন। জুতাটি ব্রাশ হইল কি না সে বিষয়েও তিনি নজর রাখিতেন।

জুতা বুরুশ।

লণ্ডনে রোজ জুতা ব্রাশ করিতে হয়। রাস্তায় যদি কাদা লাগে তাহা হইলে আবার তখনি ব্রাশ করিয়া লইতে হয়। এইরূপ প্রত্যেকদিন দুইবার তিনবার ব্রাশ করিতে হয়। ব্রাউন জুতা হইলে ব্রাউন পালিশ মাখাইতে হয়। একবার সারদানন্দ স্বামী গুডউইনের সহিত কথা কহিতে কহিতে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন white boot। গুডউইন তো এদিক্ ওদিক্ খুঁজিতে লাগিলেন, সেই দেখে সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, brown boot। তখন গুডউইন সারদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "Oh, you devil, you can't distinguish white and brown!" সারদানন্দ স্বামী তো শুনিয়া অপ্রতিভ হইয়া রহিলেন ও গুডউইন হাসিতে লাগিলেন। Day and Martin-এর জুতার কালো কালি সেই সময় খুব বিখ্যাত ছিল। কলিকাতায়ও তাহার খুব চলন হইয়াছিল।

অনেক বাড়ীতে রাত্রিতে শুইবার সময় বুট জুতাটি চাতালে রাখিয়া শুইতে হয়। ঝি সকালবেলা একটা নলওয়ালা হাতলযুক্ত টিনের টবে করিয়া গরম জল রাখিয়া যায় এবং জুতাজোড়াটি ব্রাশ করিয়া যার যার জায়গায় ঘরের দরজায় রাখিয়া যায়। অনেক জায়গায় জুতায় ব্রাশ করা ঝিয়ের কাজ।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে জুতা-ব্রাশওয়ালা আছে, তাহাদের দৃষ্টি

কেবল লোকের পায়ের জুতার দিকে। কাহার জুতাটিতে একটু কাদা লাগিয়াছে সে ঠিক দেখিতে পাইয়াছে, আর শিস দিয়া গান করিতে লাগিল—Shine your boot. ভদ্রলোক যাইলে একটা কাঠের বাক্সের উপর পা রাখে, আর মুচির ছেলেটা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ইজেরের পায়ের দিক্‌টা গুটাইয়া দিয়া তার কালি জুতায় মাখাইয়া, দুই হাতে দুটি ব্রাশ লইয়া ঘসিতে থাকে। খুব চকচকে হইয়া উঠিলে তাহার পর পুনরায় ইজেরটা নামাইয়া দিয়া, আর একখানি ব্রাশ দিয়া ইজেরটা পরিষ্কার করিয়া দেয়।

ফ্রান্সে ও তাহার উপনিবেশে যে যে সহর দেখা গিয়াছে, তথায় জুতা ব্রাশের অন্যপ্রকার প্রথা আছে। খুব উঁচু পায়াওয়ালা মখমলের গদি দেওয়া একটা চেয়ার থাকে, ভদ্রলোক গিয়া আরাম করিয়া সেই চেয়ারে বসিয়া পা-দুটি একটা বাক্সের উপর রাখিয়া দেয়, তখন তাহার জুতা ব্রাস করিয়া দেয়। লণ্ডনে রাস্তায় জুতা ব্রাস করিতে তখন দুই পেনী লাগিত। পেনীগুলি দেখিতে আগেকার ডবল পয়সার মতো, আধ পেনী এখনকার পয়সার মতো, সিকি পেনী বা ফার্দ্দিং এখনকার আধলার মতো।

একদিন সকালবেলা নীচেকার ঘরে সকলে বসিয়া আছে, স্বামীজী আমেরিকার কথা তুলিলেন। আমেরিকায় এমন সহর নাই যেখানকার ২০।৩০ হাজার লোক তাঁহাকে চেনে না। অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও হইয়াছে। অনেক চেলাও জুটিল কিন্তু সেগুলো হইল চেলা-কাঠ, সব চলিয়া গেল। "শুধু একটা গুডউইন রয়েছে, দেখছি ওটা না খেয়ে দেয়ে প'ড়ে আছে। তবে আমেরিকান ও ইংরাজ-

হুজুগে আমেরিকান।

দিগের ভিতর তফাৎ আছে। দেখছি, আমেরিকানগুলো বড় হুজুগে আর ইংরাজগুলা এখন ভিড়তে চায় না, কিন্তু এরা ডেয়ো পিঁপড়ের মতো কামড়াইয়া থাকে।" তাহার পর স্বামীজী অন্য কথা বলিতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতর্ভোজনের পর স্বামীজী তাঁহার চেয়ারখানিতে বসিয়া আছেন। নানাপ্রকার কথাবার্তা হইবার পর স্বামীজী তাঁহার নিজের কথা তুলিলেন। স্বামীজী সারদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "দেখলি তো, আমি সব পথ চেষ্টা করেছি; মাষ্টারি করবার চেষ্টা করেছি, ওকালতি করবার চেষ্টা করেছি, দেখলুম সব পথ বন্ধ। তারপর এই পথটা দেখলুম। এই পথটা আমার খুলে গেল, এতেই success হ'ল। মানুষকে সব পথ চেষ্টা করতে হয়, তাহ'লে একটা পথ খুলে যাবে, তাতেই তার সফল হবে।" তারপর পুনরায় দেশের কথা উঠিল। "হ্যাঁ রে, দেশের লোকগুলো এত শীঘ্র শীঘ্র ম'রে যায় কেন? যার কথা জিজ্ঞাসা করি, খবর নেই, সে মারা গেছে। জাতটা কি ম'রে লোপ পেয়ে যাবে না কি? আমেরিকাতে দেখতুম, ৮০।৯০ বৎসরের অনেক লোক, ৬০ বৎসরকে প্রৌঢ়ের ভিতর ধরে। আমেরিকার লোক বহুকাল বাঁচে, ইংলণ্ডের লোকগুলোও দেখি খুব বাঁচে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকগুলো ম'রে যায়। তারা যে wretched (দুখচেটে) খায়, তাতে এত শীঘ্র ম'রে যায়। ওদের খাওয়াটা বদলে দেওয়া দরকার। আমেরিকাতে যখন ছিলুম, তখন কয় বৎসরের ভিতর কোন ব্যামো হয় নাই। সামান্য কয়দিন সর্দ্দিকাশি হয়েছিল। ঐ ভূতের মতো পরিশ্রম করেছি, তাতে কিন্তু শরীর

দেশের কথা।

খারাপ হয় নাই। জলবাতাস সে দেশের খুব ভাল, আর লোক-গুলো কতকালই না বাঁচে, মরতে যেন চায় না। কি সাহস! কি উদ্যম! লোকগুলো যেন চন্‌মন্‌ ক'রে বেড়াচ্ছে, আর ভারত-বর্ষের লোকগুলো নিঝুম, যেন ব'সে ব'সে চলছে। ঐ যে বেদান্তের কথা আমি হেঁটে হেঁটে সমস্ত ভারতবর্ষের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে লোকদের বলেছিলুম যদি তারা নেয়; কিন্তু নেওয়া তো চুলোয় গেল, উল্টে তারা আমায় বিদ্রূপ করতে লাগল। আমার মনে বড় লাগল। মনে করলুম, একটা স্বাধীন দেশে গিয়ে এইটা বলব; স্বাধীন দেশ না হ'লে এ ভাব নিতে পারবে না। দেখলুম, চিকাগোতে একটা সভা হবে, আমি তো চোঁ চোঁ দৌড়ে চিকাগোতে হাজির হলুম। তারাই তো প্রথম বেদান্তের ভাবটা appreciate করলে; ভারতবর্ষ নিঝঝুম, তারা নিলে না।" স্বামীজী সেদিন এইরূপ আক্ষেপ করিয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন।

রবিবার স্বামীজী ওয়াটার পেন্টিং গ্যালারিতে বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন। সোমবার প্রাতর্ভোজনের পর স্বামীজী স্টার্ডির সহিত বেদান্তের কথা কহিতে লাগিলেন। স্বামীজীর মন খুব প্রফুল্ল, তিনি বলিতে লাগিলেন, "এই বেদান্তের ভাব পুরাকালে হিন্দু ঋষিরা বের করেছিল। তাদের বুকটা তখন বড় ছিল, মনটা খুব উন্নত ছিল, সেজন্য সকলের ভিতর ভাবটা ছড়িয়েছিল। কিন্তু জাতটা পরে যখন প'ড়ে গেল, তখন এটাকে পুঁটুলি বেঁধে কোণে ঠেলে রেখে দিলে—cooped it up in a corner। হ'ল কি, কতকগুলো অনুপযুক্ত লোকের হাতে জিনিসটা প'ড়ে অশ্রদ্ধেয় হ'য়ে গেল। এখন কিন্তু সেই বেদান্তের ভাবটাকে

'বেদান্তের কথা।

জগৎময় ছড়াতে হবে। Make it an universal property. ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিজের সময়োপযোগী ভক্তির ভাব, ব্যক্তিগত জ্ঞান ও নিয়মপদ্ধতি বলিয়া থাকে, কিন্তু তার ফিলসফিটা কেউ বলে না। বেদান্ত সকল ধর্ম্মের ফিলসফিটা ব'লে যায় যা কোন ধর্ম্মবিশেষের অন্তর্ভূত নয়, এজন্য বেদান্ত universal religion (সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম) হবে।" এই বলিয়া তিনি পায়চারি করিতে লাগিলেন ও পাইপ টানিতে টানিতে উৎসাহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "Make it an universal property. কতকগুলো narrow-minded লোকের হাতে থাকবে না।"

গুডউইন ও মিস্ মূলারের বিবাদ।

গুডউইন ও মিস্ মূলারে একটু খিটিমিটি হইত, অর্থাৎ মিস্ মূলার গুডউইনকে তত পছন্দ করিত না। অন্য কোন তেমন কারণ ছিল না, তবে এক কারণ হইতে পারে যে, স্বামীজী গুডউইনকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং সকল কাজেই গুডউইনকে ডাকিতেন। গুডউইন একদিন স্বামীজীকে বলিলেন, "স্বামীজী, এখানে থাকা তত সুবিধা হচ্ছে না, পার্শ্বের কোন স্থানে বাস ক'রে এখানে কাজ ক'রে গেলেই হবে।" স্বামীজী শুনিয়া সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলেন এবং বড় দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "সেইরকম করলেই কি হবে? চব্বিশ ঘণ্টা দরকার আছে, কাছে না থাকলেই বা কি ক'রে হবে?" গুডউইন বলিলেন, "আর কি করা যায়, যখন এদের সঙ্গে সুবিধা হচ্ছে না। পেটে তো খেতে হবে! তখন অন্য যায়গায় কাজ ক'রে কিছু রোজগার হবে, তাতেই নিজের এক রকম চালিয়ে নেওয়া যাবে। আর বক্তৃতার সময় এখানে এসে নোট নেওয়া যাবে।" স্বামীজী

এইসকল কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কোন কথাই আর বলিলেন না, শুধু মাঝে মাঝে গুডউইনের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাহার পর স্বামীজী চলিয়া যাইবার পরে, গুডউইন মিস্ মূলারের উপর একটু আক্রোশ প্রকাশ করিলেন, "She is not an English ; she is a Chillian woman" ইত্যাদি নানা কথা বলিতে লাগিলেন। মিস্ মূলারের বাপ জার্ম্মান ছিলেন, দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশে গিয়া কাঠের জাহাজের ব্যবসা করিয়া খুব ধনবান হন। পরে কারবারটা বেচিয়া দিয়া নগদ টাকা করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করেন ও ছেলেমেয়েদের ভিতর টাকা ভাগ করিয়া দেন। এইজন্য গুডউইন চটিয়া গেলে, মিস্ মূলারকে Chillian woman (চিলি দেশের মেয়ে) বলিতেন।

আদবকেতা ও স্বামী সারদানন্দের অস্বস্তি।

একদিন গুডউইন, সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক তিনজনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। গুডউইন সেণ্ট্ জেম্স প্যালেসের (পুরাতন রাজবাড়ীর) নিকট দিয়া যাইবার সময় বলিতে লাগিলেন যে, পূর্ব্বকালে রাজারা এই বাড়ীতে বাস করিতেন। সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, "বাড়ীটা নিতান্ত ছোট, সেকালে রাজারা কিরূপে থাকিতেন ?" গুডউইন বলিলেন, "না, ভিতরে খুব বড় বড় ঘর আছে।" তাহার পর চলিবার সময় গুডউইন ও বর্ত্তমান লেখক এক মাপে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিলেন কিন্তু সারদানন্দ স্বামী মোটা মানুষ, পা হেলিয়া দুলিয়া ফেলিতেছিলেন, কখন আগে বা কখন পেছনে ফেলিতে-ছিলেন। গুডউইন যাহাতে তিনজনের পা সমান সমান পড়ে সেই-জন্য এগিয়ে পেছিয়ে দিয়া শুধরে নিচ্ছিলেন। বর্ত্তমান লেখক

এ প্রথাটা জানিতেন, সেইজন্য সমান পা ফেলিয়া চলিতেছিলেন। গুডউইন কয়েকবার যদিও পা ফেলিয়া শুধরাইলেন, কিন্তু সারদানন্দ স্বামী সে বিষয়ে কিছু লক্ষ না করিয়া হেলিয়া দুলিয়া নিজে চলিতে চলিতে এদিক্ ওদিক্ মাথা ঘুরাইতে লাগিলেন। গুডউইন তখন স্পষ্ট বলিলেন, "স্বামী, এদেশে রাস্তায় চলবার সময় সকলে সমান পা ফেলে চলে, এদিক্ ওদিক্ করা, আগে পেছু করা ঠিক নয়।" কথা শুনিয়া সারদানন্দ স্বামী অপ্রতিভ হইয়া পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া একসঙ্গে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিলেন। তাহার পর মৃদুস্বরে বর্ত্তমান লেখককে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, এ যে ড্রিল প্যারেড, রাস্তায় চলবার সময় যা আদব-কায়দা!" রাস্তায় চলবার সময় সকলে একসঙ্গে পা ফেলিয়া যাইবার সময় ভাব হইতেছে বোধ হয় সকলেই সমান, কেহ কাহারও তাঁবেদার নয়। যাহা হউক, এইরকম চলাটা দেখিতে বড় ভাল হয়।

সারদানন্দ স্বামী তো বাড়ীতে আসিয়া মাথার টুপিটা প্যাসেজের হুকে এবং ছড়িটা যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। গুডউইন ও বর্ত্তমান লেখক সেইরূপ করিলেন। গুডউইন ও সারদানন্দ স্বামী ঘরে চেয়ারে বসিয়া বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, "বাবা এদেশে কি আবার আসতে আছে, সব সময় এদের কায়দা-কেতা! ছুরি কাঁটা চাম্‌চে ধরবার আদব-কেতা, নাক ঝাড়বার আদব-কেতা, রাস্তায় চলবার আদব-কেতা, এ যে দেখছি আদব-কেতায় মেরে ফেলবে! আরে আমি সন্ন্যাসী মানুষ, যেখানে সেখানে থাকব, নিজের ইচ্ছামতো চলা ফেরা করব, এ তা নয়, আটেকাটে মারছে। নরেনের কাছে এসে প্রাণটা গেল, ছেড়ে দেয়

তো একেবারে চোঁ চোঁ দৌড় মেরে পালাই", এই বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

Carlsbad Salt.

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, স্বামীজী বর্ত্তমান লেখকের হৃষীকেশের ম্যালেরিয়া জ্বর নিজের শক্তি সঞ্চার করিয়া আরাম করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পেটের অজীর্ণ রোগ তখনও তাঁহার ছিল। স্বামীজী একদিন প্রাতে তাঁহার বাক্স খুলিয়া ছোট মোটা একটা শিশি আনিলেন ও বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "প্রাতর্ভোজনের পর এই Carlsbad salt একটা চায়ের বাটিতে গরম জল দিয়ে এক চামচে বা দুই চামচে খাবে, তাহ'লে পেটটা খুব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। এই ঔষধে আহার বন্ধ করবার দরকার নাই।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "হাঙ্গারি বা অস্ট্রিয়া অঞ্চলে Carlsabad নামক একটি ছোট নগর আছে। সেইখানে ধাতু-জলের উৎস আছে এবং সেখানে ভাল ভাল হোটেল আছে। উৎসের চতুর্দ্দিকে বেশ বাগান করা জমি আছে, সেখানে বাজনা বাজানো হয়। সেই বাগানের ভিতর ভাল ভাল পায়খানাও আছে। ইউরোপের যত পেট-রোগা বড়মানুষগুলো সেখানে যায়, গেলাসে ক'রে টাটকা জল ফোয়ারা থেকে তুলে খায়—আর Band বাজে তার কাছে ঘুরে ঘুরে বাজনা শুনে বেড়ায়। খানিকটা পরেই বাহ্যের বেগ আসে, আর পায়খানা গেলে খুব পেট পরিষ্কার হ'য়ে যায়। আর ক্ষুধা লাগে, হোটেলে গিয়ে বারে বারে খায়। এইরূপে ইউরোপের পেট-রাগা লোকগুলো সেখানে গিয়ে মাসখানেক থেকে শরীরটা শুধরে আসে। সেই জলটাকে কোনরকম ক'রে শুকিয়ে এই নুন করেছে, সেইজন্য একে carlsabad salt বলে"—এই

বলিয়া বর্ত্তমান লেখককে শিশিটা দিয়া দিলেন এবং বর্ত্তমান লেখকও সেইদিন থেকে ঐ নুন খাইতে লাগিলেন।

চীনা-যুবকের বিপদ।

একদিন প্রাতের খবরের কাগজে একটি খবর বাহির হইল যে, একজন চীনা যুবক লণ্ডনে আসিয়াছিল এবং চীনের রাজদূত তাহাকে ভুলাইয়া আপন বাটীতে লইয়া গিয়াছিল। তথায় তাহাকে মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে বা বন্দী ভাবে জাহাজে করিয়া চীন দেশে পাঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই খবর পড়িয়া স্বামীজী গুডউইনকে বলিলেন, "কি গুডউইন, তোদের তো free country (স্বাধীন দেশ) না? সকলের সমান liberty (স্বাধীন ভাব)! এখন right of hospitality কোথায়? এই তো একটা গরীব চীনে ছোঁড়াকে লণ্ডন সহরে মেরে ফেলবে বা অত্যাচার করছে। তোদের national idea of liberty কোথায়?" গুডউইন তো দাঁড়াইয়া উঠিয়া, হাত নাড়িয়া, পা ঠুকিয়া, লম্ফঝম্ফ করিয়া মহা গরম হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ইংলণ্ডে এরূপ অত্যাচার! যে কোন লোক ইংলণ্ডের জমিতে পা দিলে সেই মুহূর্ত্ত থেকে স্বাধীন হয়। চীন রাজদূতের কি অন্যায়! সে জানে না যে, এটা ইংলণ্ড? রুষিয়ার নিহিলিস্ট, অ্যানার্কিস্ট বা অনেক প্রকার রাজদ্রোহীরা ইংলণ্ডে স্বাধীনভাবে বাস করিতেছে। তাহাদের সভাসমিতি, সংবাদপত্র প্রভৃতি স্বাধীনভাবে চালাচ্ছে; কাহারও বলিবার কিছু নাই। আর চীন রাজদূত এইরূপ করিয়া চীনে ছেলেটাকে আটক করিল!" এইরূপ নানা কথা বলিতে বলিতে গুডউইন অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। স্টার্ডি বলিতে লাগিলেন, "এতে যদি চীনের সঙ্গে লড়াই করিতে হয়, তাতেও আমরা রাজী।

আমি নিজে সেপাই হ'য়ে যাব। এটা ইংলণ্ডের বদনাম।" খবরের কাগজ সেই বিষয় লইয়া ত্বই ঘণ্টা অন্তর বাহির হইতে লাগিল। সল্‌সবেরি তখন প্রধান মন্ত্রী, তিনি চীন রাজদূতের বাড়ীতে সেপাই ঘেরোয়া করাইয়া দিলেন এবং প্রত্যেক বন্দরের প্রত্যেক জাহাজে পুলিশ দাঁড় করাইয়া দিলেন যাহাতে চীন যুবককে ইংলণ্ডের বাহিরে না লইয়া যাইতে পারে। এবং সেই সঙ্গে চীন রাজদূতকে পত্র লিখিয়া দিলেন যে, কয়েক ঘণ্টার ভিতর সে যেন চীন যুবককে স্বয়ং সঙ্গে লইয়া প্রধান মন্ত্রীর নিকট দিয়া যায়। গুডউইন তো সেদিন মহা গরম, ক্রমাগত ঐ কথাই বলিতে লাগিলেন, কোন কাজকর্ম্ম আর সেদিন করিলেন না। মাঝে মাঝে খবরের কাগজ কিনিয়া আনিতে লাগিলেন। স্বামীজীর মুখ অতি বিষণ্ণ, ভিতরে যেন মহা-চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, মাঝে মাঝে একটি আধটি কথা কহিতেছেন, —প্রবল লোকেরা গরীবের উপর এইরূপ অত্যাচার করে। স্বামীজী অতি বিষণ্ণ হইয়া শোকার্ত্তভাবে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। কেহ আর তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহস করিল না। স্বামীজীর সমস্ত মনোভাব ভাষায় না হউক, মুখ দিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। বেলা ত্বইটা তিনটার সময় খবর বাহির হইল যে, চীন যুবককে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গুডউইন তাড়াতাড়ি আসিয়া উত্তেজিত ও উল্লসিত ভাবে স্বামীজীকে খবর দিলেন। স্বামীজী খবর শুনিয়া যদিও মৃত্ব হাসিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সেইপ্রকার শোকার্ত্তভাবে বসিয়া রহিলেন।

বর্ত্তমান লেখক ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়াছেন। একটি নবাগত চীনযুবক সঙ্কুচিতভাবে এদিক্ ওদিক্ দেখিতেছেন এবং পড়িবার

ঘরে প্রবেশ করিয়া কোথায় কি করিতে হয় না জানার জন্য কুণ্ঠিত-ভাবে একস্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। বর্ত্তমান লেখক কার্য্যবশতঃ সেই চীন যুবকের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি যুবকটিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ দেশের লোক?" চীন যুবকটি বলিলেন যে, তিনি চীন দেশের লোক। বর্ত্তমান লেখক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সান্ ইয়াৎ সেনকে চেন?" যুবকটি আধ আধ ভাঙ্গা ইংরাজীতে উত্তর দিলেন, "I am the kidnapped Chinese (আমিই সেই চুরিকরা চীন যুবক)।" বর্ত্তমান লেখকের সেই সময় অল্পবিস্তর সান্ ইয়াৎ সেনের সহিত আলাপ হইয়াছিল। সেই যুবকই পরে চীনের বিখ্যাত লোক হইয়াছিলেন।

সান্ ইয়াৎ সেন।

একদিন খবরের কাগজে বাহির হইল যে, Mrs. Dyre নামক এক বৃদ্ধার বিচারে ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল। সেই খবর পড়িয়া স্বামীজী স্টার্ডিকে কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, "The Thames' water is turned into babies' soup" অর্থাৎ টেম্‌স নদীর জলটা শিশুর মাংসের সুরুয়া হইয়াছে। ব্যাপারটা হইতেছে এই যে, ইংলণ্ডের বড় ঘরের অনেক অবিবাহিতা মেয়েদের সন্তান হয়। সেই সমস্ত স্ত্রীলোকেরা সদ্যোজাত শিশুটিকে মিসেস্ ডায়ারের হাতে লালনপালন করিতে দিত এবং তৎসঙ্গে কিছু অর্থও দিত। ডায়ার বুড়ী রেডিং নামক স্থানে বাস করিত। সে সেই সমস্ত শিশুগুলিকে পরে গলা টিপিয়া মারিয়া টেম্‌স নদীতে ফেলিয়া দিত। এমন কত বৎসর ধরিয়া কত ছেলেকে সে নদীতে ফেলিয়া দিয়াছে। ইংরাজী ১৮৯৬

মিসেস্ ডায়ারের কথা।

সালে টেম্‌স নদীর জল শুকাইয়া যায়, তাহাতে অনেক ছোট ছেলের অস্থি বাহির হইয়া পড়ে। সেই অস্থির অনুসন্ধানের ফলে পুলিশ সেই বুড়ী মিসেস্ ডায়ারকে ধৃত করে ও মকদ্দমায় তাহার ফাঁসি হয়। যাহা হউক, স্বামীজী খবরের কাগজে সমস্ত বিষয়টি পড়িয়া স্টার্ডিকে বলিতে লাগিলেন, "এ যে দেখছি সমাজটা প'চে গেছে; ঘরে ঘরে যে শিশুহত্যা হচ্ছে। জাতটার আগে ভিতর থেকে পচতে সুরু হয়, তারপর বাহির থেকে শত্রু এসে ধ্বংস করে। এ জাতটার এইরূপে যদি চলে, তাহ'লে জাতটা যে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে দেখছি। Social evil (সামাজিক পাপ) থেকে সব evil আসে।" স্টার্ডি বলিতে লাগিলেন, "স্বামীজী, ইংরাজ জাতটার সমাজের ভিতরটা প'চে যাচ্ছে, ভোগবিলাসটা যেমন একদিকে বাড়ছে, তেমনি ভিতরে corruption-ও বেড়ে যাচ্ছে। আর কি জানেন, এদেশে খুব ভাল খায়দায়, খুব সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, এতে human nature যা হয় তা তো হবেই; এইজন্য এত social evil হচ্ছে।" স্বামীজী সেদিন এইসব কথাতে ঘৃণার মুখ ধারণ করিয়া একটা বিরক্তি ও অবজ্ঞার ভাবে রহিলেন।

"প্রকৃত মহাত্মা"।

এই সময় ম্যাক্স মূলার লিখিত সুবিখ্যাত Ninteeth Century নামক কাগজে "প্রকৃত মহাত্মা" নামক একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। প্রবন্ধের কথাগুলি সব এক্ষণে স্মরণ নাই, কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় বেশ শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া লেখা হইয়াছিল। এই প্রবন্ধটি পরিবর্দ্ধিত করিয়া ও পূর্ব্বোক্ত স্বামী সারদানন্দ লিখিত ঠাকুরের জীবনী সংমিশ্রিত করিয়া, ম্যাক্স মূলার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই বছরেই প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মিঃ টনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় একটি প্রবন্ধ লিখিয়া সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করিয়াছিলেন। স্বামীজী লণ্ডনে বক্তৃতা করায় ও বিশিষ্ট লোকদিগের সহিত মেলা-মেশা করায়, ইংরাজ পণ্ডিতমণ্ডলীর ভিতর শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের বিষয় একটু আলোচনা হইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় প্রচার ও মিঃ টনি।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কনখলে বরিশালের সুবিখ্যাত অশ্বিনীকুমার দত্ত একদিন বর্ত্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বতন অধ্যাপক টনির সহিত সর্ব্বদাই চিঠিপত্র লেখালেখি আছে। এক পত্রে অধ্যাপক টনি লিখিয়াছিলেন যে, তিনি "শ্রীম" লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বাংলায় পাঠ করিতেছেন, কিন্তু ভাষাটা এত গ্রাম্য যে, অনেক স্থানে তিনি ভাল বুঝিতে পারিতেছেন না। বৃদ্ধ টনি প্রাতে যেমন বাইবেল পড়েন সেইরূপ রামকৃষ্ণকথামৃত-খানি ভক্তিভাবে পড়েন, এই কথা অশ্বিনীবাবু খুব আনন্দ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতে ডাকওয়ালা ভারতবর্ষের মেলে চিঠি দিয়া গেল। গুডউইন স্বামীজীকে সেই চিঠিগুলি দিলেন। অখণ্ডানন্দ স্বামী একখানি পত্র স্বামীজীকে লিখিয়াছিলেন। অখণ্ডানন্দ স্বামী বরাহ-নগর মঠ হইতে চলিয়া গিয়া তিব্বত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নানা স্থানে ঘুরিয়া রাজপুতানায় কিছুকাল থাকিয়া আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন। তিনি পুনরায় মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য স্থানগুলি ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন

অখণ্ডানন্দ স্বামীর চিঠি।

এবং সেই মর্ম্মে স্বামীজীর নিকট অনুমতি লইবার জন্য একখানি পত্র স্বামীজীকে লেখেন। স্বামীজী পত্রখানি পড়িয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন ও তৎপরে বলিতে লাগিলেন, "গঙ্গা রাজপুতানায় ছিল, খেতড়ির রাজা তাকে বেশ যত্ন ক'রে রেখেছিল, সে চ'লে এল কেন? কেবল ঘুরে ঘুরে মরা ওর অভ্যাস।" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন যে, খেতড়ির রাজা প্রথম যেমন যত্ন করেছিলেন, পরে সেরূপ করেন নাই। স্বামীজী বলিলেন, "সেসব কথা আমি জানি, আমি শুনেছি, গঙ্গারই তো দোষ। তুই বাপু সাধুর মতো থাকবি, তা না হ'য়ে তাদের রাজনীতিতে হাত দিতে যাচ্ছিলি কেন? তারা রাজপুতনার রাজা, পুরানো রাজবংশ, তারা রাজনীতি ছেলেবেলা থেকে শিখেছে। গঙ্গা সাধুর মতো না থেকে তাদের রাজনীতিতে হাত দিতে গেল, তাইতো রাজা অজিত সিং চ'টে গেল। শুধু আমার খাতিরে বিশেষ কিছু বলত না। যা ইচ্ছে করুকগে যাক"—এই বলিয়া উদ্দেশে গঙ্গাধর মহারাজকে একটু ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

খেতড়ির রাজার প্রশংসা।

স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "রাখালকে বললুম, যা মঠে ফিরে যা, খেতড়ির রাজাকে ব'লে দিচ্ছি তোদের মাসে ১০০৲ টাকা দেবে, তাহ'লে একরকম চলতে পারে; তা নয় রাখালের বৈরাগ্য হ'ল, টাকা নিলে না। যা খুশী করুকগে, কষ্টে মরুকগে। আর রাজা অজিত সিং তেমন হোমরাচোমরা রাজা কি? সামান্য একটা petty chief, তিন-চার শ' টাকার ভিতর মাস চালায়। একটা বক্‌রা কাটে, তাই খায়, আর একটু একটু মদ খায়, এই তো তাদের খরচ,

তবুও তো সে রাখালকে টাকা দিতে রাজী হয়েছিল। খেতড়ির রাজা যে আমায় অভিনন্দন দিয়েছিল, তার জবাব রংবেরং ক'রে লিখেছিলুম। রাজাগুলোর ভিতর যেন একটা ক্ষত্রিয় ভাব আসে, সেইটা তুলবার জন্য খেতড়ীর রাজার অভিনন্দনের ঐরূপ জবাব দিয়েছিলুম। তবে দেখলুম, রাজাটার প্রাণটা বড় সরল, বুকটা খুব বড়। আর রাজারা তো মদ খেয়েই থাকে, তাতে ওদের কিছু এসে যায় না। তবে লোকটার ভিতর অনেকগুলি গুণ আছে দেখলুম, আর আমার প্রতি অগাধ বিশ্বাস"—এইরূপে রাজাসাহেবের অনেক সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

একদিন বেলা আড়াইটা তিনটার সময় স্বামীজী নীচেকার ঘরে নিজের চেয়ারে বসিয়া আছেন। স্টার্ডি প্রভৃতি অনেকেই আছেন।

বিজ্ঞানের উন্নতি।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "দেখ, জার্ম্মানরা বিজ্ঞানে খুব উন্নতি করেছে। এই যে পচা দুর্গন্ধ ড্রেন, তার জল, সেটাও তারা পরিষ্কার ক'রে কাজে লাগাচ্ছে। একটা খালওয়ালা বড় মাঠ নিচ্ছে, রাস্তার নীচে ময়লা ড্রেনের জলটা পাম্প ক'রে সেই মাঠের একধারে ফেলছে। জলটা ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে মাঠের উপর দিয়ে ঘাসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, তাতেই জলটা filter (পরিষ্কার) হ'য়ে গেল। জলটা যখন মাঠের অপর পারে গেল তখন পরিষ্কার জল হ'য়ে গেল, কোন দুর্গন্ধ নাই। যে ডাক্তার experiment-এ ছিল, সে মাঠের শেষধারের জল এক গ্লাস নিজে খেল ও অপরকে খেতে দিতে লাগল। তখন জলে কোন দুর্গন্ধ আর নাই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘাসের একটা গুণ আছে যে, সে জলের দূষিত জিনিসগুলি পরিষ্কার ক'রে

দেয়। তারা দুটো মাঠ নিয়েছে। প্রথমে যে মাঠে এই কাজ করল, সে মাঠ কিছুদিন বাদে স্যাঁতসেঁতে হয়, তখন সে মাঠে আর এ কাজ করে না, অন্য মাঠে করে; ইত্যবসরে পূর্ব্বের মাঠও শুকিয়ে যায়। এইরকম অদলবদল ক'রে তারা কাজ চালাচ্ছে।" সেইদিন তিনি জল পরিষ্কার করিবার বিজ্ঞানের অনেক কথা বলিতে লাগিলেন।

লণ্ডনে ভারতীয় রান্না।

একদিন বর্ত্তমান লেখক মিসেস্ টার্নার নামক জনৈক স্ত্রীলোকের বাড়ীতে খাইতে যান। স্ত্রীলোকটি গৃহস্থ, তাঁহার স্বামী, পুত্র ও কন্যা আছে। তবে তিনি ভারতবর্ষীয় লোকের পছন্দমতো কিছু রাঁধিতে শিখিয়াছেন, সেইজন্য ভারতীয় লোকেরা মাঝে মাঝে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া খাইয়া আসে। এক-রকম ঘরোয়া হোটেল। স্বামীজী বর্ত্তমান লেখককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ সন্ধ্যার সময় কোথায় গিয়েছিলে?" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন "মিসেস্ টার্নারের বাড়ীতে খাইতে গিয়াছিলাম। মিসেস্ টার্নার খুব রাঁধতে পারেন।" স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রেঁধেছিল?" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "চাপাটি রুটি, মাংসের একটা তরকারী এবং আর দু'একটি তরকারি, পুদিনার চাটনি, আর চালের পায়েস।" স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, "তাতে বেশ একরকম খাওয়া চলে। এক-দিন সে এখানে এসে রেঁধে যায় না? তাহ'লে একটু খেয়ে বাঁচি, একটু মুখ তারাই।" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "সে গৃহস্থ লোক, সে তো ঝি-চাকরানী নয়, অপরের বাড়ীতে রাঁধতে আসবে কেন?" স্বামীজী একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা নয় একদিন তার বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে আসব।" কিন্তু তারপর সে কথা কাহারও মনে ছিল না।

সাত

গরম কাল—বেলা তিনটার সময় নীচেকার ঘরে স্বামীজী চেয়ারটিতে বসিয়া আছেন। স্টার্ডি, গুডউইন, সারদানন্দ স্বামী, ফক্স ও বর্ত্তমান লেখক সকলেই ভিন্ন ভিন্ন চেয়ারে বসিয়া আছেন। রুশের সম্রাট্ দ্বিতীয় নিকোলাসের অভিষেকের বর্ণনা খবরের কাগজে বিশেষভাবে বাহির হইয়াছে। গুডউইন একখানি সংবাদপত্র লইয়া বর্ণনাটি পড়িতে লাগিলেন। অভিষেকের স্মৃতিস্বরূপ বহু প্রজাবর্গের অপ্রদত্ত খাজনা এক বৎসরের জন্য রদ হইয়াছিল এবং জারের অভিষেকের সন তারিখ লেখা এনামেলের একটি করিয়া গ্লাস বহুসংখ্যক লোককে দেওয়া হইবে সেইজন্য বিরাট আয়োজন করা হইয়াছিল। গরীব প্রজা একটি করিয়া গ্লাসের লোভে মস্কোতে সমবেত হয়; কিন্তু জনতা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় সাধারণ লোক কিছু পরিমাণে চঞ্চল হইয়া উঠে। পুলিশ জনতার সুশৃঙ্খলতার কোন বন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে গুলি চালায় এবং তাহাতে বহুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অবশেষে পুলিশের কর্ত্তা নিজেকে গুলি মারিয়া আত্মহত্যা করে। সকলেই এই ভীষণ বর্ণনা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে স্টার্ডি বলিলেন, "বাকি খাজনা রদ—ও তো নাম মাত্র। বড় বড় কর্ম্মচারীরা যেমন ক'রে হ'ক পেট ভরিয়ে নেবে, প্রজাদের ইহাতে কোন উপকার হবে না, বরঞ্চ একটা ছুতো ক'রে বেশী খাজনা আদায় করবে। জংলি অসভ্য

রুশ সম্রাটের অভিষেক বিবরণ।

জাত, রাজ্যশাসন কিছুমাত্র জানে না, কেবল জবরদস্তি ক'রে ক'রে রাজ্য চালায়।" স্টার্ডি ইংরাজের সুশাসন ও অপরের কুশাসন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। গুডউইন উত্তেজিত হইয়া হাত মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ বড় অন্যায় অত্যাচার, এরকম করা উচিত নয়। যদি ইংলণ্ডে এরূপ অন্যায় অত্যাচার হ'ত তাহ'লে আমরা দেখে নিতুম", ইত্যাদি নানাপ্রকার আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

স্বামীজী এতক্ষণ ঠেসান-দেওয়া চেয়ারটিতে স্থিরভাবে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়াছিলেন—যেন কি একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছেন; মুখ অতি গম্ভীর, চক্ষুদ্বয় বড় বড় হইয়া উঠিল, শোকে ও দুঃখে চোখ যেন ভ'রে গেছে। সহসা তিনি স্থির হইয়া বসিলেন এবং গম্ভীরভাবে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিলেন। তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কি দুঃখ! কি কষ্ট! একটা এনামেলের গ্লাস পাবার জন্য শত শত লোক নিজের গাঁ ছেড়ে সহরে এল এবং কত লোক গুলিতে মরল। দেশটা কি গরীব! লোকগুলো খেতে পায় না। নিজেদের এত হীন ব'লে মনে করে যে, দু'গণ্ডা পয়সার জন্য, একটা গ্লাসের জন্য প্রাণটা দিলে। জারের অভিষেকের এই হ'ল একটি আনন্দ উৎসব, না বীভৎস হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি রইল! এ যে অভিষেকের কথা বল্লেই লোকের মনে নরহত্যার কথা উঠবে। এটা স্বয়ং জারের (Czar) সম্মুখে হ'ল! কি দুঃখ, কি দুঃখ! লোকগুলো এত হীন হ'য়ে গেছে" এই বলিয়া স্বামীজী মেঝেতে শোকার্ত্ত, গম্ভীর ও বিষণ্ণ হইয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। কখনও বা হাত-দুটো বুকের উপর রাখিতেছেন,

কখনও বা হাত-দুটো পার্শ্বে নামাইয়া দিতেছেন। এতই শোকার্ত্ত ভাব যে, অপরে আর কোন কথাই কহিতে পারিল না। সকলেই শোকার্ত্ত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর সকলে একে একে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ইংরাজদিগের গোঁড়ামি।

একদিন প্রাতর্ভোজনের পর স্বামীজী বেশ প্রফুল্ল, পাইপে করিয়া তামাক টানিতেছেন ও মৃদু মৃদু হাসিতেছেন—যেন কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। সপ্তম এডওয়ার্ড তখন যুবরাজ। তাঁহার পার্সিমন (Persimmon) বলিয়া একটি ঘোড়া ডার্বি রেসে এক বাজি জিতিয়াছে। ইংলণ্ড রেস খেলার দেশ, তাহাতে যুবরাজের ঘোড়া জিতিয়াছে তাই খুব হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। সকলেরই খুব আহ্লাদ। গুডউইন উত্তেজিত হইয়া নানাভাবে ঘোড়দৌড়ের কথা বলিতেছেন, তাঁহার ভারি আমোদ। তিনি ঘোড়দৌড়ের নানা কথা বলিতেছেন কিন্তু স্বামীজী, বর্ত্তমান লেখক ও সারদানন্দ স্বামীর সেসব কথা ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু গুডউইন ততই উত্তেজিত হইয়া নানা কথা বলিতেছিলেন ও বহুবার 'পার্সিমন' কথাটি উচ্চারণ করিতে-ছিলেন। স্বামীজী পায়চারি করিতে করিতে নানারকম মুখভঙ্গি করিয়া ঠাট্টার ছলে সবে 'পার্সিমন' কথাটি বলিতে যাইতেছেন এমন সময় গুডউইন স্বামীজীর কাছে গিয়া নতজানু হইয়া জোড়হাত করিয়া বসিলেন। গুডউইন স্বামীজীর সমস্ত ভাবগতিক জানিতেন সেইজন্য তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, স্বামীজী এইবার ঠাট্টাতামাশা করিবেন। গুডউইন স্বামীজীকে বলিতে লাগিলেন, "স্বামীজী, গরীব গুডউইনকে ঠাট্টাতামাশা গালমন্দ যাহা কিছু করিতে হয় করুন, কারণ গরীব

গুডউইন আপনার শিষ্য, আপনার ভৃত্য, কিন্তু রাজপরিবারের উপর কিছু বলিবেন না, এটা এদেশে বড় দূষনীয় মনে করে; আপনি আমার উপর কৃপা করুন।” গুডউইনের কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। যে গুডউইন একজন পাকা radical school-এর লোক, তাঁহার কিন্তু রাজপরিবারের উপর কি অচলা ভক্তি! স্বামীজী গুডউইনের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া বার-কতক তাঁহার পানে চাহিয়া নিজের চেয়ারে গিয়া বসিয়া রহিলেন।

একদিন সকালবেলা আহারের পর স্বামীজী নীচেকার ঘরে নিজের চেয়ারে বসিয়া আছেন। ষ্টার্ডি, সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক নিজের নিজের চেয়ারে বসিয়া আছেন। ষ্টার্ডির সহিত স্বামীজীর আমেরিকার পাদরীদের কথা উঠিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, “আমেরিকার পাদরীগুলো কেবল টাকা রোজগারের ফন্দিতে বেড়ায়। শ্রদ্ধা, ভক্তি এসব তাহাদের ভিতর কিছুই নাই। আমেরিকার কারবারী লোকগুলো যেমন টাকা টাকা ক’রে বেড়ায়, ও দেশের পাদরীগুলোও তেমনি শুধু টাকা রোজগারের ফন্দি করছে। যীশু কোথায় মহা ত্যাগ-বৈরাগ্য দেখিয়ে গেল, এক কম্বল গায়ে দিয়ে পথে পথে ঘুরে ভগবানের নাম শুনিয়ে গেল, আর এই পাদরীগুলো কেবল টাকা টাকা ক’রে বেড়াচ্ছে। আমি একদিন চ’টে গিয়ে দু’চার কথা ব’লে দিলুম (I gave a good preaching to the preachers). তারা তো আমার উপর খুব চ’টে গেল কিন্তু সাধারণ লোক আমার উপর খুব খুশী—কারণ পাদরীর দপদপানিতে মুখ খুলে কেউ ধমকানি দিতে পারে না।” ষ্টার্ডি বলিলেন, “খৃষ্টানধর্ম্মটা

আমেরিকার পাদরীদের কথা।

একেবারে প'চে গেছে, এটা নিতান্ত Military ও Commercial ধর্ম্ম হয়েছে। লড়াই ও কারবার এই দুইটি হচ্ছে সার। এই ধর্ম্ম জগতে আর টিকবে না, একেবারে গোড়া বদলে ফেলে নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করতে হবে। বেদান্ত ধর্ম্মই একমাত্র শুধু চলবে"—এইসব কথা বলিতে বলিতে স্টার্ডি কিছু উত্তেজিত হইয়া খৃষ্টান-ধর্ম্মের ভিতরকার নানারকম গ্লানির কথা বলিতে লাগিলেন। টাকা না নিয়ে গেলে কোন গির্জ্জেতে ঢোকবার যো নাই; যে যত পরিমাণে টাকা ঢালবে সে তত পরিমাণে ধর্ম্মপরায়ণ হবে। শ্রদ্ধাভক্তির তো নামগন্ধ নাই। গির্জ্জেটা হ'ল একটা টাকা রোজগারের দোকান—স্টার্ডি এইরূপ নানারকম কথা বলিতে লাগিলেন।

একদিন একটি ভদ্রলোক স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি স্বামীজীর সঙ্গে কথা কহিবার সময় মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন, "Do you not think so and so?" যেন তাহার সিদ্ধান্তমতো স্বামীজীকেও ভাবিতে হইবে, নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার কাহারও অধিকার নাই, তার মতেই মত দিতে হইবে এবং ভিন্ন মত হইতে পারে না। স্বামীজী স্থির হইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া সমস্ত কথা শুনিতে লাগিলেন। অবশেষে দু'একটি কথা কহিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। লোকটি চলিয়া গেলে স্বামীজী স্টার্ডিকে বলিতে লাগিলেন, "This is a bad way of conversation. লোকটা ওর কথাই ষোল আনা ব'লে গেল যেন আর কোনরকম কেউ ভাবতে পারে না; মাতব্বরি হিসাবে লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়।

মাতব্বরি-ভাবে কথাবার্ত্তা কওয়া।

I cannot bear this patronising tone. তাতেই লোকটির কথায় বেশী যোগ দিলাম না, অল্প দু'একটা কথা কয়ে লোকটিকে উঠিয়ে দিলাম।" স্টার্ডি বলিলেন, "কথাবার্ত্তায় অনেকের ওই দোষটা আছে, ওপর-চড়াও হ'য়ে নিজের মত চালায় কিন্তু শ্রোতার যে ভিন্ন মত হ'তে পারে, সেটি সে বুঝতে পারে না। এই মাতব্বরি-ভাবে কথা বলা অনেকেরই দোষ আছে।"

একদিন স্টার্ডি সকালে স্বামীজীর চেয়ারখানিতে ঠেস দিয়া বসিলেন। বক্তৃতা খুব চলিতেছে, এইজন্য মন প্রফুল্ল। তিনি বলিতে লাগিলেন, মিসেস্ স্টার্ডি তাঁহার একটি আলাপী লোকের বাড়ী দিনকতক গিয়ে থাকবেন। আর তিনি হয়তো এইখানে দিনকতক থাকবেন, না হয় অন্যত্র বেড়াইয়া আসিবেন। এখানে ঘর তো কম। তা যাহা হউক, লেক্‌চার-ঘরের সোফার উপর শোয়া যাবে তো। স্টার্ডি এইরূপ ঘরোয়া কথা অসঙ্কোচিতচিত্তে বলিতে লাগিলেন। সকলের ভিতর পরস্পর বেশ আপনাআপনি ভাব হয়েছিল, বিদেশী লোক ব'লে কোন কিছু দ্বিধা ছিল না।

আপনা আপনি ভাব।

একদিন একটি লোক আসিয়া তার সাংসারিক নানা কথা স্বামীজীর সহিত বলিতে লাগিল এবং এইরূপ স্থলে কি করা উচিত সে বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। স্বামীজী শুনিয়া বিবেচনামতো যাহা উচিত হয় তাহাই বলিলেন। লোকটি সমস্ত মনের কথা স্বামীজীকে বলিয়া যেন আশ্বস্ত হইল। অনেক লোকই স্বামীজীকে আত্মপরিবারের মধ্যে গণ্য করিত, সেইজন্য যার যা সংসারের কথা ও মনের কথা আসিয়া খুলিয়া বলিত। বিদেশী

লোক—তার সঙ্গে আবার কি মিশিব এইরূপ ভাবটি মোটেই ছিল না। অনেকের সহিত স্বামীজীর এইরূপ মেশামিশি হইয়াছিল।

পার্লামেণ্টের একটি বাই-ইলেকশন বা একটি উপ-নির্ব্বাচন হইল। গুডউইন হুজুগে লোক, দিনকতক খুব মেতে গেলেন।

ইংরাজ ও রাজনীতি।

একদিন তিনি একজন আরমানি-ইংরেজের নকল করিতে লাগিলেন এবং আরমানির বক্তৃতা লইয়া কৌতুক করিতে লাগিলেন। তাহার পরদিন বেলা নয়টার সময় একটি গ্রাম্য লোক মজুরের বুট পায়ে দিয়া দরজায় ধাক্কা মারিল। গুডউইনের সহিত বর্ত্তমান লেখক দরজার কাছে গেলেন। গুডউইন তাহার সহিত সদর দরজায় কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "ওকে বাড়ীর ভিতর আনলে না কেন?" গুডউইন বলিলেন, "He belongs to a labouring class," অর্থাৎ মুটে শ্রেণীর লোক, ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকিতে দেওয়া যাইতে পারে না। বর্ত্তমান লেখক, শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই গুডউইন বলেন সকল ইংরেজই সমান, One man, one vote অর্থাৎ প্রত্যেক লোকের একটি ভোট। কিন্তু ইহাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিলে না, এদের ভিতরেও সমাজের উচ্চ-নীচ জ্ঞান এত বেশী। ঘরে আসিয়া সারদানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন যে, গুডউইন এদিকে স্বামীজীর এত ভক্ত—সেবাশুশ্রূষা করে। কিন্তু Politics পেলে একেবারে মেতে যায়। ইংরেজ জাতির হাড়ে হাড়ে এত Politics ঢুকে গেছে। স্বামীজীর সংস্রবে আসিয়া গুডউইনের শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবার ভাব খুব হয়েছে; কিন্তু জাতে ইংরেজ তো, ইংরেজের দোষগুণগুলো সব রয়েছে।

জাতের দোষগুণ কিছুতেই যায় না। তাহার পর সকলে উঠিয়া গেলেন।

গুডউইন একদিন দুপুর বেলা ব'সে রাজনীতির কথা বলিতে লাগিলেন। গুডউইন Liberal বা Radical দলের লোক ছিলেন। যদিও স্বামীজীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন, ছায়ার মতো স্বামীজীকে অনুসরণ করিতেন, কিন্তু রাজনীতির দুটা কথা বলিতে পারিলে তাঁর প্রাণে বড় স্ফূর্ত্তি হইত, তখন যেন তিনি নিজের ধাতে আসিতেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "Gladstone-এর মত এই যে, ইংরেজদিগের যত উপনিবেশ আছে সবগুলিকে Republic করিয়া (স্বাধীন করিয়া) দেওয়া চাই। যে যার নিজের স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবে, শুধু একটা Commercial Treaty এবং offensive ও defensive allowance থাকিবে। আয়রল্যাণ্ডকেও ঠিক সেইভাবে দেওয়া চাই। কারণ একজন প্রধান মন্ত্রী এত বড় রাজ্য সুশৃঙ্খলভাবে চালাতে পারে না, অনেক ভুল হইয়া যায়।"

গুডউইনের রাজনৈতিক অভিমত।

সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, "আয়রল্যাণ্ড চ'লে গেলে ইংরেজের রাজত্ব নষ্ট হ'য়ে যাবে।" গুডইইন চট্ ক'রে উত্তর করলেন, "কেন, আয়রল্যাণ্ড আগে তো ভিন্ন রাজ্য ছিল, তারা নিজের কাজ নিজে করত; শুধু নেপোলিয়ানের লড়াইয়ের সময় উইলিয়াম পিট সেই আয়রল্যাণ্ডকে মিলিয়ে নিয়েছিল। এক একজন জমিদারকে এমন কি এক ক্রোর টাকা ঘুস দিয়েছিল, বড় বড় উপাধি দিয়ে বশ করেছিল। পিট একজন বড় রাজনীতিজ্ঞ লোক ছিল, তখন সে কি বুঝেছিল এখন ঠিক

আয়রল্যাণ্ডের কথা।

বলা যায় না, কিন্তু এখনকার সময় সে কাজটার কুফল হয়েছে এইজন্য আয়রল্যাণ্ডকে মুক্ত ক'রে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক ; তা না করলে রোজ খিটিমিটি হয়, তাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চলে না।" সারদানন্দ স্বামী চুপ করিয়া রহিলেন।

ভারতবর্ষ ও ইজিপ্ট।

তাহার পর ভারতবর্ষ ও ইজিপ্টের কথা উঠিল। গুডউইন বলিলেন, "ভারতবর্ষ ও ইজিপ্ট এখন নিজ নিজ রাজ্য চালাইতে তেমন পারগ নহে, সেইজন্য এই দুইটি দেশকে কিছুদিন হাতে রাখিয়া কার্য্যপ্রণালী শিখাইতে হইবে। পরে স্বতন্ত্রভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, শুধু একটা ব্যবসায়ী সন্ধি রাখিলেই হইবে। কারণ একটা জাত অপর একটা জাতকে বেশীদিন দাবিয়ে রাখতে পারে না। আর ভারতবর্ষে ইংরেজের সংখ্যা অল্প, তায় বিদেশী। তাহারা ও দেশের লোকের আচার-ব্যবহার জানে না। ভারতের জাতিগত ভাব স্বতন্ত্র, ইংরেজেরও জাতিগত ভাব স্বতন্ত্র ; দুটো জাতে কখনও মিল হ'তে পারে না। অল্পসংখ্যক লোক বহুসংখ্যক লোককে কিছুতেই দাবিয়ে রাখতেও পারে না। তবে উপযুক্ত ক'রে যত শীঘ্র ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে ততই ভাল, তা না হ'লে ইংরেজ জাতের যত শক্তি ভারতবর্ষ চুষে খাবে। কিছুদিন পরে ইংরেজ জাতটা ভুয়ো হ'য়ে যাবে, ইংরেজ জাতের আর কোন শক্তি থাকবে না।"

রুশ আক্রমণের কথা।

তাহার পর রুশ আক্রমণের কথা উঠিলে গুডউইন বলিলেন, "রুশ এখন আর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারিবে না।" সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, "তাইমুর প্রভৃতির ন্যায় মধ্য-এশিয়া হইতে পুনরায় হিমালয় ভেদ

করিয়া কেহ ভারতবর্ষে আসিতে পারে না।” গুডউইন বলিলেন —সেকালে পারত, এখনকার দিনে হয় না; সেকালে ফৌজের সঙ্গে মালপত্র সামান্য থাকত। কতকগুলা rabble (গোলা লোক) একসঙ্গে চলিলেই ফৌজ বলিত। কিন্তু এখনকার ফৌজের সঙ্গে বড় বড় তোপ অনেক থাকে। হিমালয় ভেদ করিয়া আসা এখন অসম্ভব। রুশের ফৌজ কিছুতেই হিমালয় ভেদ করিয়া ভারতে আসিতে পারে না, এটা শুধু খবরের কাগজের হৈ চৈ মাত্র, বিশেষতঃ আফগানিস্থানকে ঘাটিদার (Buffer state) ক'রে রাখা হয়েছে। রুশের শক্তির প্রকোপটা আফগানিস্থানের উপর পড়িবে—সেইখানেই শক্তি খরচ হ'য়ে যাবে, তাহ'লে ভারতবর্ষে আসিতে পারিবে না।

গুডউইনের রাজনীতি আলোচনা।

গুডউইন স্বামীজীর কাছে মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতেন, এইজন্য দুইটি শ্রোতা পাইয়া মুখ খুলিয়া রাজনৈতিক বিষয়গুলি বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার পর ইংলণ্ডের রাজনীতির কথা তুলিলেন। গুডউইন বলিলেন, “House of Commons এবং House of Lords দুটা রাখিবার কোন আবশ্যক নাই। সাধারণ লোকের প্রতিনিধি House of Commons; ইহারাই যথার্থ কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু হাউস অফ লর্ডস এরা কাহারও প্রতিনিধি নয়, নিজেরাই নিজেদের প্রতিনিধি। অপরের সাথে বসবার তার কোন অধিকার নাই; আর অনেক সময় নিজেদের স্বার্থ রাখিবার জন্য তাহারা স্বার্থপরতা প্রকাশ করে এবং জাতির উদ্দেশ্যের অন্তরায় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বংশগত নীতিকারক (হেরেডিটারী লেজিসলেটর) কেহ হইতে পারে না। হইতে পারে তার বাপ বড় বিচক্ষণ লোক ছিল, তাই

বলিয়া তার বেটাও উপযুক্ত হইবে, ইহা কোন যুক্তিসঙ্গত কথা নহে। হাউস অফ লর্ডস-এ অনেক লোকই দেখা যায় যারা অপদার্থ, শুধু নামের দোহাই দিয়ে সভায় এসে বসে।"

বর্ত্তমান লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেরেডিটারী লেজিসলেটর তুলে দিলে, রাজাও তো একজন হেরেডিটারী লেজিসলেটর—তাহ'লে তাহারও তো চাকরি উঠিয়ে দিতে হবে। কারণ রাজাও নিজে একজন House of Lords-এর মেম্বার, এইজন্য তাহাদিগকে Peer বা স্বশ্রেণী বলে। Peer-এর পদ উঠিয়ে দিলে রাজাকেও উঠাতে হবে।" গুডউইন বলিলেন, "তা আবশ্যক নয়। রাজা—রাজা। আমাদের রাজা ইচ্ছামতো কিছু করিতে পারে না—Constitutional King. অনেক দেশেও তো Single Chamber (একক সভা), তাদেরও তো রাজা আছে। কিন্তু House of Lords কোন মতেই রাখা যাইতে পারে না।" গুডউইন সেদিন মহা উত্তেজিত হইয়া ক্রমাগতই রাজনীতির কথা বলিতে লাগিলেন। অবশেষে সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক উঠিয়া গেলেন।

ইংরাজের ও আমেরিকার রাজনীতি।

ফক্স একদিন আমেরিকার রাজনীতির কথা তুলিল। সে নিজে আমেরিকান রিপাবলিকান, সেইজন্য ইংরেজদের রাজ্যশাসন প্রথা হচ্ছে বুড়োটে প্রাচীনকালের রাজ্যশাসন প্রথা, ইত্যাদি বলিয়া একটু শ্লেষ করিয়া কথা বলিলেন। ফক্স বলিলেন, "ইংরেজ জাত আমেরিকান জাতের পঞ্চাশ বৎসর পিছনে। ইহারা বড় কন্‌সারভেটিভ (Conservative) লোক, কোন একটা নূতন ভাব শীঘ্রই নিতে চায় না। সমস্ত জগতে যে ভাবটা নিতে চায়, ইংরাজেরা বিবেচনা

করে যে, সে ভাবটা নেওয়া যেতে পারে কি না। একটা কারণ হইতে পারে যে, দেশটা সেঁতানে ও মেঘে ঘেরা; লোকের মন যেন ভিজে রয়েছে, গরম হ'তে অনেক সময় লাগে। এইজন্য আধুনিক সভ্যতার পঙ্‌ক্তিতে ইংরাজেরা ঢের পেছনে। তবে ইংরেজদের একটি জাতিগত ব্যায়রাম হয়েছে, সেটার নাম হচ্ছে Land hunger (জমির খিদে)। পৃথিবীর যেখানে যত জমি পাবে, ন্যায়তঃ বা অন্যায়তঃ সে জমিটা ইংরেজরা খেয়ে বসবে। এত মাইল জমি নিয়ে কি আবশ্যক? এটা শুধু জাতির দুর্ব্বলতা। অল্প জমি উন্নত করলে ঢের ভাল ফল হয়। অনেক জমি দখল ক'রে রাখলে জাতির শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়, জাতের সব শক্তি ও মনোবৃত্তি লয় হইয়া যায়। তার বিশেষ একটি লক্ষণ হচ্ছে এই যে, আমেরিকায় বা অন্য দেশে বড় বড় চিন্তাশীল লোক আছে, জাতের ভিতর যে তেজঃপূর্ণ একটি প্রাণ আছে তাহার পরিচয় দেয়। কিন্তু ইংরেজ জাতের ভিতর প্রখর মস্তিষ্কের লোক বেরুচ্ছে না, জগৎকে নূতন ভাব আর দিতে পারছে না। ইহাদের শুধু Diplomacy-র চূড়ান্ত হইয়াছে। শুধু কথা বেচে দুর্ব্বল জাতের উপর প্রাধান্য স্থাপন করা যায়, কিন্তু শক্তিমান জাতের কাছে হ'টে আসতে হয়। আর যে জাত ইংরেজকে বিশ্বাস করে না, সেখানে ইংরেজ পরাস্ত হয়। এখন সমস্ত জগৎ নূতন ভাবের জন্য আমেরিকার দিকে চেয়ে আছে। এখন যদি নূতন সঙ্গীতের রাগ, চিত্র, দর্শন বা কবিতা বেরোয় তো শুধু আমেরিকায় বেরুবে। পুরানো জাত ইংরেজের নিকট হ'তে বেরুবে না। এ জাতটার আর উচ্চ চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই।"

তাহার পর আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতার কথা উঠিল। ফক্স বলিল, "যদি পার্লামেণ্ট কোন একটা আইন করে, রাজার তাহা নামঞ্জুর করিবার একতার আছে এবং প্রত্যেক আইনে রাজার মত আবশ্যক হয়; কিন্তু আমরা রিপাবলিকান, আমাদের রাষ্ট্রপতির এ-সবে কিছু ক্ষমতা নাই; সাধারণ ভাব বা রাষ্ট্রপতির মত স্বাক্ষর করিয়া প্রকাশ করিবে। কিন্তু যদি রাষ্ট্রপতির কোন আইনে মত না থাকে, তাহা হইলে কংগ্রেস নিজের একতারে সেই আইন চালাইতে পারে, রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর কোন আবশ্যক হইবে না।" তাহার পর কথা উঠিল, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় অনেক টাকার ঋণ কর্জ্জ নেয়, সে টাকার দরুন কে দায়ী? সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, "যারা ঋণ নিয়েছে তাদের প্রত্যেক লোকেই দায়ী।" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "নিজের ঋণ হ'লে নিজে দায়ী কিন্তু জাতির ঋণ হ'লে প্রত্যেক লোক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। শুধু রাষ্ট্রপতি সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ দায়ী। প্রত্যেক লোক রাষ্ট্রীয় বিধিতে স্বাক্ষর করিতে পারে না, এইজন্য রাষ্ট্রপতির পর রাষ্ট্রসচিব—তাহাদের স্বাক্ষর গণ্য করিয়া লওয়া হয়।" গুডউইন বলিলেন, "তোমার ঠিক কথা, প্রধান একজনের মত বা স্বাক্ষর সকলের মত বলিয়া পরিগণিত হয়; এই হচ্ছে রাজনীতির প্রধান নিয়ম। একজনকে সকলে মানিয়া চলিবে। ব্যক্তিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন মত চলিবে না; তাহাকে Mobocracy বা হাউড়োর দল বলে।" ক্রমেই ইংরেজ ও আমেরিকানদের প্রাধান্য লইয়া কথাটা বেশী গরম হইয়া উঠিল। কাজেই কথাটা বন্ধ করিয়া দিয়া অন্যত্র সকলে চলিয়া গেলেন।

যেদিন রাত্রে বক্তৃতাকালে একটি ইংরাজের সহিত স্বামীজীর কলহ হইয়াছিল* তাহার পরদিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিতে স্বামীজীর অনেক দেরী হইয়াছিল। কারণ সে রাত্রে মন চঞ্চল থাকায় তিনি গুডউইনকে লইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রাস্তায় বেড়াইয়াছিলেন। রাত্রে ঠাণ্ডা লাগায় চোখগুলো ফুলিয়াছিল। স্বামীজী তাঁহার ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়া ও পায়ে নরম চামড়ার পেছন-উঁচু শ্লিপার দিয়া প্রায় নয়টা বা সাড়ে-নয়টার সময় খাইতে বসিলেন। প্রাতর্ভোজন সমাপন করিয়া তিনি তাঁহার ঠেস-দেওয়া চেয়ারখানিতে বসিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত গুডউইনের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা ও আমেরিকার বক্তৃতার কথা চলিত, কিন্তু আজ হঠাৎ স্বামীজীর ভাষা ও সুর বদলাইয়া গেল। তিনি ভারতীয় যুদ্ধের বিষয় বলিতে লাগিলেন। কারণ পূর্ব্বরাত্রে তিনি অনর্গল ইতিহাসের কথা বলিয়াছিলেন। এখনও ভিতরে সেই ভাবটা রহিয়াছে, সেইজন্য ইতিহাসের নানা কথা আরম্ভ করিলেন।

ভারতীয় সংগ্রামের কথা।

স্বামীজী সুরু করিলেন যে, যখন ইংরেজরা প্রথম মাদ্রাজে আসে তখন ফরাসীরা খুব উন্নত জাতি ছিল। যুদ্ধ ও রাজনীতিতে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ফরাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায়, স্থানীয় মুসলমান ও ফরাসী এক হইয়া যায় এবং ইংরেজদিগের আরকট দুর্গ অবরোধ করে; ইংরেজের তখন অল্পমাত্র দেশী সেপাই ছিল। লড়াই ও অবরোধ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ইংরেজরা ক্রমেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল, অনেক লোক মারা গেল।

* ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

এদিকে তাদের রসদ একেবারে কমিয়া আসিতে লাগিল। খাদ্য না থাকায় অবরোধকারীদের শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, না হয় শুকাইয়া মরিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় সেপাইরা এত কৃতজ্ঞ ও উচ্চমনের লোক যে, তাহারা বলিল, "আমরা ভারতীয় লোক, লঘু আহারেই থাকিতে পারি।" সেইজন্য তাহারা ভাত রাঁধিয়া নিজেরা ফেন খাইতে লাগিল এবং ইংরেজ সেপাইদিগকে ভাতটা দিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক দিন চলিল। একজন মারাঠা সেনানী দূরে নিজের সেনাসহ ছাউনি করিয়া কয়েকদিন ইংরেজ-দিগের বীরত্ব দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, "যাহারা এরূপ সুকৌশলে আত্মরক্ষা করিতে পারে, আমি তাহাদের সাহায্য করিব", এই বলিয়া তিনি নিজে তাঁহার দলবল লইয়া অগ্রসর হইলেন। মহারাষ্ট্রের তখন প্রবল প্রতাপ। তিনি ফৌজ লইয়া ইংরেজদের সাহায্যে অগ্রসর হইতেছেন এই খবর পাইয়া মুসলমান ও অল্পসংখ্যক ফরাসী সৈনিকেরা সরিয়া পড়িল এবং দুর্গস্থিত ইংরেজের প্রাণরক্ষা হইল।

"এই হইল হিন্দুদিগের উদার ভাব, বীরত্বের ভাব—তার পরিবর্ত্তে তোমাদের জাতেরা হিন্দুদের অবজ্ঞা, অত্যাচার করিতে লাগিল। মৃত্যুর মুখ হইতে বাঁচাইয়াছিল বলিয়াই তোমরা এখন হিন্দুদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাক। তোমাদের জাতের ভিতর কৃতজ্ঞতা নাই, তোমরা হচ্ছ স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ জাত। তাই জগতের লোকেরা তোমাদের কেউ বিশ্বাস করে না।"

সিন্ধিয়া মহারাজ এই সময় অনেক সুশিক্ষিত ফরাসী সেনাপতি নিজের চাকরিতে রাখিয়াছিলেন এবং নিজের ফৌজ ফরাসী যুদ্ধ-

প্রণালীতে গঠন করিয়াছিলেন। ফৌজ খুব সুশিক্ষিত, তাহারা অনেক তোপ সংগ্রহ করিয়াছিল। আহ্মদ শা আবদালি দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসে। দিল্লীর সম্রাট্ তখন নামতঃ রাজা, কোন কিছুই শক্তি ছিল না। সিন্ধিয়া প্রভৃতি সকলে ফৌজ লইয়া পানিপথের যুদ্ধে গিয়াছিলেন এবং নানাস্থান থেকেও বিভিন্ন ফৌজ একত্রিত হইয়াছিল। পাছে যুদ্ধে জয় হইলে অপর রাজাদের ও দিল্লীর বাদশাহের আধিপত্য বাড়ে, এইজন্য অধীনস্থ কোনও কোনও রাজা লড়াই না করিয়া নিরপেক্ষভাবে রহিলেন। অবশেষে পানিপথের লড়াইয়ে দিল্লীর বাদশাহের হার হইল ও আহ্মদ শা আবদালির জিত হইল। মহারাজা সিন্ধিয়া ইহার পর নিজের রাজ্য ও আধিপত্য বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পানিপথের লড়াইয়ে কোনও সামন্ত রাজার* পুত্র মারা যায়, এবং সেই শোকে তিনি একপ্রকার উন্মাদ হইয়া যান। অবশেষে তিনি বৃন্দাবনে এক বিশিষ্ট মন্দির দর্শন করিতে গেলেন। হিন্দুরাজা মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছেন, সকলেই তাঁহাকে খুব অভ্যর্থনা করিল। রাজা ঠাকুরের কাছে ক্রমাগত মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন ও চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ঠাকুর, আমার ছেলে ম'ল কেন?" বিগ্রহ তো কথা কহিল না। অবশেষে ঠাকুরঘরে ঢুকে তিনি ঠাকুরের অলঙ্কার, সোনা, রূপা, হীরা সব নিজের হাতে খুলে নিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্, অবশেষে মন্দিরের সব জিনিস পুঁটলি বাঁধিয়া লইয়া

পানিপথে আহ্মদ শা দুরানী ?

* সিন্ধিয়ার রাজাকে কেন্দ্র করিয়া এই গল্পটি বৃন্দাবনে প্রচলিত (প্রথম সংস্করণের ১৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

নিজের দেশে চলিয়া গেলেন, শেষটা শোকে পাগল হইয়া মারা গেলেন।

গুডউইনের সহিত স্বামীজীর ইতিহাসের কথা যাহা হইয়াছিল তাহা কেবল একদিন প্রাতঃকালেই হয় নাই, এই সময় রোজই কিছু কিছু হইত। এইজন্য উপাখ্যানগুলি একত্র সন্নিবেশিত হইল।

নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া, ময়ুরসিংহাসন লইয়া দেশে চলিয়া গেল। কয়েক বৎসর পর তাহার মৃত্যু হইল এবং তাহার এক সেনাপতি আহ্মদ শাহ দুরানী বা আবদালি আফগান দেশে স্বয়ং রাজা হইয়া বসিল। এই দুরানী আফগান দিল্লীর বাদশাহের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া কয়েকবার লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিল। লোকটি অতি নিষ্ঠুর এবং লুঠতরাজ ভিন্ন অপর কিছু বুঝিত না। তাহার বিষয় একটি গল্প আছে। দুরানী সরদার অনেক বিবাহ করিয়াছিল, ছেলে-মেয়েতে তার প্রায় ১৫০টি জন্মিয়াছিল। লোকটি এত নিষ্ঠুর ও এত বর্ব্বর যে, মেয়ে ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহাকে মারিয়া ফেলিত; একটি মেয়েও সে জীবিত রাখিত না। পাছে ভূমিষ্ঠ হইলেই মারিয়া ফেলে এইজন্য একজন ধাই বা ধাত্রী ভূমিষ্ঠ হইলেই একটি মেয়েকে লুকিয়ে নিয়ে রাখে; এবং এ বিষয়ে এত গোপন করিয়াছিল যে সরদার কোন খবর পায় নাই। এইরূপে প্রায় ১৬ বৎসর কাটিয়া গেল। ধাইয়ের মনে হইল মেয়েটি এখন ১৫।১৬ বৎসরের হইয়াছে, দেখিলে বাপের হয়তো মনে স্নেহ হইবে, আর প্রাণে মারিবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া মেয়েটিকে একদিন

জংলী আফগানের কাণ্ড।

বাপের সামনে আনিয়া তাহার পরিচয় দিয়া দিল। জংলী সরদার এমনি নিষ্ঠুর ছিল যে শুনিবামাত্রই কোমরের তলোয়ার খুলিয়া তখনই মেয়েটিকে কাটিয়া ফেলিল। কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! এই হ'ল জংলী আফগানদের কাণ্ড! স্বামীজী এই কথা বলিতে বলিতে মুখ বিবর্ণ করিয়া মৌন হইয়া রহিলেন, সকলেরই মনে একটি বিষাদ ভাব হইল, কারণ স্বামীজীর বর্ণনা-শক্তি অতি সুন্দর ছিল। অভিনেতারাও সেইরূপ ভঙ্গি করিয়া ভাবপ্রকাশ করিতে পারে না, এইজন্য তাঁহার কথা ও বর্ণনা সকলের এত হৃদয়গ্রাহী হইত।

নাদির শাহের কথা।

স্বামীজী একদিন নাদির শাহের কথা পাড়িলেন। নাদির জাতিতে তাতার। ক্যাস্পিয়ান সাগরের ধারে মরুতটে ভেড়া চরাইত। তাহাতে তাহার মন উঠিল না, একটা দল ক'রে ডাকাতি সুরু করিল। অবশেষে সে পারস্য রাজ্যের ফৌজের সেপাই হইয়া প্রবেশ করিল। ডাকাতি করিয়া, লোক মারপিট, খুনখারাপি করিয়া অবশেষে সেনাপতি হইল এবং পারস্য দেশের রাজাকে মারিয়া ফেলিয়া সে নিজে রাজা হইল। কিন্তু যে জংলী সেই জংলীই রহিল। খুনখারাপি ছাড়া অন্য কিছু বুঝিত না; মানুষ মেরে মেরে, মানুষ মারা তার মাথার একটা ব্যামো হইল। কিন্তু লোকটার একটা গুণ ছিল; মুখ দিয়ে যা বলবে, ঠিক সে কাজ সে করবে, তা এতে লাভ হ'ক আর লোকসান হ'ক। তার কথাই ছিল—"নাদির দু'কথা বলে না।" অবশেষে এক সময় খোরাসানে (মেশেদ্ বা প্রাচীন তুষ সহরে) ছাউনি করিতেছে, তাহার প্রধান কর্ম্মচারী

কাজার ও তাতারবংশীয় ছিল। নাদির শুইবার সময় শপথ করিল, প্রাতে উঠিয়া সমস্ত তাঁবুর কাজারদের নির্ম্মূল করিবে। একটিকেও বাঁচিতে দিবে না। এই কথা শুনিয়া সকলে পরামর্শ করিল যে, নাদির যখন বলিয়াছে, সে তখন নিশ্চয় করিবে। তখন তাঁবুতে প্রায় পাঁচ হাজার কাজার ছিল। তাহারা একজোট করিয়া নাদিরের শোবার তাঁবুতে ঢুকিয়া নাদিরকে কাটিয়া ফেলিল। তাই থেকে কাজাররা পারস্যদেশের রাজা হইয়া আসিতেছে।

একদিন গুডউইন ইংরেজ সেপাইদের খুব বীরত্বের কথা বলিতে লাগিলেন। গুডউইনের কথার মর্ম্ম এই যে, ইংরেজ সেপাইয়ের মতো অন্য কোন সেপাই সাহসী হয় না। স্বামীজী চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। গুডউইনের কথা সমাপ্ত হইলে স্বামীজী তেজ করিয়া নিজের চেয়ারটিতে সোজা হইয়া বসিলেন।

Hypnotism.

তারপর বলিলেন, "হ্যাঁরে গুডউইন, তোর ইংরেজ সেপাইদের বীরত্বের তো সে বৎসর আফগান সীমান্তের লড়াইয়ে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। একদল আফগান পাহাড়ের উপর হইতে লড়াই করিবার জন্য ধীরে ধীরে নীচে নামিতে লাগিল। একজন একটা নিশান নিয়েছে আর একটা মোল্লা গলায় একটা বড় ঢোল ঝুলিয়ে বাজাচ্ছে। যত আফগানরা তাদের বন্দুক তলোয়ার নিয়ে হৈ হৈ ক'রে ভীষণ চীৎকার করছে এবং ক্রমেই এগুচ্ছে।

"এদিকে ইংরেজের তরফে এক পলটন দেশীসেপাই আফগানদের আক্রমণ করিতে চলিল ও তাহাদের ভিতর একজন লক্ষ্য করিয়া ঢোল-বাজানওয়ালা মোল্লাকে গুলি মারিল। মোল্লা পড়িয়া গেল।

কিন্তু পাছে ঢোলের আওয়াজ বন্ধ হয় ও আফগানরা পাছে ভয় পায় এইজন্য আর একজন লোক তাড়াতাড়ি ঢোলটা গলায় ঝুলাইয়া লইয়া বাজাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ভারতীয় সেপাইরা পাঁচজন আফগান ঢোল-বাজানওয়ালাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল। ষষ্ঠ লোক তখনই ঢোলটি গলায় ঝুলাইয়া লইতে তাহাকেও দেশী সেপাইরা গুলি মারিল। আফগান ঢোলওয়ালা তার সঙ্গীদের বলিল, তাহারা যেন নিশানের গায়ে ঠেস দিয়া দেয়; তখন তার চোখ বুজে আসছে ও হাত দুটিও নিস্তেজ হ'য়ে আসছে। কিন্তু তখনই দেশী সেপাইরা ঢোলের চামড়াতে গুলি মারিয়া চামড়া ছিঁড়িয়া দিল এবং ঢোলের আওয়াজ বন্ধ হইয়া গেল। তখন আফগানরা ভয় পেয়ে, ছোড়ভঙ্গ হ'য়ে পালিয়ে গেল। এই যে দেশী একজন সেপাই সমস্ত আফগানদের হারিয়েছিল, এর পুরস্কার হ'ল কি জানিস? একজন ইংরেজ সেপাই ভি. সি. (Victoria Cross) পেল, দেশী সেপাইটির নাম উল্লেখ পর্য্যন্ত করল না। ল'ড়ে মরে ভারতীয় সেপাইরা, বাহবা পায় ইংরেজ সেপাইরা। তোদের জাতের তো এই বীরত্ব, এই ন্যায়বিচার!

"দ্যাখ্, এই ভারতবর্ষটিকে hypnotise ক'রে ফেলেছে, তাইতেই অল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতবাসীদের বুকের উপর ব'সে রক্ত চুষে খাচ্ছে। কিন্তু যেদিন hypnotism (মোহিনীশক্তি) চুলোয় যাবে এবং ভারতবাসীরা নিজেদের ভিতরকার শক্তি বুঝতে পারবে, সেদিন তোদের চেপটে মেরে ফেলবে—will squeeze you like lemon" এই বলিয়া নিজে হাতে হাতে ঘর্ষণ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন।

"ত্থাখ্, তোদের ইংরেজ জাতটা এখনও টিকে আছে কেন জানিস? ফরাসীরা খুব বড় জাত হয়েছিল, খুব বীরের মতো কাজ করেছিল। ওদের একটি দোষ হয়েছিল—সেনাপতিরা, মন্ত্রীরা বিদেশীর কাছে ঘুষ খেয়ে নিজেদের জাতের অনিষ্ট করত; লড়াইয়ের মাঠে নিজের ফৌজ ধরিয়ে দিত। তাইতে ফরাসী জাতটা প'ড়ে গেল। তোদের হাজার দোষ দেখছি। তোরা অতি নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর জাত। কিন্তু একটা গুণ দেখছি, জাতির প্রতি ভালবাসাটি খুব প্রবল রয়েছে; মন্ত্রীরা, সেনাপতিরা ঘুষ খেয়ে সেপাই ধরিয়ে দেয় না, নিজের জাতের অনিষ্ট করে না; শুধু এই গুণটির দরুন তোদের জাতটা এখনও টিকে রয়েছে। যেদিন তোদের মন্ত্রী ও সেনাপতিরা শত্রুর কাছে ঘুষ খেয়ে নিজের জাতের অনিষ্ট করবে, সেইদিন থেকে তিন দিনের ভিতর চূর্ণ হ'য়ে যাবে, সব গুঁড়িয়ে যাবে; আর আগে তোরা যা জংলী ছিলি সেই জংলী থাকবি।"

মোগল সাম্রাজ্যের পতন।

একদিন মোগল সাম্রাজ্যের কথা উঠিল। কেন এত বড় রাজ্য চূর্ণ হ'য়ে গেল? স্বামীজী বলিতেন যে, মোগল সাম্রাজ্য নিজের পাপে নিজেই ধ্বংস হ'য়ে গেল। সার টমাস রো যখন ইংরাজদূত হইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে যান, তিনি লিখিয়াছেন, মোগল সম্রাট্ যখন এক স্থান হইতে অপর স্থানে যায় তখন তাহার সঙ্গে একটি সহর চলে; সহরে যত শ্রেণীর লোক বাস করে, বাদশাহের তাঁবুর সহিত তত শ্রেণীর লোক চলিয়া থাকে। কয়েক লক্ষ লোক শিবিরের সহিত গমন করিয়া থাকে, কোন জিনিসের অনাটন বা অভাব থাকে না। স্নানাগার বা হামাম-খানা, সে এক বৃহৎ ব্যাপার হইয়াছিল।

তারপর রান্নাবাড়ার ব্যাপার, তা আর কহতব্য নয়। পৃথিবীর মধ্যে ঐশ্বর্য্যে ও প্রতাপে মোগল বাদশাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। কবির কল্পনার বস্তু হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীরের পর সাজাহান ও আওরঙ্গজেবের ঐশ্বর্য্য ও ভোগ-বিলাস আরও বাড়িতে লাগিল। সেপাইয়ের সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে, এক টাকা মাসিক বৃত্তিতে একজন সেপাই নিযুক্ত হইত। কিন্তু এত সেপাই রাখার ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। সেপাইরা নিজেরাই গ্রাম নগর লুঠ করিতে লাগিল। এইরূপে প্রজার উপর নানা অত্যাচার হইতে লাগিল। অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস ও অতিরিক্ত সেপাই রাখার দরুন রাজ্যব্যয় সঙ্কুলান হইল না, সেইজন্য চাপে সাম্রাজ্য চূর্ণ হইয়া গেল।

ইংরাজ রাজ্য ধ্বংসের কথা।

ইংরেজরা অসাবধান ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অতি বিস্তৃত রাজ্য করিতেছে এবং প্রায়ই রাজ্যের পরিধি বাড়াইতেছে। উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণের লোক তেমন নাই। প্রায়ই তো বিশৃঙ্খলার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গুটিকতক স্বার্থপর ইংরেজ মন্ত্রী এত বড় সাম্রাজ্য নিজের স্বেচ্ছায় চালাইতেছে এবং নানাবিধ সিপাইসান্ত্রীর খরচা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। “It will crumble to pieces out of sheer weight.” এই চাপেই ইংরেজ রাজ্য চূর্ণ হ’য়ে যাবে, এত বড় রাজ্য কখনও চলতে পারে না।

রোমের বাদশাহেরা সহরের লোককে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য নিজ ব্যয়ে সহরের গরীব লোককে খাইতে দিত। তাহারা নির্ভাবনায় খাইতে পাইয়া গুণ্ডার দল তৈয়ারি করিত এবং নানা প্রকার

উপদ্রব করিত। মোগল বাদশাহেরা দিল্লীর অনেক গরীব লোককে, বিশেষতঃ মুসলমানকে নিজের ব্যয়ে খাইতে দিত। তাহাতে একদিকে যেমন ভাল হইত তেমনি অপর দিকে গুণ্ডা, চোর-ছ্যাঁচড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত। পরিশেষে ইহারই কুফল হইয়াছিল। ইহাও মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের একটি কারণ। গুণ্ডা বদমাস লোকেরা জোর-জবরদস্তি ক'রে সরকারী খরচায় নিজেদের সংসার প্রতিপালন করিত, আর না পাইলেই বিপ্লব করিত; ইহাতে রাজ্যের সুশাসন চলে না।

রোম ও দিল্লীর গুণ্ডা।

একদিন স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, ভারতবর্ষের লোকের বর্ণ সাদা ছিল। White Indians এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। তারপর বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার হওয়ায় নানা শ্রেণীর রক্ত সংমিশ্রণ হয় এবং তাতার ও ভিন্ন জাতির সহিত রক্তের সংমিশ্রণ হয়। তারপরই ভারতবর্ষে লোকের বর্ণ মলিন হয়; এইটি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের একটি দোষ রহিয়া গিয়াছে।

আট

একদিন ইংরেজের ও চীনের লড়াইয়ের কথা উঠিল। গুডউইন বলিতে লাগিলেন, ইংরেজরা নিজের বীরত্বে তাহাদের বিরাট রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, ইংরেজই তাহা নিজের বলে সংরক্ষণ করিবে। স্বামীজী শুনিয়া একটু বিরক্তভাব প্রকাশ করিয়া প্রকৃত ইতিহাসের কথা বলিতে লাগিলেন।

চীনের লড়াই ও হিন্দুর বীরত্ব।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "চীনের লড়াই বা অন্য জায়গাকার লড়াইয়ে ইংরেজরা কি করেছিল? আমার হিন্দু সেপাইরা সর্ব্বত্র গিয়ে লড়াই করেছে, লড়াইয়ে জিতেছে, নিজের গায়ের রক্তপাত ক'রে রাজ্যস্থাপন করেছে আর সেই রাজ্য ইংরেজের হাতে তুলে দিয়েছে। হিন্দুর রক্তে ও হিন্দুর অর্থে এত বড় সাম্রাজ্য হয়েছে। তোরা, ইংরেজরা, কি করেছিস? হিন্দুর রোজগারের জিনিস, মাঝখান থেকে তোরা মুনাফা খাচ্ছিস। ইজিপ্টের যুদ্ধে কারা লড়াই করেছিল? আমার হিন্দু সেপাইরা গিয়েছিল; তোদের যত সাম্রাজ্য বাড়িয়েছিল। যে জাগয়াটা অধিকার করেছিলি, সবটায় আমার হিন্দু সেপাই লড়েছে। তাদের গায়ের রক্ত জলের মতো ঢেলেছে, আর তাদের টাকা অজস্র ঢেলেছে, তবে তো তোরা বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিস। পলাশীর লড়াইয়ে কয়টি ইংরেজ ছিল? সবই তো আমার দেশী সেপাই, এরাই তো ইংরেজ রাজ্য জয় করলে। মিউটিনির সময় কয়জন ইংরেজ ছিল? আমার দেশী সেপাইরাই তো রাজ্য জয় ক'রে ইংরেজের হাতে তুলে দিলে।

তোদের জাত লড়াইয়ে কবে বীরত্ব দেখিয়েছে? নিজেরা তো কাপুরুষ, লোককে ভুলিয়ে (hypnotise ক'রে) জগতের উপর আধিপত্য করছিস। হিন্দুর রক্তে ও হিন্দুর অর্থে এই বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন হয়েছে—জেনে রাখিস, আজকের বৃটিশ এম্পায়ার একদিন হিন্দু সাম্রাজ্য হ'য়ে যাবে। রোমানরা যেমন স্পেন, জার্ম্মানী, গ্রীস প্রভৃতি নানা দেশ জয় করেছিল, পরে স্প্যানিয়ার্ডরা ও জার্ম্মানরা রোমের বাদশা হ'য়ে বসল; রোমানরা তখন অধীনস্থ হ'য়ে রইল। তোদের বৃটিশ সাম্রাজ্যটা ঠিক সেইরূপ হ'য়ে যাবে।"

এইরূপ তীব্র কথা শুনিয়া গুডউইনের মনে জাতীয় ভাব প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। গুডউইন বলিতে লাগিলেন, "No Swami, your men do not know how to fight." স্বামীজী আরও উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমার হিন্দুরা লড়তে জানে না? গ্রীকদের আলেকজাণ্ডার যখন পারস্য জয় ক'রে গর্ব্বে মহা স্ফীত হ'য়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, কে তাহাকে প্রথম রুখেছিল? সেই একজন হিন্দুরাজা পোরাস্ (পুরুরাজ) আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধতৃষ্ণা মিটিয়ে দিয়েছিল। Battle of Arbela-তে ভারতীয় সৈন্য পারস্য সম্রাট্ Darius Codomannus-এর সহায় হ'য়ে ভীষণ যুদ্ধ করেছিল এবং আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি পার্মিনিয়নের সেনা-বিভাগকে বিধ্বস্ত ও বিদ্রাবিত করেছিল। এইজন্য আলেকজাণ্ডার ভারতবাসীদের সহিত যুদ্ধ করতে মনস্থ করে। দেখ, তুমি বল্লে আমার হিন্দুরা লড়তে জানে না! আবহমান-কাল থেকে হিন্দুরা বীরত্বের জন্য বিখ্যাত। তবে তাহারা ইংরেজ জাতের মতো নিমক-হারামি জানে না, ও অকৃতজ্ঞ নয়। তুমি জান না? মিউটিনির সময়

সেপাইরা বললে, 'অনেকদিন ইংরাজের নিমক খেয়েছি, তাদের এখন বিপদ, তাদের এখন কোনরূপে বাঁচাতে হবে'। এইজন্য তাহারা নিজের লোক উচ্ছন্ন দিয়ে বিদেশী রাজ্য পুনরায় স্থাপন করল। হিন্দুদের হচ্ছে chivalrous spirit, তারা অত নিমকহারামি বা বেইমানি জানে না। আর তোমরা যে বড় জাত ব'লে এত বড়াই কর, ভারতবর্ষ তো জোচ্চুরি ক'রে নিয়েছ। তোমাদের মাথায় তো একটি নরম বালিশ ছিল না, অতি গরীব নগণ্য জাত ছিলে। ইয়োরোপের ইতিহাসে ইংরেজরা পিছনে-পড়া জাত। ফরাসীরাই তখন প্রধান জাত ছিল; শুধু ভারতবর্ষ পেয়ে, ভারত-বর্ষের ধনরাশি পেয়ে তোমাদের তো এখন এত বল হয়েছে। কিন্তু দেখ, যেদিন হিন্দুদের মোহ কেটে যাবে এবং ভিতরকার সুষুপ্ত শক্তি জাগ্রত হবে, সেদিন লেবু নিচড়ানোর মতো তোমাদের সব চেপটে ফেলবে, will squeeze you like lemon"—এই বলিয়া নিজের করদ্বয় নিষ্পেষণ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন।

গুডউইন বলিতে লাগিলেন, "You are a great man, no doubt; but your men do not know how to govern themselves. We, the British people, are the best men to govern India."

স্বামীজী গুডউইনের এই কথা শুনিয়া একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, চন্দ্রগুপ্তের সময় মেগাস্থিনিস যখন ভারতে আসিয়াছিল, সে সমস্ত লিখিয়া গিয়াছে। তাহার লেখা হইতে পাওয়া যায় যে, গ্রামগুলি এক একটি ছোট republic; গ্রামবাসীরা একজনকে প্রধান নিযুক্ত করে, এই

নিযুক্ত ব্যক্তিই গ্রামের সমুদায় কার্য্য দেখিয়া থাকে। চুরি, ডাকাতি নাই বলিলেও হয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যবসা করে এবং সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে। লোকেরা অতিশয় সত্যবাদী ও ধর্ম্মপরায়ণ, কুটিলতা বা প্রবঞ্চনা তাহাদের মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইংরাজ রাজত্বে ভারতের দুর্দ্দশা।

স্বামীজী আরও বলিতে লাগিলেন যে, যেসব স্থানে ইংরেজের প্রভাব প্রবেশ করে নাই, বা হিন্দু রাজাদের রাজ্যে প্রজারা এখনও অনেক পরিমাণে সুখে বাস করে। কিন্তু যেখানেই ইংরেজদের কিছু প্রভাব প্রবেশ করেছে সেখানেই দুঃখ, দারিদ্র্য ও নানারকম উৎপাতের সুরু হয়েছে। ইংরেজরা ছলেবলে গরীব প্রজাদের লুটতরাজ করছে। তাহারা কেবল নিজেদের দেশেরই শ্রীবৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্যবিস্তারের চেষ্টা করছে। ভারতবাসীরা ক্রমশঃই গরীব হ'য়ে পড়ছে। গুডউইনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "এই তো তোমাদের শাসনপ্রণালী, তবুও বলছ, ভারতবাসীরা নিজেদের শাসন করতে জানে না?" স্বামীজী ঐতিহাসিক বিষয়ে সর্ব্বদাই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন।

গুডউইন কিন্তু স্বামীজীর একজন প্রধান ভক্ত হইলেও ইংরেজের যা গোঁড়ামি তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গুডউইন radical দলের লোক হইলেও তাঁহার ঐ একই কথা, "No Swami, your men do not know how to fight. We, the British people, are the best fighters. No Swami, you are a great man, no doubt, but your men do not know how to govern themselves." স্বামীজী এবারেও

উত্তেজিত হইয়া অনেক কড়া কথা বলিলেন, যথা ক্লাইভের 'Red treaty and white treaty', অর্থাৎ উমিচাঁদের সহিত সন্ধিপত্র ও মীরজাফরকে সন্ধিপত্র দেওয়া, নিজের নাম সহি করা প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইল না।

একদিন কথা উঠিল যে, Sir M. M. Bhownagri নামক একজন পার্শী Parliament-এর সদস্য হইয়াছেন*। গুডউইন বড় নাম উচ্চারণ করিতে না পারিয়া অনেক প্রকার ব্যঙ্গ করিয়া উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী বলিলেন যে, প্রথম Parliament-এ সদস্য হইবার চেষ্টা একজন বাঙ্গালীর মাথা হইতে উঠে। লালমোহন ঘোষ কলিকাতার একজন ব্যারিস্টার; তিনিই প্রথম এই চেষ্টা করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই ও পরে একেবারে নষ্ট হইয়া যান। তারপর এই চেষ্টারই ফলে দাদাভাই নাওরজী নামক একজন পার্শী Parliament-এ প্রবেশ করেন ও তারপর এই Sir Bhownagri সদস্য হন। কিন্তু প্রথম একজন বাঙ্গালীই এ পদের জন্য চেষ্টা করেন।

পার্লামেন্টের সদস্য।

গুডউইনের সহিত ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমি কয়েকদিন পূর্ব্বে এক General-এর সহিত ভারতীয় রাজনীতির বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম। আমি কথাপ্রসঙ্গে কহিলাম যে, ভারতবর্ষ পাইবার পূর্ব্বে ইংরেজদের মাথায় এত নরম বালিশ ছিল না, তাহারা সামান্য নগণ্য জাতি বলিয়া

ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে জেনারলের মন্তব্য।

* M. P. for Bethnal Green

পরিচিত ছিল—শুধু ভারতবর্ষ হাতে পাইয়া এবং ভারতের সোনাদানা লুট করিয়া আজ তাহারা ভোগবিলাসী হইয়া উঠিয়াছে। জেনারলটি নিজেই এই কথা স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, ভারতবর্ষই ইংরেজদের সকল দিক্ দিয়া বাড়াইয়া দিয়াছে।" গুডউইন ভারতের ইতিহাস বা নিজের দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত বিশেষ জানিতেন না, শুধু খবরের কাগজ হইতে বর্ত্তমান সময়ের কথা পাঠ করিয়া যতটুকু জ্ঞান থাকা সম্ভব তাহাই তাঁহার ছিল। এইজন্য উভয় দেশের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বামীজীর নিকট হইতে শুনিয়া বিস্মিত হইতেন। নিজেদের জাতের বিরুদ্ধে কথা শুনিলে আপত্তি করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু এরূপ আলোচনায় স্বামীজীর উপর তাঁহার শ্রদ্ধা আরও অকপট হইয়া উঠিত। মুখে তাঁহার একই বুলি ছিল, "ইংরেজরাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি, ভারতের লোকেরা সমস্ত কাজেরই অনুপযুক্ত।"

স্বামীজী সময় সময় দু'চার দিন ধরিয়া উত্তেজিত হইয়া থাকিতেন। এইরূপ এক সময়ে সারদানন্দ স্বামীর সহিত কংগ্রেস লইয়া কথাবার্ত্তায় তিনি বলিলেন—"ভারতের লোক-গুলো কংগ্রেস কংগ্রেস ক'রে মিছামিছি হৈ চৈ করছে কেন? কতকগুলো হাউড়ো লোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলা-বাজি করলেই কি কাজ হয়? চেপে বসুক, নিজেদের Independent ব'লে declare করুক, হেঁকে বলুক, 'আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলাম', আর সমস্ত স্বাধীন Government-কে নিজেদের Declaration-পত্র পাঠিয়ে দিক; তখন একটা হৈ চৈ উঠবে।" তারপর তিনি বলিতে লাগিলেন,

কংগ্রেস ও ভারতের দাবী।

"জগতে ভারতবর্ষ ব'লে যে একটা দেশ আছে, তা বেশীর ভাগ লোক জানেই না। আমেরিকানরা কি ক'রে সারা জগতে সাড়া তুলেছিল? কেবল কি গলা-বাজিতে কাজ হয়? বেপরোয়া হ'য়ে কাজ করতে হবে। বিধিমতে কাজ ক'রে যাব, তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক"—এইরূপ বলিতে বলিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন।

পরে আবার বলিতে লাগিলেন,—"পড়ুক গুলি আমার বুকে; আমেরিকা, ইউরোপ একবার কি রকম কেঁপে উঠবে! তখন বুঝবে বিবেকানন্দ কি জিনিস! আমেরিকায় এমন স্থান নেই যেখানে বিশ-ত্রিশ হাজার লোক নিতান্তই আমার অনুগত নয়। আমার রক্ত পড়লে সারা জগতে একটা সাড়া প'ড়ে যাবে। কংগ্রেস জোর-গলায় নিজেদের স্বাধীনতা declare করুক, শুধু মাগীদের মতন ব'সে ব'সে কাঁতুনি গাইলে কি হবে?" স্বামীজীর এই উত্তেজিতভাবের কথাবার্ত্তা সেদিন সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক নীরবে স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

রুশিয়ার কথা।

স্বামীজী একদিন রুশিয়ার কথা বলিতে লাগিলেন। জংলী রুশগুলো ইউরোপ ও এশিয়ার মাথার উপর চেপে ব'সে আছে। তাদের জমিজমা সব একলাক্ত অর্থাৎ একসঙ্গে। রুশ গবর্ণমেণ্ট খুব জবরদস্ত। সেণ্ট্রাল এশিয়ার তাতারগুলো চিরকাল জগতে উৎপাত ক'রে এসেছে, কিন্তু সেই দুর্দ্ধর্ষ তাতারগুলোকে শায়েস্তা করেছে রুশরা; তাদের টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করবার উপায় নেই। এখন রুশরা যখন যার উপর ইচ্ছা অত্যাচার করে, তাদের জমি একলাক্ত থাকায় বিশেষ সুবিধা।

ইংরেজদের এ বিষয়ে বড়ই অসুবিধা, কারণ রুশদের মতো তাদের জমি এক জায়গায় না থাকায় বিভিন্ন বড় বড় টুকরা টুকরা জায়গা নিয়ে তাদের ঘর করতে হয়। স্বামীজী প্রায়ই বলিতেন, এইরকম বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য চিরকাল চলতে পারে না—শীঘ্রই আলগা বাঁধন একেবারেই খুলে যাবে।

নুরজাহানের কথা।

একদিন ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের ব্যাপারে নুরজাহানের কথা উঠিল। স্বামীজী প্রাতর্ভোজনের পর নুরজাহানের ইতিবৃত্ত আরম্ভ করিলেন। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে ব'সেই কিরূপে শের খাঁকে (শের আফগান) হত্যা করিয়ে নুরজাহান ও তার কন্যাকে আগ্রায় কয়েদ ক'রে আনল, সে বিষয়ে স্বামীজী আগাগোড়া ব'লে যেতে লাগলেন। নুরজাহানকে রাজবাড়ীর একটা নীচু ঘরে রাখা হ'ত; প্রথন প্রথম নুরজাহান জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া দূরে থাক, স্বামীহন্তা ব'লে তাকে খুবই ঘৃণার চক্ষে দেখত। জাহাঙ্গীর মনে করল, নুরজাহান নিরাশ্রয়া হ'লেই অচিরেই তাহার শরণাগত হবে; কিন্তু নুরজাহানও জাহাঙ্গীরকে পরাজয় করতে দৃঢ়সঙ্কল্প করল। নুরজাহান নতুন নতুন বেশ প'রে জাহাঙ্গীরের সুমুখ দিয়ে মাঝে মাঝে চ'লে যেত এবং জাহাঙ্গীরের দিকে বেশ অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়েই মুখ ফেরাত। এইরকম কিছুদিনের পর জাহাঙ্গীর কাবু হ'য়ে পড়ল। জাহাঙ্গীরকে পরাজয় স্বীকার করিয়ে নুরজাহান তাকে বিবাহ করে। নুরজাহানের কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী তার জন্মবৃত্তান্ত আরম্ভ করলেন। নুরজাহান পারস্যদেশীয় এক বণিকের কন্যা। বণিকের কাজকর্ম্ম নষ্ট হ'য়ে যায়। সেই সময় ভারতবর্ষে আকবর বাদশার খুব নাম। বাদশার আশ্রয়

পাবার জন্যে বণিক ভারতবর্ষে আসে। তখন তার স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। পথিমধ্যেই একটি কন্যারত্ন প্রসব করে। বণিকের অবস্থা সে সময় এত বিপর্য্যস্ত যে, মেয়েটিকে দুধ খাওয়াবার পর্য্যন্ত সঙ্গতি ছিল না। মরুদেশে জল মেলাও কঠিন; তাই গায়ের ঘাম খাইয়ে মেয়েটির জিভ ভিজিয়ে রাখতে হ'ত। যখন কোনও মতেই মেয়েটিকে বাঁচাবার সুবিধা হ'ল না, একটি স্ত্রীলোকের কাছে মেয়েটিকে বিক্রী ক'রে ফেললে। স্ত্রীলোকটি মেয়েটিকে অপরের কাছ থেকে কিনলেও তার উপর এত মায়া প'ড়ে গেল যে, নিজের কন্যার অধিক তাকে স্নেহ করতে লাগল। সেও বণিকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছিল। ভারতবর্ষে পৌঁছলে ভারতসম্রাট্ আকবর বাদশা বণিকের থাকবার সুন্দর বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন, বণিকের আবার অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'ল।

তাইমুরের কথা।

স্বামীজী একদিন বলতে লাগলেন,—তাইমুরের জন্ম হয় মধ্য-এশিয়ায়। লোকটা লেঙ্গড়া ছিল, এইজন্য লোকে তাকে তাইমুর লঙ্গ বলত। প্রথম-জীবনে তাইমুরের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না, তারপর যুদ্ধ জয় ক'রে পৈত্রিক রাজ্য হস্তগত করে। এই সময় সে বর্ব্বর তাতারদের এককাট্টা করে; এবং লুটের অংশ পাওয়া যাবে এই লোভে অনেক জংলীতাতার তাইমুরের খোঁজে আসতে লাগল। তাইমুর দেশবিদেশ লুট করতে লাগল, এবং নগর গ্রাম যেখানেই যেত, সেগুলোকে একেবারে ধ্বংস ক'রে ফেলায় তার পৈশাচিক আনন্দ ছিল; আর অধিবাসী লোক-গুলোকে নির্ম্মমভাবে মেরে ফেলত। জংলী তাতাররা তাইমুরের সঙ্গে এত জড় হ'ল যে, কোন রাজ্যই তাইমুরের বর্ব্বরতার প্রতিরোধ

করতে সক্ষম হ'ল না। এইরকম ক'রে নানা দেশ উচ্ছন্ন দিয়ে, শেষে ভারতবর্ষে সদলবলে তাইমুর প্রবেশ করে ও ভারতবর্ষকে রীতিমত আক্রমণ করে। দিল্লী, মিরাট (মথুরা?) প্রভৃতি সহরে লোকগুলোকে মেরে উজাড় ক'রে দিতে লাগল, এবং যত মানুষ মারতে লাগল, ততই মারবার ইচ্ছেটা আগুনের মতো হল্কা দিয়ে উঠতে লাগল। ভারতবর্ষ থেকে ফিরতি মুখে বহুসংখ্যক লোককে গোলাম ক'রে বেচবার জন্য নিয়ে গেল। যখন হিমালয় ভেদ ক'রে নিজের দেশ মধ্য-এশিয়ার দিকে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ দেখল তার সঙ্গে খোরাক আর বেশী নেই। পথও অনেক বাকী—অবশেষে এক লক্ষ ভারতীয় কয়েদীকে কেটে ফেলবার হুকুম দিল। তার জঘন্য অনুচরেরা আজ্ঞা পাবামাত্রই তাদের মাথা এক এক ক'রে উড়িয়ে দিল। এত নিষ্ঠুরতা ইতিহাসে বিরল—এক লক্ষ লোকের মাথা কাটা ছেলেখেলার মতোই তাইমুরের কাছে মনে হ'ত। তাইমুরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বামীজী এরূপ ভাবব্যঞ্জক ও বিরক্তিপূর্ণ উত্তেজনা-সহকারে বলতে লাগলেন যে, শ্রোতারা যেন সেই ছবিগুলি চোখের সামনে বিভীষিকার মতো দেখতে লাগল। ভয়ে সকলের মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছিল।

একদিন স্বামীজী কাশীর রাজা চৈৎ সিং এর কথা সুরু করলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর সেপাইরা কি ক'রে চৈৎ সিং-এর রাজ্য লুট করেছিল ও লোকের উপর অত্যাচার করেছিল, সমস্ত বলতে লাগলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর সেপাইদের অত্যাচার দেখে কাশীর লোকেরা রাজবাটীতে গিয়ে চৈৎ সিং-কে বললে—"শিগ্গীর পালান, নইলে

চৈৎ সিং-এর কথা।

আপনিও মারা যাবেন।" এই বিষয়ে তারা একটা ছড়া বেঁধেছিল :

"হাতিপর হাওদা, নেইত ঘোড়ে পর জিন্ !
ভাগো ভাগো, আতে ওয়ারাণ হেষ্টিং ॥"

কিছুদিন পরে ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন নিজে কাশীতে আসে, তখন সহরের লোকেরা যে যেখানে পারল, বাড়ী ঘর ছেড়ে পলায়ন করেছিল। তখন নৌকা বা বজরা ক'রে কাশী যেতে হ'ত। ওয়ারেন হেষ্টিংস নিজের লোকদের জিজ্ঞেস করল, "লোকগুলো পালায় কেন?" হেষ্টিংস-এর লোকেরা খবর নিয়ে এসে জানাল যে, কোম্পানীর লোকেরা আগে এরূপ অত্যাচার করেছে যে, তা বলবার নয়; এখন ওয়ারেন নিজে আসছে শুনে তাদের ভয় হয়েছে, এবার অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা হবে, এইজন্যে প্রাণভয়ে তারা যে যেদিকে পারে পলায়ন আরম্ভ করেছে। হেষ্টিংস শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা প্রথম প্রথম এইরূপ অত্যাচার করত।

তারপর মিউটিনির কথা উঠল। স্বামীজী বলতে লাগলেন,—প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মহা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে।

মিউটিনির কাণ্ড।

তারা পার্লামেণ্ট বা কিছুই মানত না। কারবারী কোম্পানী একটা বিপুল সাম্রাজ্য পেয়ে গেল। কারবার চালাবে, না রাজত্ব করবে? লাভ করাই প্রথম প্রথম তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এইজন্যে নানা বিষয়ে যথেচ্ছাচার করতে লাগল। এইরূপে কিছুদিন কারবার করার পর কোম্পানীর ভারতীয় সেপাইরা পর্য্যন্ত চ'টে গেল। তারা কোম্পানীর হাত থেকে ভারতকে বাঁচাবার জন্য লড়াই করতে পেছপাও হ'ল না। কিন্তু

নায়ক তো সে সময় একটা নয়, ভিন্ন ভিন্ন নায়ক। মুসলমানেরা বলল, তারা দিল্লীর বাদশাকে পুনরায় ক্ষমতাশালী করবে; হিন্দুরা রুখে উঠল—তারা বাজীরাও-এর ছেলে নানাসাহেবকে * হিন্দু সম্রাট্ করবে। ছোট ছোট নেতারাও যে যার স্বাধীন রাজা হবার চেষ্টা করলে। সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেউ কারুর কথা কাণে দেয় না। সেপাইরা ইংরেজীভাবে লড়াইয়ে শিক্ষিত, কিন্তু না আছে তাদের নায়ক, না আছে খোরাক। অবশেষে এক মুটো চালের জন্যে তারা লুটপাট আরম্ভ করল এবং নিজেদের পর্য্যন্ত রাজ্য লুট করতে সুরু করল। হিন্দুরা মুসলমানদের, মুসলমানরা হিন্দুদের লুটতরাজ করতে লাগল। এমন দুরবস্থায় সেপাইরা পড়েছিল্ যে, খোরাকের জন্য তাদের ঐ সময় মুক্তার মালা বেচতে হয়েছিল। এই সুযোগ পেয়ে ইংরেজরা নতুন দেশী সেপাই তৈরি ক'রে মিউটিনি দমন করে ও দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ জয় করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচারের ফলে ভারতের রাজ্যশাসন হস্তান্তরিত হ'ল—পার্লামেণ্টের হাতে গেল। আগে কোন বিচার করতে হ'লে কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্ (Court of Directors) ছাড়া অপর কেহ ছিল না। তারা যা ইচ্ছে তাই করত, এখন পার্লামেণ্টের হাতে যাওয়ায় শৃঙ্খলা অনেক পরিমাণে এসেছে, কিন্তু অপমানের লাঞ্ছনা যেমন ছিল তেমনই আছে, কেবল প্রকার-ভেদ।

গুডউইন radical পন্থীর লোক ছিলেন, এইজন্য জমিদারের উপর বড় চটা ছিলেন। একদিন বলিতে লাগিলেন, ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্টের আয় কি? সারদানন্দ স্বামী বলিলেন যে, জমির

---

* দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র।

খাজনা বা land revenue এইটাই বিশেষ আয়, তা ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই টেক্স আছে। গভর্নমেণ্ট এত টেক্স নেয় যে, প্রজারা জর্জ্জরিত হইয়াছে। এমন কি, লবণের উপরেও টেক্স দিতে হয়। ভারতবর্ষে প্রত্যেক জিনিসের উপর টেক্স। মুসলমানদের সময়ে আওরঙ্গ-

ইংলণ্ডের জমির খাজনা। লবণ শুল্ক।

জেবের জেজিয়া বা খাজনা ছিল; সেটা খালি হিন্দুর উপর কর ধার্য্য হইয়াছিল, মুসলমানেরা বাদ ছিল। সেটা শুনি যে ভীষণ; তবু লোকে তখন খাইতে পাইত কিন্তু ইংরাজ আমলে টেক্স এত বেশী যে, লোকে খাইতে পায় না। গুডউইন এই কথাগুলি শুনিয়া চটিয়া গেলেন এবং ইংরাজকে গালি দিতে লাগিলেন। তারপর গুডউইন নিজেদের দেশের কথা বলিতে লাগিলেন। "দেখ দেখি, এই দেশে কি অন্যায় আচরণ? এইখানকার জমিদারেরা হইতেছে জায়গীরদার, তাহারা এক পয়সা খাজনা দেবে না; land revenue সমস্ত ইংলণ্ডে মাত্র পাঁচ হাজার পাউণ্ড। আর প্রজারা টেক্স, খাজনা সব দেবে।" সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক ইংলণ্ডে জমির খাজনা নাই, land revenue কেবলমাত্র পাঁচ হাজার পাউণ্ড শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। সারদানন্দ বলিলেন, "ভারতবর্ষে গভর্নমেণ্ট হচ্ছে বড় জমিদার ও জমির মালিক। গভর্নমেণ্ট ছোট ছোট জমি ভাগ করিয়া লোককে দেয় ও খাজনা লয়।" গুডউইন বলিলেন, "আমাদের দেশে জমি জায়গীরদারদের। রাজার নিজের দরুন খানিক জমি আছে, তাহাকে crown-lands বলে। তাহা ছাড়া গভর্নমেণ্টের বিশেষ জমি নাই। এই জমিদার-গুলি নিজেরা ভাড়া নেবে, নানারকম ক'রে টেক্স খাজনা নেবে,

আর খাজনা টেক্স কিছু দেবে না। রাজস্ব সমস্ত পড়ল গরীব প্রজাদের উপর। এইসব জমিদারেরা বইতে পারে না; নিজেরা শুধু লাভটি খাবে, আর গরীব প্রজারা টেক্স খাজনার ভার বইবে। দেখ দেখি এই বিশপগুলো, উহারা তো জমিদার, অট্টালিকা-বাড়ীতে থাকবে; কি রকম চেয়ার, কি খোশ তোয়াজে থাকবে! আর গরীবগুলো শক্ত কাঠের চেয়ারে বসবে, আর লর্ড বিশপের দরুন টেক্স খাজনা যোগাবে। এইসব দেখে সাধারণ লোকেরা চ'টে গেছে—কেন বিশপেরা কি সাধারণ লোকের মতো থাকতে পারে না? খোশ তোয়াজে না থাকিলে কি ধর্ম্ম হয় না? যীশু কি এত খোশ তোয়াজে থাকিত? বিশপ ও জমিদার এদের একতার কেড়ে লওয়া চাই। এইসব নিয়ম বদলাইয়া দাও, তাহা না হইলে দেশে সুখশান্তি হইবে না।" গুডউইন এই কথা বলিতে বলিতে কিছু উত্তেজিত হইয়া গালমন্দ করিতে লাগিলেন। সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী ঘোড়ার গাড়ীর চাকার কথা বলিতে লাগিলেন। "আমেরিকায় কয়েক বৎসর থাকিয়া দেখিলাম যে, আমেরিকা সর্ব্ববিষয়ে নূতন জিনিস করিতেছে। আর ইউরোপের অনেক স্থান ঘুরলুম ও দেখলুম; পুরানো সেকেলে জিনিস সব—ধেবড়া ধেবড়া, মোটা মোটা জিনিস; চোস্ত নূতনরকম জিনিস খালি আমেরিকায় দেখতে পেলুম। কি বাড়ী করা, কি জুতা, কি পোষাক, কি জামার বোতাম, আমেরিকায় সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সব নূতন ধাঁজের। প্রত্যেক জিনিস দেখলে বোধ হয় যে, জাতটার ভেতর

আমেরিকা ও ইউরোপ।

একটা সতেজ জীবন্ত শক্তি রয়েছে। আর ইংলণ্ডে সব পুরানো ধাঁজের জিনিস। ঘোড়ার গাড়ীর চাকাগুলো আমেরিকায় দেখলুম; পাতলা ফিন্‌ফিনে, দেখলে বোধ হয় যে, চাপলে যেন ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু এত মজবুত ও শক্ত যে, খুব টেঁকে। ওরা করে কি জান? প্রথম, কাঠখানা নিয়ে season করে (পাকায়) তারপর ভয়ানক pressure (চাপ) দেয়; সেই কাঠটা শক্ত হ'য়ে যায়, তারপর গড়ন করে। এইরূপ কাটা পাত সরুল ও এত মজবুত! দেখতে যেমন পরিষ্কার, ওজনেও তেমনি হালকা হয়। আমেরিকার সব জিনিসগুলো দেখলে বুকে যেন একটা আহ্লাদ ও উৎসাহ হয়। তারা মানুষের শক্তির পরিচয় দিচ্ছে।" স্বামীজী এইরূপ বলিতে বলিতে বিশেষ হর্ষিত হইয়া উঠিলেন। বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "যা, আমেরিকায় যা, ইংলণ্ডে থেকে কি হবে? সেটা হচ্ছে নূতন দেশ, নূতন উৎসাহ, সেটা দেখলে মাথাটা খুলে যাবে, একটা নূতন ভাব আসবে। এই বুড়টে দেশে নূতন ভাব আসে না; নিজের উদ্যমে কিছু করতে হ'লে আমেরিকা দেখতে হয়। বুড়টে দেশে থাকলে লোক বুড়টেই হ'য়ে যায়, নূতন ভাব আর কিছুই আসে না।" সেদিন স্বামীজী আনন্দিত হইয়া আমেরিকার অনেক সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

একদিন বিকালবেলা রান্নার কথা উঠিল। স্বামীজী বলিলেন, মাংসের সঙ্গে পেঁয়াজ খাওয়া একটা বহু প্রাচীন প্রথা। পেঁয়াজকে পলাণ্ড (পলাণ্ডু) বলে—পল মানে মাংস, মাংসের সহিত সেটা ব্যবহৃত হয়, এইজন্য উহাকে পলাণ্ড বলে। পেঁয়াজ ভাজিয়া খাইলে দুষ্পাচ্য, পেটের ব্যামো করে, কিন্তু পেঁয়াজ সিদ্ধ করিয়া খাইলে

উপকার করে এবং মাংসের যে constiveness থাকে সেটা নাশ করে, bowels clear করে। এইজন্য সর্ব্বদেশে বহুকাল হইতে পেঁয়াজ প্রচলিত।

স্বামীজীর মনে আনন্দ হইলে এক এক দিন গুনগুন করিয়া বাংলা গান করিতেন। গুডউইন বাংলা গান কিছুই বুঝিতে পারিতেন না বা সুরও তাঁহার ভাল লাগিত না। একদিন প্রাতর্ভোজনের পর স্বামীজী উপরকার ঘরে গেলেন, ঘরে গুডউইন, সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক রহিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের কথা উঠিল, এবং ইউরোপ ও ভারতবর্ষের সঙ্গীতের বিষয় অল্পবিস্তর সারদানন্দের সহিত কথা হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে বড় বড় গাইয়ে আছে এবং তাঁহাদের সঙ্গীতপ্রণালীও ভিন্ন রকম। সারদানন্দ স্বামী এইটা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কলিকাতায় যাহারা বিশিষ্ট ধ্রুপদ-গায়ক, স্বামীজী তাহাদের মধ্যেও একজন বিশিষ্ট গায়ক বলিয়া পরিচিত। গুডউইন কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। সারদানন্দ স্বামী সহজ করিয়া বুঝাইলেন যে, স্বামীজী একজন বড় গাইয়ে এবং গাইয়ে হিসাবে তাঁহার কলিকাতায় বেশ নাম আছে।

স্বামীজীর গান গাওয়া।

গুডউইন শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হাততালি দিয়া বলিলেন, "তা তো আমি জানিতাম না! স্বামীজী যে একজন বড় গায়ক, এইকথা এখন শুনিলাম। আমি জানি স্বামীজী খুব ফিলসফার, খুব ভাল বাগ্মী, কিন্তু তিনি যে বড় গায়ক একথা আমি আদৌ জানিতাম না।" গুডউইনের মহা আনন্দ, তিনি নানারকম ভঙ্গী করিয়া আহ্লাদ করিতে লাগিলেন আর ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন,

"স্বামীজী যে বড় গায়ক এটা আমি আগে জানিতাম না।" স্বামীজীর কোনরূপ সুখ্যাতি ও কার্য্য সফল হইলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। কি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তি!

আণ্ড্রের উত্তর মেরু যাওয়া।

S. A. Andree নামক নরওয়ে বা সুইডেনের জনৈক পণ্ডিত বেলুনে করিয়া কয়েকটি সঙ্গী সঙ্গে করিয়া উত্তর মেরু আবিষ্কার করিতে যাইতেছেন। খবরের কাগজে খুব লিখিতে লাগিল। দু'টার সময়কার আহারের পর, গুডউইন ও অন্যান্য সকলে বসিয়া সেই বিষয়ের কথোপকথন হইতে লাগিল। স্বামীজী নীরব হইয়া চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। গুডউইন ও স্টার্ডি খুব তো এই ব্যাপারটির প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং জগতে এক নূতন পথ খোলা হইল এইসব কথা কহিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বামীজী কোন কথাই বলিলেন না; বরং বিষণ্ণ হইয়া রহিলেন। স্বামীজী কেবল বলিলেন, "বেলুনে ক'রে যাবেন বটে, কিন্তু ফিরিবেন কি না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।" কথাটা শুনিয়া সকলেই যেন চমকিয়া উঠিল। লোকে যে আনন্দ করিতেছিল, হঠাৎ নিবিয়া গেল। একটা কাজের যে আর একটা দিক্ আছে, তাহা তখন সকলের চোখে পড়িল এবং সকলে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু প্রকৃতই Andree ও তাঁহার সঙ্গীগণ ফিরিয়া আসেন নাই; তাঁহাদের আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই। *

* বায়ু প্রতিকূল থাকায় প্রথম অভিযানটি (১৮৯৬ খৃঃ) ব্যাহত হয়। পরবৎসর Andree দু'জন সঙ্গীসহ যাত্রা করিয়া আর ফিরেন নাই। তেত্রিশ বৎসর পরে উত্তর মেরু অঞ্চলের হোয়াইট আইল্যাণ্ডে তিনজনের মৃতদেহ এবং Andree-র diary-টি পাওয়া যায়।

অনবরত স্বামীজীর কথোপকথনে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে, এইজন্য এই স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, ও দেশের সামাজিক রীতিনীতির কথার সামান্য অবতারণা করিলাম।

ভারতবর্ষে শুভকর্ম্মে বা বেশীর ভাগ সময় ডান হাত লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু ইংলণ্ডে বাম হাতের চলনই অধিক।

ইংলণ্ডের বিভিন্ন রীতিনীতির কথা।

আমাদের দেশে কাহাকেও ডাকিতে হইলে ডান হাত তুলিয়া নাড়িতে হয় এবং এই সঙ্কেতে দূরের লোক কাছে আসে; এশিয়ার সর্ব্বত্রই এই প্রথা। কিন্তু ইংলণ্ডে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের দেশে বাম হাত দিয়া কোন কার্য্য করা নীতিবিগর্হিত, এমন কি অবজ্ঞাসূচক। ইংলণ্ডে ডাকিবার প্রথা—বাম হাত তুলিয়া হাতের চেটোটি উপরিভাগে ধরিয়া অঙ্গুলি সঙ্কোচ করা। খাইবার সময়েও ইংরাজেরা বাম হাতই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, ইংরাজদের বক্তৃতাকালীন বাম-হাত-সঞ্চালন অধিক সময়েই হয়।

ভারতবর্ষে ক্লোক বা জামা পরিতে হইলে প্রথমে একটি আস্তিনের ভিতর নিজের হাত পরাইয়া দিতে হয়। ক্লোক বা জামা

ক্লোক পরার কথা।

সকলেই নিজে পরিয়া লয়, অপরের সাহায্যের আবশ্যক হয় না। ইংলণ্ডে কিন্তু অন্য প্রকার। ক্লোক হইলে দুটি আস্তিনের ভিতর দুটি হাত জুড়িয়া দেয়, তাহা হইলে জামাটা পিঠে ও গলায় ঠিক হয়। ক্লোক একটা বড় ভারী জামা, এইজন্য নিজে সব সময়ে সামলাইতে পারে না; দেশের প্রথা—সম্মুখে যে কেউ লোক থাকিবে, তখনই দাঁড়াইয়া উঠিয়া ক্লোকটা ধরিবে এবং লোকটা একসঙ্গে দুই হাত আস্তিনের

ভিতর দিয়া ক্লোকটা পরিয়া লইবে। যে ব্যক্তি ক্লোকটা ধরিয়াছে, তাহাকে 'Thank you' বলিলেই কার্য্য মিটিয়া যায়। বাড়ীতে ঢুকিলে ঘরের ভিতর ক্লোক পরিয়া যাওয়া প্রথা নয়। ক্লোক, টুপি, ছাতা, ছড়ি এইসব সদর দরজার কাছে যে রাখিবার স্থান আছে, সেইখানে রাখিয়া আসিতে হয়। এইসব হইতেছে ভদ্র আচারের কথা, গরীব লোকের কথা স্বতন্ত্র।

মুখ ধোয়া ও বিভিন্ন বিষয়।

ভারতবর্ষে ঘরের বাহিরে যাইয়া জল ফেলিয়া মুখ ধুইয়া থাকে। কিন্তু ইংলণ্ডে ঘরের ভিতর মুখ ধুইতে হয়। লোহার একটা teapoy বা একটা কাঠের টেবিলে একটা গামলা থাকে এবং একটা মাটির পাত্রে (jug) জল থাকে, ঠাণ্ডা বা গরম জল, শীত বা গরম হিসাবে। ঐ টেবিলটাতে সাবান থাকে। জাগ্ থেকে জলটা গামলায় ঢালিতে হয় এবং অল্প জল লইয়া মুখে দিতে হয়, তারপর সাবান দিয়া মুখ ঘষিয়া সেই গামলার জলে চোখ ধোয়া, মুখ ধোয়া, দাঁত মাজা সব কাজই করিতে হয়—ধুইয়া লইতে হয়। যাহারা টুথব্রাশ দিয়া দাঁত মাজে, তাহারা সেই গামলার জল মুখে দিয়া দাঁতে ব্রাশ ঘষিয়া লয়। জল মেঝেতে ছড়াইতে নাই। ভারতবর্ষের লোকের এই কথা শুনিলে ঘৃণা আসে। কিন্তু ভিন্ন দেশের ভিন্ন প্রথা, এইসব সহ্য করিয়া যাইতে হয়। মুখ ধুইবার সময় একখানি তোয়ালে বুকে ও গলায় জড়াইতে হয়, যেন ভিতরের পিরান জামা নষ্ট না হয়, এবং আর একখানি তোয়ালে পিঠের দিক্ থেকে গলায় গুঁজিয়া দিতে হয় এবং তৃতীয়খানি দিয়া মুখ হাত সব মুছিতে হয়। কেহ কেহ বা দু'খানিতে কার্য্য সারিয়া লন, পিঠের

তোয়ালের আবশ্যক হয় না। তারপর চুল আঁচড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইতে হয়। চুল ও নখ অপরিষ্কার রাখা বড় অসভ্যতার কথা, এইজন্য সব সময় আরশির সামনে বুরুশ দিয়া চুল আঁচড়াইতে হয় এবং কোন জায়গায় যাইতে হইলে আরশি দিয়া দেখিতে হয়—কলার, জামা, মাথার চুল ঠিক আছে কি না। ময়লা বা অপরিষ্কার থাকাকে অসভ্যতা বলিয়া থাকে। নূতন লোক গেলে তাহাকে প্রথমে বড় বিব্রত হইতে হয়। তারপর অভ্যাস হইয়া যায়। ইজের কোট বারে বারে নরম বুরুশ দিয়া ঝাড়িতে হয় এবং খুলিয়া রাখিবার সময় hook-এতে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হয়। এই দেশের ন্যায় 'পুঁটুলি' করিয়া রাখিতে নাই, তাহা হইলে ভাঁজ পড়ে। বুট জুতা সকালে একবার বুরুশ করিয়া ফেলিতে হয়। পরে রাস্তায় কাদা লাগিলে পুনরায় বুরুশ করিতে হয়। নূতন লোকের পক্ষে ইহা বড় হাঙ্গামা। Day & Martin-এর কেক কালি খুব প্রচলিত। এর শক্ত টুকরাটা এক বোতল গরম জলে ফেলিয়া দিলে গুলিয়া যায়, আর একটা কর্ক-এ একটা জড়ানো তার থাকে, তারের উপর এক টুকরা sponge থাকে, এই sponge-খানা দিয়া বোতলের ভিতর গোলা কালি উঠাইয়া জুতাটাতে মাখাইয়া লইতে হয়। তারপর দুহাতে দুখানা নরম বুরুশ লইয়া ঘষিলেই বেশ চক্‌চকে হয়। নিজের নিজের জুতা বুরুশ করিয়া লওয়া কোন লজ্জার কথা নয়, তবে ছোটদের জুতা ঝি বা চাকরে বুরুশ করিয়া দেয়।

মেয়েদের সাবান দিয়া মুখ ধোয়ার একটু বিশেষত্ব আছে। এক টুকরা ফ্লানেল ভিজাইয়া লইয়া প্রথমে তাহাতে সাবান ঘষিয়া

লয়, তারপর সেই সাবান-যুক্ত ফ্লানেল মুখে খুব ক'রে ঘষে, তাতে চামড়া বেশ পরিষ্কার হয় এবং সাবানও খুব কম লাগে। কলিকাতায় এই প্রথাটা মেয়েদের মধ্যে প্রচলন করা খুব ভাল।

ওদেশের লবণ ব্যবহারের কথা বলিব। বাংলা দেশে লবণ যেমন গুঁড়া পাওয়া যায়, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে উহা চাপড়া চাপড়া হয়; কিন্তু ইংলণ্ডে লবণ রাখার প্রথা একেবারেই অন্যরূপ। ইংলণ্ড মেঘলা, জলো দেশ, সব সময়েই কুয়াসায় আচ্ছন্ন, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি অনবরতই পড়ে। এই হেতু ওদেশে লবণ গুঁড়া করিয়া রাখিলে জল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, তাই লবণ চাপ চাপ করিয়া মোটা মোটা ইটের মতো করিয়া রাখা হয়। দরকার-মতো একটা কুটনা-কোটা ছুরি দিয়া (ওদেশে বলে peeling knife) উপরটা চাঁচিয়া লওয়া হয়। সেই চাঁচা লবণটুকু একটি কাঁচের বাটিতে রাখা হয়। খাইবার সময় টেবিলের উপর একটা তারের বা অন্য জিনিসের হাতলওয়ালা একটি পাত্র থাকে, তাহাতে একটা শিশি-ভরা ভিনিগার থাকে, আর একটা শিশিতে সাদা মরিচ থাকে—সেই শিশিটির উপরের ঢাকনাটিতে বিদ্ধ বিদ্ধ করা গর্ত্ত থাকে। এদেশে কালো মরিচের ব্যবহার আছে, কিন্তু ইংলণ্ডে সাদা মরিচ ব্যবহৃত হয়।

ওদেশে, আমাদের জানা আছে, সকলেই খাবার সময় ছুরি কাঁটা ব্যবহার করিয়া থাকে—ছুরি ডান হাতে ধরিয়া কাঁটাটি বাম হাতে ধরিতে হয়, ঐ কাঁটার দ্বারা খাবার বিদ্ধ করিয়া মুখে দিতে হয়। চামচ দিয়া খাবার সময় কিন্তু ডান হাতের চামচ ধরিয়া খাওয়ার রীতি আছে। খাবার সময় ওদেশে, আরও চাওয়া ভদ্রতাবিরুদ্ধ। ছুরি কাঁটা রাখিবার পদ্ধতি-

খাইবার পদ্ধতি।

অনুসারেই পুনরায় চাওয়া বা খাওয়া শেষ হইয়া যাওয়া বুঝায়। ছুরি আর কাঁটার ডগা যদি একসঙ্গে মিশানো থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—খাওয়া শেষ হয় নাই, আরও খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু ঐ দুটা যদি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া পাশাপাশি বসানো থাকে, তাহা হইলে আর কিছু প্রয়োজন হইবে না, খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে ইহাই বুঝাইবে। এইসব ওদের দেশের আদবকায়দা না জানা থাকায়, প্রথম প্রথম ওদেশে যাইয়া আমাদের দেশের ছেলেদের বহু কষ্টে পড়িতে হয়। অনেক সময় কাঁটা, ছুরি, চামচ প্রভৃতি বেঠিক রাখার দরুন টেবিল হইতে খাদ্যে-ভরা থালা ইত্যাদি তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এরূপ হঠাৎ থালা বাটি সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হওয়ায় ক্ষুধিত ব্যক্তির কষ্টের সীমা থাকে না।

ভারতবর্ষের চিনি, সাদা বা কালো হইলেও, সবই গুঁড়া চিনি। আর আমরা যাহাকে মিছরি বলি, ওরূপ পদার্থ ইংলণ্ডে নাই। ইংলণ্ডের চিনি লাল্‌চে—উহাকে brown sugar বলে। সাদা দোবরা চিনিও পাওয়া যায়, কিন্তু কম। চলিত চিনি হইতেছে একইঞ্চি চৌকা সাদা চিনির ডেলা, উহাকে lump sugar বলা হয়। চা বা কাফির সঙ্গে এইরূপ একটি চৌকা ডেলা দিয়া খাইতে হয়। আর একরকম চিনি আছে, উপর দিকে মোটা ও নিম্নদিকে সরু—একরকম চোঙ্গার মতো, ইহাকে বলে loaf sugar. এই চিনিও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। লবণের ন্যায় ইহাও জল হইয়া যাইবার আশঙ্কায় চাপ দিয়া চাকা চাকা টুকরা বা ডেলা করিয়া রাখা হয়।

ইংলণ্ডে বৈকালবেলা রুটি ও মাখন, বা জ্যাম (jam) খাওয়া

রীতি আছে। কিন্তু এই পাঁউরুটি কাটিবার বিশেষ কৌশল আছে। রুটির দুই পার্শ্বের দু'টুকরা কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। তারপর খুব ধারাল ছুরি দিয়া এক এক চাকলা এরূপ নিপুণতা ও তৎপরতার সহিত কাটা হয় যে, তাহা সত্যই দেখিবার জিনিস। সেই কাটা রুটিগুলি পাতলা পেস্ট বোর্ডের (paste-board) মতো দেখিতে হয়। এইরূপ কাটা হইয়া যাইবার পর সেগুলি আবার একত্র করিয়া পাশাপাশি রাখা হয়, মনে হয় আস্ত রুটিখানি (কাটিবার পূর্ব্বে) যেরূপ ছিল, ঠিক সেইরূপই বসানো রহিয়াছে। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা রুটি কাটার কাজে বিশেষ দক্ষ।

একদিন সকালে আহারের পর সকলে বসিয়া আছি; স্টার্ডি সেদিন বেশ প্রফুল্ল। কথাপ্রসঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের কথা উঠিল।

ফরাসী বিপ্লবের কথা।

প্যারী সহরে মন্বন্তর পড়িল। গমওয়ালারা গোলাতে গম আটকাইয়া রাখিল। গমের মূল্য চড়িয়া যাওয়ায় রুটি মহার্ঘ হইয়া উঠিল। গরীব লোকের খাবার বড়ই কষ্ট হইল। একদিন সকালে বড় বড় বাড়ীর ঝি, চাকরানী, মজুরনী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সব একজোট হইয়া পথে বাহির হইল। ঝিয়েদের অস্ত্র তো ঝাড়ু—প্রত্যেকে ঝাড়ু হাতে লইল। বাংলায় ঝাড়ুর মাথার দিক্‌টা হাতে করিয়া ধরিতে হয়, কিন্তু ইউরোপের অনেক স্থানে একটা লম্বা ডাণ্ডা দেওয়া থাকে। ইহাকে broom-stick বলে। সেইসব স্ত্রীলোকেরা এইরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডাণ্ডা-দেওয়া ঝাড়ু কাঁধে করিয়া রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া প্রায় পাঁচ হাজার হইল। তাদের সঙ্গে গোটাকতক ঢুলি বা drummer

জুটিল। উহারা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সঙ্গে ঢাক বাজাইতে বাজাইতে, রুটি রুটি রুটি করিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিল। তাহারা এইরূপে ভারসেল্স-এর (Versailles) পথে আসিল। আশে-পাশের চাষীরাও কাস্তে প্রভৃতি যন্ত্র হাতে লইয়া দলে মিশিল।

রাজা রাণী বিলাসে থাকে—তাহারা তো লোকের দুঃখকষ্টের কোনও খোঁজখবরই রাখে না। উন্মত্ত ঝিয়ের দল ভারসেল্স-এর বাগানে প্রবেশ করিল। রাণী মেরী এণ্টোয়ানেট (Mary Antoinette) অষ্ট্রীয়ার সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসার (Maria Theresa) মেয়ে ছিলেন। রাণী ভৃত্যদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকগুলো ওরূপ চীৎকার করে কেন?" ভৃত্যেরা উত্তর করিল, "Madam, they have no bread." রাণী, ওরা রুটি খাইতে পায় না। রাণী উত্তর করিলেন, "Let them have cakes"—ওদের কেক খেতে দাও। কিন্তু কেক যে ময়দায় তৈয়ারি হয় এবং সেই ময়দারই অভাবে যে উহাদের এই অবস্থা, রাণী বা রাজার তাহা খেয়ালের মধ্যেও ছিল না। উন্মত্ত স্ত্রীলোকের দল মনে করিল, রাণী বুঝিয়াই তাহাদের অবমাননা ও বিদ্রূপ করিয়াছে। ইহাতে তাহারা মহা প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিয়া রাজা ও রাণীকে তাহারা বন্দী করিল। রাণীকে তাহারা Baker's wife বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তাহাদের একটা গাড়ীতে বসাইয়া তাহারা প্যারীতে লইয়া আসিল। এই হইল ফরাসী বিপ্লবের প্রথম দিনের ঘটনা।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট

(প্রধানতঃ ব্যক্তিবাচক শব্দের)

ভ্রম সংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃঃ ৪৫, লাইন ১১	
দেরাজ	আলমারি
পৃঃ ৫২, লাইন ১৫	কমার স্থলে ড্যাশ হইবে।
পৃঃ ৫২, লাইন ১৬	দাঁড়ির স্থলে কমা হইবে।
পৃঃ ৫৭, লাইন ১০	
রাজোওয়াড়ী	রাজওয়াড়ী
পৃঃ ৬৪, লাইন ৩	
খাস……গেলেন।”	খাস”……গেলেন।
পৃঃ ৬৭, লাইন ৫	
মিস্ ওলীবুলের	মিসেস্ ওলী বুলের
পৃঃ ৭২, লাইন ১৯	
এইচ. সি.	সি. এইচ.
পৃঃ ৮৪, লাইন ১৬	
ও পার্শ্ব টীকা Kegen	Kegan
পৃঃ ১৪৪, লাইন ১৪	
bottom	button

AUTHOR'S OTHER PUBLICATIONS.

Social Sciences

Lectures on Status of Toilers	2	0	0
Homocentric Civilization	1	8	0
Manab Kendric Sabhyata (Hindi Translation)	1	0	0
Lectures on Education	1	4	0
Federated Asia	4	8	0
National Wealth	5	8	0
Nation	2	0	0
New Asia	1	0	0
Rights of Mankind	0	8	0
Status of Women—Now Not Available			
Nari-Adhikar (Hindi Translation)	0	12	0

Religion, Philosophy, Psycology

Natural Religion	1	0	0
Energy	1	0	0
Mind	1	0	0
Metaphysics—Now Not Available			
Reflections on Woman	1	4	0

Art & Architecture

Principles of Architecture	2	8	0
Dissertation on Painting—Now Not Available			

Literary Criticism & Epic

Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra (2nd. Edition)	1	0	0
Kurukshetra—Now Not Available			

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৩৷৹

২। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী (১ম খণ্ড, ২য় সং) ৩৷৹

৩। কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ) ২৲

৪। শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী ৩৲

৫। মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান ১।৹

৬। শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান (২য় সং) ৷৹

৭। গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) ৷৹

৮। দীন মহারাজ ৷৹

৯। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ ১৲

১০। সাধুচতুষ্টয় ৸৹

১১। মাষ্টার মহাশয় (শ্রীম) ৸৹

১২। মাতৃদ্বয় (গৌরী মা ও গোপালের মা) ।৹

১৩। ব্রজধাম দর্শন ১৷৹

১৪। নিত্য ও লীলা (বৈষ্ণব দর্শন) ১৲

১৫। বদ্‌রীনারায়ণের পথে ২।৹

১৬। পাশুপত অস্ত্রলাভ ৫৲

১৭। মায়াবতীর পথে ১৲

১৮। গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প ১৷৹

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)

১৯। সঙ্গীতের রূপ ১৷৹

২০। নৃত্যকলা ১৲

২১। পশুজাতির মনোবৃত্তি ৸৹

উষা ও অনিরুদ্ধ
বৃহন্নলা
} এখন পাওয়া যায় না।

Books in the Press,

Cosmic Evolution
MENTATION

AWAITING PUBLICATION

Manuscripts

1. Biology
2. Theory of Motion
3. Theory of Sound
4. Theory of Light
5. Theory of Vibration
6. Formation of Earth
7. Society
8. Nala and Damayanti
9. Lectures on Philosophy
10. Philosophy and Religion
11. Dissertation on Poetry
12. Ethics
13. Ego
14. Language and Grammar
15. Devotion
16. Action
17. Triangle of Love
18. Ligic of Possibilities
19. Society and Woman
20. Society and Education
21. Reflections of Society

যন্ত্রস্থ

বাংলাভাষার প্রধাবন

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

তাপস লাটু (লাটু মহারাজ)

দৌত্যকার্য্য

প্রাচীন ভারতের সংশ্লিষ্ট কাহিনী

শিল্প প্রসঙ্গ

স্বামীজীর বাল্যজীবন

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন

প্রাচীন জাতির দেবতা

কাব্য অনুশীলন

কলিকাতার পুরান কথা

জে. জে. গুডউইন

Allied Publication

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমহেন্দ্রনাথ ২॥০

শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ ঘটক

By Bhupendra Nath Dutta, A. M. (Brow)
Dr. Phill. (Hamburg)

Dialectics of Land Economics of India Rs. 6/-

THE
MOHENDRA PUBLISHING COMMITTEE
3, Gour Mohon Mukerjee Street,
CALCUTTA-6.